॥ প্রথম জিজ্ঞাসা সংস্করণ ॥
কার্তিক ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ
নবেম্বর ১৯৫৭ খৃস্টাব্দ

প্রকাশক
শ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা-২৯
শাখাকেন্দ্র ॥ ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট-শিল্পী
অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদসজ্জা ও চিত্রালংকরণ
তাপস দত্ত ক্রিয়েটিভ গ্রুপ
ব্লক-নির্মাণ
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং প্রাঃ লিঃ

মুদ্রাকর
শ্রীবিভূতিভূষণ সেন
উদয়ন প্রেস
৬নং কলেজ রো। কলিকাতা-৯

গ্রন্থবন্ধনাগার
মির্জাপুর বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

॥ তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা ॥

সূচী



রামং লক্ষ্মণপূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরম্ ।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্মিকম্ ॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্তিম্ ।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্ ॥
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে ।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥



আদিকাণ্ড

॥ নারাযণের চারি অংশে প্রকাশ ॥

গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর।
লক্ষ্মীসহ আছেন তথায় গদাধর ॥
মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
এক অংশ চারি অংশে হইতে প্রকাশ ॥
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ ॥
লক্ষ্মীমূর্তি সীতাদেবী বসেছেন বামে।
স্বর্ণছত্র ধরেছেন লক্ষ্মণ শ্রীরামে ॥
চামর ঢুলান তাঁরে ভরত শত্রুঘ্ন।
জোড়হাতে স্তব করে পবননন্দন ॥
এইরূপে বৈকুণ্ঠে আছেন গদাধর।
হেনকালে আইলা নারদ মুনিবর ॥
রূপ দেখি বিহ্বল নারদ চান ধীরে।
বসন তিতিল তাঁর নয়নের নীরে ॥
হেন রূপ কেন ধরিলেন নারায়ণ।
ইহা জিজ্ঞাসিব গিয়া যথা পঞ্চানন ॥
এতেক ভাবিয়া যাত্রা করে মুনিবরে।
বিধাতারে লয়ে যান কৈলাসশিখরে ॥

নিরখিয়া দুইজনে তুষ্ট মহেশ্বর।
জিজ্ঞাসা করেন ব্রহ্মা তাঁহার গোচর ॥
দেখিতাম পূর্ব্বেতে কেবল নারায়ণ।
চারি অংশ দেখি এবে কিসের কারণ ॥
ব্রহ্মাবাক্য শুনিয়া কহেন কৃত্তিবাস।
সেই রূপ ইহকালে হইবে প্রকাশ ॥
রাবণ রাক্ষস হবে পৃথিবীমণ্ডলে।
তাহারে বধিতে জন্ম লবেন ভূতলে ॥
দশরথ-ঘরে জন্মিবেন চারিজন।
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ ॥
মনুষ্য গোহত্যা আদি যত পাপ করে।
একবার রাম নামে সর্ব পাপে তরে ॥
চ্যবন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর।
দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর ॥
তারে গিয়া রাম-নাম দেহ একবার।
তবে সে নিতান্ত মুক্ত হইবে সংসার ॥
রচিবে সে মহাকাব্য গীত রামায়ণ।
যা শুনি উদ্ধার পাবে যত পাপী জন ॥
বিধাতা নারদ দোঁহে যান বনপথে।
রত্নাকর মুদ্গর তোলে ব্রহ্মারে বধিতে ॥
ব্রহ্মার মায়াতে তার মুদ্গর না চলে।
মায়ায় মুদ্গর বদ্ধ তার করতলে ॥
না পারে মারিতে দস্যু ভাবে মনে মন।
ব্রহ্মা জিজ্ঞাসেন বাপু তুমি কোন্ জন ॥
রত্নাকর বলে তুমি না চিন আমারে।
লইব তোমার বস্ত্র মারিয়া তোমারে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন পাপ কর কার লাগি।
তোমার এ পাতকের কেহ আছে ভাগী ॥
রত্নাকর বলে যত লয়ে যাই ধন।
মাতা পিতা পত্নী আমি খাই চারি জন ॥
যাহা কিছু বেচি কিনি খাই চারি জনে।
আমার পাপের ভাগী সকলে এক্ষণে ॥

শুনিয়া হাসিয়া ব্রহ্মা কহিলেন তবে ।
তোমার পাপের ভাগী তারা কেন হবে ॥
জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি আইস নিশ্চয় ।
তোমার পাপের ভাগী তারা যদি হয় ॥
নিতান্ত আমারে বধ কর তবে তুমি ।
এই বৃক্ষতলেতে বসিয়া থাকি আমি ॥
অতঃপর যায় দস্যু ফিরে ফিরে চায় ।
ভাবে বুঝি ভাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী পলায় ॥
প্রথম পিতার কাছে করে নিবেদন ।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥

—

॥ রামনামে রত্নাকরের পাপক্ষয় ॥

মানুষ মারিয়া আনি যত ধন আমি ।
আমার পাপের ভাগী বট কিনা তুমি ॥
পুত্রের বচন শুনি চ্যবন কুপিল ।
হেন কথা তোমা পুত্র কে কহিল বলো ॥
মানুষ মারিতে তোমা বলে কোন্ জন ।
তোমার পাপের ভাগী হব কি কারণ ॥
শুনিয়া বাপের বাক্য মাথা হেঁট করে ।
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে মায়ের গোচরে ॥
সত্য করি আমারে গো কহিবে জননী ।
আমার পাপের ভাগী নহ কি আপনি ॥
জননী কহিল ক্রুদ্ধা হইয়া অপার ।
এক দিবসের ধার কে শোধে আমার ॥
দশ মাস গর্ভে ধরি পুষেছি তোমারে ।
তব কৃত পাপ পুত্র না লাগে আমারে ॥
শুনিয়া মায়ের বাক্য হেঁট কৈল মাথা ।
পত্নীর নিকটে গিয়া কহে সব কথা ॥
শুনিয়া স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী ।
নিবেদন করি প্রভু শুন গুণমণি ।

আর যত পাপ পুণ্য ভাগ লাগে মোরে—
পোষণার্থ পাপ-ভাগ না লাগে আমারে ॥
শুনিয়া ভার্যার কথা রত্নাকর ডরে।
কেমনে তরিব আমি এ পাপ-সাগরে ॥
ইহা ভাবি উভয়ের সন্নিধানে গিয়া।
কহিল ব্রহ্মার পায় দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
একে একে জিজ্ঞাসিনু আমি সবাকারে।
মম পাপ-ভাগী কেহ নাহি সংসারে ॥
আপনি করিয়া কৃপা দিলা দিব্যজ্ঞান।
এসকল পাপে কিসে পাব পরিত্রাণ ॥
কহিলেন পিতামহ মুনির কুমারে।
তুমি স্নান করিয়া আইস সরোবরে ॥
কমণ্ডলু-জল ছিল দিলেন মাথায়।
মহামন্ত্র মুনি তারে কহিবারে যায় ॥
নিকটে আসিয়া ব্রহ্মা কহে তার কানে।
একবার রাম-নাম বলো রে বদনে ॥
পাপে জড় জিহ্বা রাম না পারে বলিতে।
শুনিয়া ব্রহ্মার বড় চিন্তা হৈল চিতে ॥
বলিলেন মরা বলি জপো অবিশ্রাম।
তবে মুখে তখনি সরিবে রামনাম ॥
মরা মরা বলিতে আইল রামনাম।
পাইল সকল পাপে দস্যু পরিত্রাণ ॥

—

॥ ব্রহ্মার রত্নাকরের বাল্মীকি নামকরণ ও
রামায়ণ রচনার বর দান ॥

রামনাম জপে এক স্থানে একাসনে।
সর্বাঙ্গ খাইল বল্মীকের কীটগণে ॥
খাইল সকল মাংস অস্থিমাত্র থাকে।
বল্মীকের মধ্যে মুনি রামনাম ডাকে ॥
হেনমতে কাটি গেল অনেক বৎসর।
পুনঃ আইলেন ব্রহ্মা যথা মুনিবর ॥

রামনাম শুনি মাত্র পিণ্ডের ভিতর।
জানিল ইহার মধ্যে আছে মুনিবর ॥
সৃষ্টিকর্তা করিলেন তাঁহারে আহ্বান।
পাইয়া চৈতন্য মুনি উঠিয়া দাঁড়ান ॥
ব্রহ্মারে কহিল মুনি করিয়া প্রণাম।
মোরে মুক্ত কৈলে তুমি দিয়া রামনাম ॥
ব্রহ্মা বলে তব নাম রত্নাকর ছিল।
আজি হতে তব নাম বাল্মীকি হইল ॥
বল্মীকেতে ছিলা যেই সেই এ বিধান।
সাতকাণ্ড রচো গিয়া রামের পুরাণ ॥
সরস্বতী রহিবেন তোমার জিহ্বাতে।
হইবে কবিতারাশি তোমার মুখেতে ॥
শ্লোকছন্দে তুমি যাহা রচিবে পুরাণ।
জন্মিয়া সেসব কর্ম করিবেন রাম ॥
এত বলি ব্রহ্মা গেলা আপন ভবন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥

—

॥ নারদের বাল্মীকিকে রামায়ণের আভাস প্রদান ॥

একদিন সে বাল্মীকি সরোবরকূলে।
রামনাম জপেন বসিয়া বৃক্ষমূলে ॥
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী বসিয়া আছিল বৃক্ষডালে।
এক ব্যাধ আসি পক্ষী বিন্ধিলেক নলে ॥
রামে স্মরি বলে মুনি কানে দিয়া হাত।
জীবহত্যা কৈলি পাপী আমার সাক্ষাৎ ॥
বিনা অপরাধে হিংসা কর পক্ষীজাতি।
বুঝিলাম তোমার নরকে হবে স্থিতি ॥
এতেক বলিয়া মুনি শাপ দিল তাকে।
সেই শোকে এক শ্লোক নিঃসরিল মুখে ॥
চারি পদ ছন্দ মুনি লিখিলেন পাতে।
আপনি লিখিয়া মুনি না পারে বুঝিতে ॥

ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিলা তথা নারদেরে।
বাল্মীকিরে উপদেশ করিবার তরে॥
সেই শ্লোক শুনাইল মুনি নারদেরে।
নারদ করিয়া অর্থ বুঝাইল তারে॥
এই শ্লোকছন্দে তুমি করো রামায়ণ।
উপদেশ কহি জানি তুমি সে ভাজন॥
সূর্যবংশে দশরথ হবে নরপতি।
রাবণ বধিতে জন্মিবেন লক্ষ্মীপতি॥
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষণ।
তিন গর্ভে জন্মিবেন এই চারি জন॥
সীতাদেবী জন্মিবেন জনকের ঘরে।
ধনুর্ভঙ্গ পণে তাঁর বিবাহ তৎপরে॥
পিতার আজ্ঞায় রাম যাইবেন বন।
সঙ্গেতে যাবেন তাঁর জানকী লক্ষ্মণ॥
সীতারে হরিয়া লবে লঙ্কার রাবণ।
সুগ্রীব-সহিত রাম করিবে মিলন॥
বালিকে মারিয়া তারে দিবে রাজ্যভার।
সুগ্রীব করিয়া দিবে সীতার উদ্ধার॥
দশমুণ্ড বিশহাত মারিয়া রাবণ।
অযোধ্যায় রাজা হইবেন নারায়ণ॥
পঞ্চমাস গর্ভবতী সীতারে গোপনে।
বর্জিবেন রাম তাঁরে তব তপোবনে॥
লব কুশ নামে হবে সীতার নন্দন।
উভয়ে শিখাবে তুমি বেদ রামায়ণ॥
এইরূপে বহু বর্ষ পালিবেন ক্ষিতি।
পুত্রে রাজ্য দিয়া স্বর্গে করিবেন গতি॥
জন্ম হতে কহিলাম স্বর্গ-আরোহণ।
জন্মিয়া করিবে ইহা প্রভু নারায়ণ॥
এত বলি নারদ গেলেন স্বর্গবাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

—

॥ মহারাজ দশরথ ॥

দশরথ মহারাজ জন্ম সূর্যবংশে।
সর্বগুণেশ্বর রাজা সকলে প্রশংসে॥
রাজচক্রবর্তী দশরথ লোকে জানে।
রাক্ষস গন্ধর্ব কাঁপে তাঁর নাম শুনে॥
পুত্রহীন মহারাজ মনে দুঃখদাহ।
করিলেন সাত শত পঞ্চাশ বিবাহ॥
সাত শত পঞ্চাশের মুখ্য তিন গণি।
কৌশল্যা সুমিত্রা আর কৈকেয়ী সতিনী॥
সতত ভাসেন রাজা সুখের সাগরে।
দৈবে অনাবৃষ্টি হল অযোধ্যা-নগরে॥
সকল অযোধ্যা রাজ্যে হইল আপদ।
হেনকালে আইলেন তথায় নারদ॥
নারদ বলেন নৃপ করি নিবেদন।
আইলাম তোমারে করিতে বিজ্ঞাপন॥
ইন্দ্রের বৃষ্টিতে বাঁচে সকল সংসার।
তব রাজ্যে অনাবৃষ্টি দুঃখ সবাকার॥
রাজা কহে ইন্দ্ররাজ বড়ই চতুর।
মুখে এক কহে সে অন্তরে করে দূর॥
স্বর্গেতে যাইয়া তবে দেবের সমাজে।
কোথা ইন্দ্র বলিয়া ডাকেন দেবরাজে॥
দেবেরা বলেন রাজা ক্রোধ কি কারণ।
তব সঙ্গে বাসব না করিবেন রণ॥
ভূপতি বলেন মম রাজ্যে নাই বৃষ্টি।
অনাবৃষ্টি হেতু মোর নষ্ট হল সৃষ্টি॥
সুবৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রাখুন সম্প্রতি।
নতুবা জিনিয়া লব এ অমরাবতী॥
এতেক শুনিয়া যান যত দেবগণ।
ইন্দ্রকে কহেন তাঁরা সব বিবরণ॥
অনুজ্ঞা করিল ইন্দ্র চারি জলধরে।
সাত দিন বৃষ্টি করো অযোধ্যা-নগরে॥

নদ নদী সরোবর পূর্ণ হৈল জল।
অনাবৃষ্টি ঘুচিল বৃক্ষেতে হৈল ফল॥
রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর।
রাজার বয়স হয় অনেক বৎসর॥
সাত শত পঞ্চাশ যে নৃপতি-রমণী।
কারো পুত্র নাহি রাজা বড় অভিমানী॥
ভার্গব রাজার কন্যা ছিল একজন।
তার গর্ভে এক কন্যা জন্মিল তখন॥
লোমপাদ রাজা দশরথের যে সখা।
অঙ্গদেশে বসতি ধনের নাহি লেখা॥
জন্মিয়াছে সুতা দশরথের শুনিয়া।
লোমপাদ আনে তাঁরে লোক পাঠাইয়া॥
সত্য ছিল পূর্ব্বেতে করিতে নারে আন।
মহা পুণ্যবান রাজা ধর্ম্ম-অধিষ্ঠান॥
কন্যা চলে লোমপাদ ভূপতির ঘরে।
দশরথ রাজত্ব করেন নিজ পুরে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে না হয় খণ্ডন।
মৃগয়া করিতে রাজা করেন গমন॥
ভ্রমিয়া বেড়ান রাজা নিবিড় কানন।
অন্ধকের তপোবনে গেলেন তখন॥
শ্রমযুক্ত হইয়া বসেন বৃক্ষতলে।
দিব্য সরোবর দেখিলেন সেই স্থলে॥
অন্ধকমুনির পুত্র সিন্ধু নাম ধরে।
কলসীতে ভরে জল সেই সরোবরে॥



কলসীর মুখ করে বুক্‌বুক্ ধ্বনি।
রাজা ভাবে জলপান করিছে হরিণী॥
মৃগজ্ঞানে বাণ হানে রাজা দশরথ।
বাণাঘাতে মুনি পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত॥
মৃগের উদ্দেশে রাজা যান তাড়াতাড়ি।
মৃগ নহে মুনিপুত্র যায় গড়াগড়ি॥
শিরে হাত দিয়া রাজা করে অনুতাপ।
ব্যাকুল দেখিয়া মুনি নাহি দিল শাপ॥
মুনি বলে দশরথ ভয় কি কারণ।
তোমারে শাপিয়া আমি পাব কত ধন॥
অন্ধ পিতামাতা মম শ্রীফলের বনে।
আজি তাঁরা মরিবেন আমার বিহনে॥
এই বড় দুঃখ মম রহিল যে মনে।
মৃত্যুকালে দেখা নাহি হল দোঁহা-সনে॥
মৃত মুনি তুলি রাজা লইল কাঁধেতে।
অন্ধকের বনে গেল কাঁদিতে কাঁদিতে॥
পুত্র না আইসে মুনি বসিলেন ধ্যানে।
সকল বৃত্তান্ত মুনি ক্ষণেকেতে জানে॥
চক্ষু ভাসে নীরে করে করাঘাত শিরে।
বলে রাজা মারিয়াছে পুত্রে এক তীরে॥
মুনি বলে আইস দশরথ নরপতে।
মৃত পুত্র আনিলে আমাকে দেখাইতে॥
আর কিবা দশরথ শাপিব তোমাকে।
এইমত তব প্রাণ যাবে পুত্রশোকে॥
মুনি শাপ দিলা যদি রাজার উপর।
দশরথ কহিছেন প্রফুল্ল-অন্তর॥
শুভমস্তু মুনিবাক্য না হইবে আন।
দেখিয়া পুত্রের মুখ যায় যাবে প্রাণ॥
অন্ধ বলে দশরথ বঞ্চিত সন্তানে।
পুত্রশোকে শাপ দিনু বর বলি মানে॥
এই সত্য দশরথ করিবে পালন।
ঋষ্যশৃঙ্গে আনি করো যজ্ঞ আরম্ভন॥

এতেক বলিয়া মুনি নারায়ণে ডাকে।
নারায়ণ-মন্ত্র জপি মরে পুত্রশোকে ॥
পতিব্রতা নাহি জীয়ে পতির মরণে।
অন্ধকী ছাড়িল প্রাণ অন্ধকের সনে ॥

—

॥ সম্বর-অসুর বধ ॥

রাজ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর।
হইল অসুর স্বর্গে নামেতে সম্বর ॥
তার ভয়ে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে।
মহেন্দ্র বলেন ব্রহ্মা বাঁচি কি প্রকারে ॥
ব্রহ্মা বলিলেন আনো রাজা দশরথে।
অসুর সম্বর মরিবেক তাঁর হাতে ॥
আপনি আইল ইন্দ্র অযোধ্যা-নগর।
পাদ্য-অর্ঘ্যে দশরথ পূজে পুরন্দর ॥
ইন্দ্র বলে দশরথ তুমি মোর মিত।
ঠেকেছি সংকটে রক্ষা করো এই হিত ॥
আমার সহায় হয়ে যদি কর রণ।
তোমার প্রসাদে তবে বাঁচে দেবগণ ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা দশরথ হাসে।
সম্বরে মারিব আমি তুমি যাও বাসে ॥
সম্বরে জিনিতে রাজা করিল গমন।
দশরথে দেখিয়া কাঁপিল ত্রিভুবন ॥
সম্বরের সেনাগণ সমরে প্রখর।
ভূপতির সেনা বিঁধি করিল জর্জর ॥
দুইজন বাণবৃষ্টি করে ঝাঁকে ঝাঁকে।
উভয়ের বাণেতে অমরাবতী ঢাকে ॥
শব্দভেদী দশরথ শব্দ শুনি হানে।
দেখিতে না পায় দৈত্য থাকে কোন্‌খানে ॥
নর হয়ে মারিলেন অসুর সম্বর।
দেব-সহ সুখে রাজ্য পালে পুরন্দর ॥

—

॥ কৈকেয়ীকে বর দান ॥

পাত্রমিত্রগণে রাজা দিলেন মেলানি।
অন্তঃপুরে দশরথ চলিল অমনি॥
সবার অধিক ভালোবাসে কৈকেয়ীরে।
সেই হেতু আগে গেল কৈকেয়ীর ঘরে॥
অস্ত্রসঞ্জীবনী-বিদ্যা জানেন কৈকেয়ী।
দেখিল রাজার তনু অস্ত্রক্ষতময়ী॥
মন্ত্র পড়ি জল দিল ভূপতির গায়।
জ্বালা ব্যথা গেল দূরে শরীর জুড়ায়॥
সুস্থ হয়ে দশরথ বলেন তখন।
বর মাগি লও তুমি মনের মতন॥
এত যদি বলিলেন রাজা দশরথ।
কৈকেয়ী কুঁজীকে কহে বাক্য এইমত॥
মহারাজ আমারে চাহেন দিতে বর।
কি বর মাগিয়া লব তাঁহার গোচর॥
কুঁজী বলে এক্ষণে নাহিক প্রয়োজন।
যখন হইবে ইচ্ছা বলিব তখন॥
কৈকেয়ী কুঁজীর বাক্য না করিল আন।
হাসিয়া কহিল রানী রাজা-বিদ্যমান॥
মহারাজ আজি বরে নাহি প্রয়োজন।
যখন ঘটিবে কার্য মাগিব তখন॥
রাজ্য করে দশরথ হরষিতমন।
করেন পুত্রের তুল্য প্রজার পালন॥
যখন যা হবে তাহা দৈবে সব করে।
হইল রাজার ব্রণ নখের ভিতরে॥
ব্রণের ব্যথায় রাজা হইল কাতর।
পাত্র মিত্র আনি রাজা বলিল সত্বর॥
এ ব্যথায় বুঝি মম নিকট মরণ।
সূর্যবংশে রাজা হয় নাহি হেন জন॥
কৈকেয়ী রাজার কাছে দিবানিশি থাকে।
রাজা যত দুঃখ পান কৈকেয়ী তা দেখে॥

রাজার শুশ্রূষা রানী করে রাত্রিদিনে।
কহিল কৈকেয়ী রানী রাজা বিদ্যমানে॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্য নাহি গতি।
ব্রণে মুখ দিব যদি পাও অব্যাহতি॥
পাকিয়া আছিল সেই নখের বরণ।
মুখের অমৃত পেয়ে গলিল তখন॥
সুস্থ হইলেন রাজা ব্যথা গেল দূরে।
রক্ত পুঁজ ফেলি দেহ বলে কৈকেয়ীরে॥
কর্পূর তাম্বুল প্রিয়ে করহ ভক্ষণ।
বর লহ যাহা চাহ দিব এইক্ষণ॥
কৈকেয়ী বলেন শুনি রাজার বচন।
যখন মাগিব বর পাইব তখন॥
দুই বারে দুই বর থাক্ তব ঠাঁই।
পশ্চাতে মাগিব বর এখন না চাই॥

—

॥ দশরথের যজ্ঞ ও ভগবানের চারি
অংশে জন্মগ্রহণ ॥

একদিন সভা করি অমাত্য-সহিতে।
অতি খেদ করি রাজা লাগিল কহিতে॥
ইহকালে না হইল আমার সন্ততি।
পরকালে কিরূপে পাইব অব্যাহতি॥
বর দিয়াছেন শ্রীঅন্ধক মহামুনি।
যজ্ঞ করো তুমি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনি॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর কোন্ দেশে বৈসে।
কার্যসিদ্ধি হয় যদি সেই মুনি আইসে॥
সুমন্ত্র বলেন রাজা করো অবধান।
অঙ্গদেশে ঋষ্যশৃঙ্গ হন অধিষ্ঠান॥
আনিয়া সে মুনিবরে করি আরাধন।
রাজা দশরথ করে যজ্ঞ আরম্ভন॥
আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ করে দেশে দেশে।
সাদর আহ্বান পেয়ে যত মুনি আসে॥

যজ্ঞ করিছেন রাজা সরযুর তীরে।
মুনিগণ গেলেন রাজার যজ্ঞঘরে॥
দশরথ যজ্ঞ করে একটি বৎসর।
যজ্ঞস্থলে আসি দেখা দিলেন শ্রীধর॥
এইরূপে আসি দেখা দিলে নারায়ণ।
কেবল দেখিল ঋষ্যশৃঙ্গ তপোধন॥
মুনি বলে দশরথ তুমি পুণ্যবান।
তব ঘরে জন্মিতে আইল ভগবান॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দিল যজ্ঞেতে আহুতি।
যজ্ঞ হতে উঠে চরু বিষ্ণুর আকৃতি॥
মুনি চরু হাতে দিল রাজা বন্দে মাথে।
অন্তঃপুরে গেল রাজা সুপবিত্র পথে॥
অগ্রভাগ দিল রাজা কৌশল্যা রানীরে।
শেষ ভাগখানি দিল কৈকেয়ী দেবীরে॥
চরু দিয়া যজ্ঞশালে গেল দশরথে।
হেনকালে সুমিত্রা সে লাগিল কাঁদিতে।
শুনিয়া কৌশল্যা রানী হয়ে দয়াবতী।
বলিতে লাগিল রানী সুমিত্রার প্রতি॥
মনে মানিয়াছি যেন তিনটি ভগিনী।
আপন ভাগের তোমা দিব অর্ধখানি॥
ইহাতে তোমার যদি জন্ময়ে নন্দন।
আমার পুত্রের সঙ্গে রহিবে সে জন॥
তাহা দেখে বসিয়া কৈকেয়ী ক্রূরমতি।
কপটে ডাকিয়া কহে সুমিত্রার প্রতি॥
তোমারে চরুর অর্ধ অংশ দিব আমি।
সুমিত্রা ভগিনী এই সত্য করো তুমি॥
আমার চরুর অংশে হবে যে নন্দন।
আমার পুত্রের সঙ্গী কোরো সেইজন॥
সুমিত্রা বলেন দিদি করিলাম পণ।
তোমার পুত্রের দাস আমার নন্দন॥
এত বলি শেষভাগ দিলেন তাহারে।
তিন জন খাইলেন চরু একেবারে॥

এক অংশে নারায়ণ চারি অংশ হৈয়া।
তিন গর্ভে জন্মিলেন শুভক্ষণ পাইয়া ॥
যেই দিন ভূমিষ্ঠ হবেন নারায়ণ।
আকাশ জুড়িয়া বসিলেন দেবগণ ॥
প্রথমে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের বেদন।
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল নারীগণ ॥
মধুচৈত্রমাস শুক্লা শ্রীরামনবমী।
শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হলেন জগৎস্বামী ॥
কৈকেয়ীর হৈল তবে গর্ভের বেদন।
শুভক্ষণে জন্মিলেন প্রভু নারায়ণ ॥
কৌশল্যা রানীর পুত্র যেরূপ লাবণ্য।
সেই নাক সেই মুখ কিছু নহে ভিন্ন ॥
সুমিত্রার হইলেক গর্ভের বেদন।
যমজ উভয় পুত্র প্রসবে তখন ॥
চলিলেন দশরথ পরম কৌতুক।
তিন ঘরে দেখিলেন চারি পুত্রমুখ ॥
এতদিনে দশরথ-মনেতে উল্লাস।
রামজন্ম রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥
নররূপে জন্মিলেন প্রভু নারায়ণ।
বানররূপেতে জন্ম নিল দেবগণ ॥

—

॥ দশরথের চারি পুত্রের অন্নপ্রাশন
নামকরণ ও অস্ত্রবিদ্যা-শিক্ষা ॥

ছয় মাস বয়স্ক হইলে চারিজন।
করাইল সবাকার ওদনপ্রাশন ॥
আসিয়া বশিষ্ঠ মুনি মহানন্দ মনে।
চারি পুত্রমুখে অন্ন দিল শুভক্ষণে ॥
যেই মন্ত্র বাল্মীকি জপেন অবিরাম।
কৌশল্যাপুত্রের নাম রাখিল শ্রীরাম ॥
পৃথিবীর ভর সহিবেন অবিরত।
তেঁই হেতু তাঁর নাম হইল ভরত ॥

সুমিত্রার হইয়াছে যমজনন্দন।
শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ তার জ্যেষ্ঠ শ্রীলক্ষ্মণ ॥
আশীর্বাদ করি ঘরে গেল মুনিগণ।
আদিকাণ্ডে শ্রীরামের নাম-সংকলন ॥
পঞ্চবর্ষ গত হলে হাতে দিল খড়ি।
পড়িতে পাঠান রাজা বশিষ্ঠের বাড়ি ॥
কোনো শাস্ত্র নাহি হয় তাঁর অগোচর।
চৌদ্দ দিনে চতুঃষষ্টি বিদ্যাতে তৎপর ॥
বিদ্যা পড়ি করিলেন গুরুকে প্রণাম।
অস্ত্রবিদ্যা সেইক্ষণে শিখিলেন রাম ॥
ধনু হাতে করি রাম যারে এড়ে বাণ।
ত্রিভুবনে তার আর নাই পরিত্রাণ ॥
দশরথ রাজার বিপক্ষ যত ছিল।
রামের বিক্রম দেখি সবে পলাইল ॥

—

॥ সীতার জন্ম। জনক রাজার
হরধনুর্ভঙ্গ-পণ ॥

সাত বৎসরের রাম অযোধ্যা-নগরে।
লক্ষ্মী হোথা জন্মিলেন জনকের ঘরে ॥
চাষের ভূমিতে কন্যা পায় মহাঋষি।
মিথিলা হইল আলো, পরমা রূপসী ॥
অদ্ভুত সীতার রূপ গুণ মনে মানি।
এ সামান্যা নহে কন্যা কমলা আপনি ॥
হরের ধনুক ছিল জনকের ঘর।
করিলেন প্রতিজ্ঞা জনক ঋষিবর ॥
এ ধনুকে গুণ দিতে যে জন পারিবে।
সেই জন জানকীরে বিবাহ করিবে ॥

॥ সকল রাজা ও রাবণের ধনু তুলিতে
অপারক হইয়া পলায়ন ॥

ধনুকের কথা যেই গেল দেশে দেশে।
জানকী-বিবাহ হেতু রাজা সব আসে ॥
আসিয়া সকল রাজা অহংকার করে।
সবারে পাঠায়ে দেন ধনুকের ঘরে ॥
প্রাণপণে তারা ধনু টানাটানি করে।
তুলিবার সাধ্য কিবা নাড়িতে না পারে ॥
ধনুক তুলিতে নাহি পারে কোনো জন।
লঙ্কায় থাকিয়া শুনে লঙ্কার রাবণ ॥
আইল রাবণ রাজা মিথিলা-ভুবন।
জনক শুনিল রাবণের আগমন ॥
দশানন বলে রাজা তব কন্যা সীতা।
আমাবে করহ দান আমি যে গ্রহীতা ॥
জনক বলেন করো প্রতিজ্ঞা পূরণ।
দেখুক সকল লোকে ধনুক-ভঙ্গন।
আঁটিয়া কাপড় বীর বাঁধিল কাঁকালে।
কুড়ি হস্তে ধরিল সে ধনু মহাবলে ॥
আঁকড়ি ধরিয়া যদি ধনুখান টানে।
তুলিতে না পারে চায় চারি দিক পানে ॥
পলাইয়া চলে তবে লঙ্কা-অধিকারী।
সকল বালক তারে দেয় টিটকারি ॥
লঙ্কায় শঙ্কায় গেল লঙ্কার রাবণ।
আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ ॥

—

॥ রাক্ষসেরা মুনিদের যজ্ঞে বাধা দেওয়ায়
তাহা নিবারণের উপায় ॥

মহারাজ দশরথ চারি পুত্রে লয়ে।
সাম্রাজ্য করেন ভোগ হরষিত হয়ে ॥

হেথা মিথিলায় যজ্ঞ করে মুনিগণ।
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয় রাক্ষস-কারণ॥
যজ্ঞহীন হইল যে মিথিলা-ভুবন।
করেন জনক যুক্তি লয়ে মুনিগণ॥
তার মধ্যে বলিলেন বিশ্বামিত্র মুনি।
অযোধ্যায় গিয়া রামচন্দ্রে আমি আনি॥
বিশ্বামিত্র সকলেরে করিয়া আশ্বাস।
চলিলেন যথা রাম অযোধ্যা-নিবাস॥
উপস্থিত হইলেন অযোধ্যার দ্বারে।
দ্বারী গিয়া জানাইল তখনি রাজারে॥
আসি বন্দিলেন রাজা মুনির চরণ।
শিষ্টাচার-পূর্বক করেন অভ্যর্থন॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুন রাজা দশরথ।
শ্রীরামেরে দেহ যদি হয় অভিমত॥
মুনিগণ যজ্ঞ করে করিয়া প্রয়াস।
রাক্ষস আসিয়া সদা করে যজ্ঞ নাশ॥
এই ভার মহারাজ দিলাম তোমারে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে॥
রাজা বলিলেন মুনি করি নিবেদন।
ধনুর্বাণ নাহি জানে কি করিবে রণ॥
অত্যল্প বয়স মম পুত্র চারিগুটি।
শিরে চুল নাহি ঘুচে আছে পঞ্চঝুঁটি॥
অন্য সৈন্য যত চাহ লহ তপোধন।
তাহারা করিবে নিশাচর নিবারণ॥
শুনিয়া কহেন বিশ্বামিত্র তপোধন।
কটকে খাইবে এত কোথা পাব ধন॥
একা রাম গেলে হয় কার্যের সাধন।
সহস্র কটকে মম নাহি প্রয়োজন॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে লয়ে আমি দেশে যাই।
স্থির হও মহারাজ কোনো চিন্তা নাই॥
রাজারে কহিয়া এই প্রবোধবচন্।
মুনি বলিলেন চলো শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণে লয়ে বিশ্বামিত্র যান।
মহারাজ নেত্রনীরে ধরণী ভাসান ॥
রাজাকে প্রবোধ দেন যত পাত্রগণ।
কে করে অন্যথা যাহা বিধির লিখন ॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবীর।
স্নান করো গিয়া জলে সরযু নদীর ॥
এই পুণ্যতীর্থে রাম স্নান করো তুমি।
তোমারে সুমন্ত্র দীক্ষা করাইব আমি ॥
করিলেন রামচন্দ্র সে মন্ত্র গ্রহণ।
রামেরে কহিতে তাহা শিখিল লক্ষ্মণ ॥

—

॥ রাম কর্তৃক তাড়কা রাক্ষসী বধ ॥

গুরুর চরণে রাম করিলেন নতি।
রামে লয়ে বিশ্বামিত্র করিলেন গতি ॥
তাড়কার বনে আসি দিল দরশন।
মুনিবর বলিলেন দু পথে গমন ॥
এই পথে যাই ঘর তৃতীয় প্রহরে।
এই পথে তিন দিনে যাই মম ঘরে ॥
তিন প্রহরের পথে কিন্তু ভয় করি।
তাড়কা রাক্ষসী আছে মহাভয়ংকরী ॥
তাড়িয়া ধরিয়া খায় যত জীবগণ।
কোন্ পথে যাই বলো শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
করিলেন রাম গুরু-বাক্যের উত্তর।
তিন দিন ফেরে কেন যাব মুনিবর ॥
যদি সে রাক্ষসী পথে আইসে খাইতে।
বিচারে নাহিক দোষ তাহারে মারিতে ॥
এইমত রঘুনাথ প্রতিজ্ঞা করিতে।
চলিলেন মুনি সে তাড়কা দেখাইতে ॥
উভয় ভ্রাতার মধ্যে থাকি মুনিবর।
দূর হতে দেখালেন তাড়কার ঘর ॥

প্রথমে দিলেন রাম ধনুকে টংকার।
স্বর্গমর্ত্ত-পাতালেতে লাগে চমৎকার॥
শুয়েছিল রাক্ষসী সে সুবর্ণের খাটে।
ধনুকে টংকার শুনি চমকিয়া উঠে॥
উঠিয়া চলিল সেই রাম-বিদ্যমান।
ডাকিয়া বলিল আজি লব তোর প্রাণ
নিকটে আসিয়া সে বিকটাকার ধরে।
শালগাছ উপাড়িয়া আনে হুংকারে॥
তাহা দেখি রঘুনাথ এড়িলেন বাণ।
বাণাঘাতে করিলেন গাছ খান্ খান্॥
তথাপি তাড়িয়া যায় রামে গিলিবারে
বজ্রবাণ রঘুবীর তাড়কায় মারে॥
তাড়কার বুকেতে বাজিল বজ্রবাণ।
বিপরীত ডাক ছাড়ি ছাড়িল সে প্রাণ॥
পাঠাইয়া তাড়কারে যমের সদন।
করিলেন রাম মুনি-চরণ-বন্দন॥

॥ মুনিগণের যজ্ঞশেষ। রামের
মিথিলায় গমন ॥

নানারূপ কথাবার্তা কহিতে কহিতে।
তিন জনে চলিলেন গঙ্গার কূলেতে॥
হইলেন গঙ্গা পার শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
পার হয়ে যান রাম মুনির তপোবন।
মুনিগণ আইলেন করিতে কল্যাণ।
আশিস করেন সবে হাতে দূর্বাধান॥
সে দিন বঞ্চিয়া সুখে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
প্রাতঃকালে মুনিরে করেন নিবেদন॥
শ্রীরাম বলেন প্রভু করি নিবেদন।
অবিলম্বে করো যজ্ঞ-ক্রিয়া আরম্ভন॥
শুনিয়া রামের কথা তপস্বী সকলে।
খোলা কুশ লইয়া গেলেন যজ্ঞস্থলে॥

বেদপাঠ করিতে লাগিলেন সকলে।
মন্ত্রের প্রভাবে অগ্নি আপনি সে জ্বলে॥
যজ্ঞের যতেক ধূম উড়য়ে আকাশে।
দেখিয়া রাক্ষসগণ মনে মনে হাসে॥
সাজিয়া আইল তারা যজ্ঞের ভিতর।
ভয়ংকর কলেবর যত নিশাচর॥
দেখিলেন রঘুবীর নিশাচরগণ।
ব্যাপিয়াছে বসুমতী না যায় গণন॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কবে ধরি ধনুর্বাণ।
আকর্ণ পুরিয়া বাণ করেন সন্ধান॥
শ্রীরামেবে আশীর্বাদ করে মুনিগণ।
সবে বলে জয়ী হোক শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
ব্রাহ্মণেব আশিসে না হয় হেন নাই।
মার্ মার্ কবিয়া যুঝেন দুই ভাই॥
মারিলেন শ্রীবাম গান্ধর্ব নামে শর।
রামময় দেখিল সকল নিশাচর॥
আপনা-আপনি সব কাটাকাটি করে।
পড়িল রাক্ষস যত রণের ভিতরে॥
হেথা যজ্ঞ মুনিবা করিল সমাপন।
আশিস করেন রামে দিয়া দূর্বাধান॥
যজ্ঞ-অবশেষে যেই ফলমূল ছিল।
খাইতে সেসব ফল দুই ভায়ে দিল॥
সে রাত্রি বঞ্চেন বাম মুনির আশ্রমে।
প্রভাতে একত্র হন মুনিগণ ক্রমে॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবর।
মিথিলাতে হইবে সীতার স্বয়ম্বর॥
করেছে প্রতিজ্ঞা এই জানকীর পিতা।
হরধনু ভাঙিবে যে তাকে দিবে সীতা॥
কত শত ভূপতি আইসে আর যায়।
দেখিয়া হরের ধনু তরাসে পালায়॥
দেখিলাম যে তোমারে বীর বলবান।
মনে বুঝি ধনুক কবিবে দুইখান॥



শ্রীরাম বলেন আজ্ঞা করো যে এখন।
আজ্ঞা করি তব আজ্ঞা লঙ্ঘে কোন্ জন ॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবর।
অগ্রেতে গমন করি জনকের ঘর ॥
বিশ্বামিত্র লয়ে যান জনকের ঘরে।
অনুব্রজে রামেরে লইল সমাদরে ॥
উল্লাসিত কহেন জনক নৃপবর।
আইল সীতার বর এত দিন পর ॥
করিলেন শ্রীরাম রাজাকে সম্ভাষণ।
জনক দিলেন দোঁহাকারে আলিঙ্গন ॥
মহানন্দে রাম লয়ে জনক রাজন।
ধনুকের ঘরে তবে করেন গমন ॥

॥ হরধনু ভঙ্গ। রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের
বিবাহ। পরশুরামের দর্পচূর্ণ ॥

ধনুকের ঘরে রাম গেলেন যখন।
ধনুক তোলহ রাম বলে সর্বজন ॥
ধনুক তুলিয়া রাম বলেন লক্ষ্মণে।
ভাঙিব শিবের ধনু ভয় হয় মনে ॥
ধনুকে অর্পিয়া গুণ বলেন মুনিরে।
তাহা করি যাহা আজ্ঞা করিবে আমারে ॥
মুনি বলিলেন রাম দেখাও কৌতুক।
মনোরথ পূর্ণ করো ভাঙিয়া ধনুক ॥
আজ্ঞা পেয়ে শ্রীরাম দিলেন গুণে টান।
মড়্ মড়্ শব্দে ধনু হল দুইখান ॥
হইলেন জনক ভূপতি হরষিত।
বাদ্য বাজে মিথিলানগরে অগণিত ॥
জনক বলেন প্রভু করি নিবেদন।
সীতার বিবাহ জন্য করো শুভক্ষণ ॥
মুনি বলিলেন রাম এই আমি চাই।
বিবাহ করিয়া ঘরে যাও দুই ভাই ॥

রাম বলিলেন প্রভু করি নিবেদন।
সব ভাই হেথা নাই করিব কেমন॥
ইহাতে বাধক আরো আছে মুনিবর।
বিবাহ করিতে নারি পিতৃ-অগোচর॥
মুনি বলিলেন শুন জনক রাজন।
আনিবারে রাজাকে পাঠাও একজন॥
রাজা বলিলেন শুনি মুনির বচন।
তোমা ভিন্ন কে যাইবে অযোধ্যা-ভবন॥
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে।
ঘটক হইয়া যাই অযোধ্যা-ভবনে॥
এতেক ভাবিয়া মুনি করিল গমন।
রাজা দশরথ-আগে দিল দরশন॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ যশোধন।
পুত্রের বিক্রম-কথা করহ শ্রবণ॥
তাড়কাকে মারিলেন কৌশল্যানন্দন।
জনক করিয়াছিল ধনুর্ভঙ্গ-পণ॥
শংকরের ধনুক করিয়া দুইখান।
লক্ষ্মীরূপা কন্যা রাম পাইলেন দান॥
চারি কন্যা দিবেন জনক চারি ভায়ে।
চলো মহারাজ শীঘ্র দুই পুত্র লয়ে॥
এ কথা শুনিয়া রাজা আনন্দে বিহ্বলে।
প্রণতি করেন মুনি-চরণকমলে॥
ত্বরা করি সবারে করিল নিমন্ত্রণ।
অযোধ্যার লোক সব করিল সাজন॥
অগ্রে রথে চড়িলেন যতেক ব্রাহ্মণ।
চড়িলেন রথে রাজা সহ পুত্রগণ॥
সিদ্ধাশ্রম দশরথ পশ্চাৎ করিয়া।
মিথিলার সন্নিকটে উপনীত গিয়া॥
রথ হতে নামিলেন অযোধ্যার পতি।
করিলেন জনক আদরে বহু স্তুতি॥
জনক বলেন রাজা যদি কর দয়া।
তব চারি পুত্রে দেই চারিটি তনয়া॥

দশরথ বলিলেন শুন হে জনক।
সম্বন্ধ হইল স্থির তবে কি বাধক॥
বশিষ্ঠ কহেন দশরথে সম্বোধিয়া।
চারি তনয়ের করো অধিবাস-ক্রিয়া॥
চারিজনের অধিবাস করিল রাজন।
বসন পরায়ে দিল নানা আভরণ॥
নান্দীমুখ করিলেন যেমন বিধান।
নান্দীমুখ উপলক্ষে করিলেন দান॥
চারি ভগিনীতে বেশ করে বিলক্ষণ।
তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন॥
কন্যাদান করে রাজা বিবিধ প্রকারে।
বহু দাসদাসী রাজা দিল কন্যাবরে॥
সাজায় বাসর-ঘর যত সখীগণ।
রাম সীতা তাহাতে বঞ্চেন দুইজন॥
ঊর্মিলা-সহিত তথা রহেন লক্ষ্মণ।
মাণ্ডবীর সহিত ভরত বিচক্ষণ॥
শ্রুতকীর্তি-সহিত আছেন শত্রুঘ্ন।
এইরূপে বাসর বঞ্চিল চারিজন॥
প্রভাত হইল রাত্রি উদিত তপন।
সভা করি বসিলেন যত বন্ধুগণ॥
বাজিল আনন্দবাদ্য জনক-ভবনে।
বিদায় মাগেন গিয়া বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণে॥
রাম-সীতা চতুর্দোলে করি আরোহণ।
দীন দ্বিজ দুঃখীরে করেন বিতরণ॥
দিব্যবস্ত্র পরিধান মাথায় টোপর।
দূর্বাদলশ্যাম রাম হাতে ধনুঃশর॥
পরে তিন ভ্রাতা চাপিলেন চতুর্দোলে।
পরম আনন্দে রাজা অযোধ্যায় চলে॥
হেনকালে জামদগ্ন্য হাতেতে কুঠার।
রহ রহ বলিয়া ডাকিছে বার বার॥
মহাভয়ানক বেশ দেখিয়া মুনির।
দশরথ ভূপতির কম্পিত শরীর॥

মুনি বলে রাম তবে বলি হে তোমারে।
ধনুক ভাঙিলা তুমি জনকের ঘরে॥
জীর্ণ ধনু ভাঙিয়া যে দেখাইলে গুণ।
আমার ধনুকে রাম দেহ দেখি গুণ॥
ধনুক দেখিয়া অতি প্রসন্ন অন্তরে।
হাসিয়া ধরেন রাম ধনু বাম করে॥
শ্রীরাম বলেন শুন ওহে বীরবর।
ধনু যদি দিলে তবে দেহ এক শর॥
সুবুদ্ধি পরশুরামে কুবুদ্ধি লাগিল।
তখন রামের হাতে শর যোগাইল॥
এক শর মারিলেন না করিয়া ক্রোধ।
পরশুরামের করে স্বর্গপথ রোধ॥
শ্রীরামেরে স্তুতি করে শ্রীপরশুরাম।
তপস্যা করিতে মুনি যান নিত্যধাম॥
তথা হতে চলিলেন পরম হরিষে।
উত্তরিল গিয়া সবে আপনার দেশে॥
অযোধ্যার যে শোভা তা বর্ণিতে না পারি।
আনন্দসাগরে মগ্ন বাল-বৃদ্ধ-নারী॥
দেবগণ বরিষন করে পুষ্পরাশি।
জয় দিয়া নাচে সবে আনন্দে উল্লাসি॥
শুভক্ষণে রানীরা দেখিল বধূমুখ।
নিরখিয়া চন্দ্রমুখ জুড়াইল বুক॥
নানাবিধ যৌতুক দিলেন সর্বজন।
মণিময় আভরণ বসন-ভূষণ॥
চারি পুত্রে আশীর্বাদ করে রানীগণ।
চিরজীবী হও পাও বহু পুত্র ধন॥
চারি পুত্র লয়ে রাজা সুখী বহুতর।
সুখে রাজ্য করে যেন স্বর্গে পুরন্দর॥
কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃতসমান।
এতদূরে আদি কাণ্ড হল সমাধান॥



অযোধ্যাকাণ্ড

॥ শ্রীরামের রাজা হইবার প্রস্তাব ও অধিবাস ॥

বৃদ্ধ রাজা দশরথ শিরে শুভ্র কেশ।
আসন বসন শুভ্র শুভ্র সর্ব বেশ ॥
রাজত্ব করেন রাজা বসি সিংহাসনে।
আইল সকল রাজা রাজসম্ভাষণে ॥
হস্তী ঘোড়া নানা রত্ন নানা আভরণ।
বিবাহে যৌতুক রামে দেন রাজগণ ॥
নমস্কার করি বলে জোড় করি হাত।
মহারাজ দশরথ তুমি লোকনাথ ॥
এক নিবেদন করি শুন নৃপবর।
শ্রীরামেরে রাজা করো সর্বগুণাকর ॥
রামতুল্য বীর আর নাহি ত্রিভুবনে।
রাম রাজা হইলে আনন্দ সর্বজনে ॥
ভূপতি বলেন শুন পাত্রমিত্রগণ।
রামে রাজা করিব করহ আয়োজন ॥
নানা পুষ্প বিকাশ বসন্ত চৈত্রমাস।
কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস ॥
শ্রীরামের অধিবাসে যত দ্রব্য চাই।
সেসকল আনি দেহ বশিষ্ঠের ঠাঁই ॥

সুমন্ত্র সারথি তুমি চলহ সত্বর।
রথে করি আনো রামে আমার গোচর॥
আজ্ঞা পেয়ে সুমন্ত্র চলিল শীঘ্রগতি।
শ্রীরামেরে আনিল যেখানে মহীপতি॥
কতদূরে রথ হতে নামিলেন রাম।
পিতার চরণে পড়ি করিল প্রণাম॥
আশীর্বাদ করিলেন রাজা শ্রীরামেরে।
সিংহাসনে বসালেন হরিষ-অন্তরে॥
পিতাপুত্রে বসিলেন সিংহাসনোপরে।
পাত্রমিত্র সকলে বেষ্টিত নৃপবরে॥
আইল যতেক লোক রাজ-বিদ্যমানে।
রামচন্দ্র রাজা হবে শুনি ভাগ্য মানে॥
রাজা কহে করিলাম লোকের পালন।
তোমা-হেন পুত্র পাই যজ্ঞের কারণ॥
বৃদ্ধ হইলাম আমি মরিব কখন।
তোমারে করিব রাজা পালো সর্বজন॥
আজি হতে তোমারে দিলাম রাজ্যভার।
স্বপক্ষ পালন করো বিপক্ষ সংহার॥
এতেক বলিয়া রামে দিলেন বিদায়।
অন্তঃপুরে রামচন্দ্র গেলেন ত্বরায়॥
রামেরে দেখিয়া রানী সহাস্যবদন।
মায়ের চরণ রাম করেন বন্দন॥
মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রঘুনাথ।
কহেন সকল কথা করি জোড়হাত॥
আমারে দিলেন পিতা সর্ব রাজ্যখণ্ড।
আজি অধিবাস কালি পাব ছত্রদণ্ড॥
আমা রাজা করিতে সবার অভিলাষ।
শুভ বার্তা কহিতে আইনু তব পাশ॥
এতেক শুনিয়া রানী হরষিতমন।
রামের কল্যাণ করিলেন অগণন॥
এতেক শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন কথা।
হেনকালে শ্রীলক্ষ্মণ আইলেন তথা॥



লক্ষ্মণেরে দেখিয়া হাসেন রঘুনাথ।
কৌশল্যারে বন্দেন লক্ষ্মণ জোড়হাত॥
লক্ষ্মণেরে প্রেমভরে দিয়া রাম কোল।
বলেন সহাস্য বদনেতে মিষ্ট বোল॥
মম ভক্ত ভাই তুমি পরম সুধীর।
তুমি আমি ভিন্ন নহি একই শরীর॥
আমার হিতৈষী তুমি যদি পাই রাজ্য।
উভয়েতে মিলিয়া করিব রাজকার্য॥
এতেক বলিয়া রাম হইল বিদায়।
আশীর্বাদ করিল সকল রানী তায়॥
গেলেন পিতার কাছে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
রাজা বলে রাম এল হল শুভক্ষণ॥
অধিবাস করিতে আইল ঋষি-মুনি।
রামজয় বলিয়া করিছে বেদধ্বনি॥
নানা রত্নে শোভিত বসনে পরিহিত।
অযোধ্যার যত লোক সবে আনন্দিত॥
আইল দেশের লোক অযোধ্যা-নগরে।
কেহ নাচে কেহ গায় হরিষ-অন্তরে॥
অধিবাস দেখিতে আইল দেবগণ।
অন্তরীক্ষে রহে সবে চাপিয়া বাহন॥
বশিষ্ঠ বলেন রাম শাস্ত্রের বিহিত।
তব অধিবাস আমি করি যে উচিত॥
অধিবাস রামের হইল সমাপন।
আনন্দে দেখিয়া স্বর্গে গেল দেবগণ॥
রাম-সীতা উপবাসী রহে দুইজন।
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ সকৌতুক মন॥
বলেন বশিষ্ঠ মুনি রাজার সদনে।
অধিবাস রামের হইল শুভক্ষণে॥

শুনিয়া হাসেন রাজা আনন্দিত মনে।
নানারত্নদানে রাজা তুষিল ব্রাহ্মণে॥
বেলার হইল শেষ নক্ষত্র গগনে।
অধিবাস দেখি ঘরে গেল সর্বজনে॥

—

॥ ভরতকে রাজা করিয়া রামকে বনে পাঠাইতে
কুঁজীর কৈকেয়ীকে মন্ত্রণা দান॥

দৈবের নির্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
কে জানে পড়িবে আসি প্রমাদ কখন॥
কৈকেয়ীর চেড়ি ভরতের ধাত্রীমাতা।
রামের দুঃখের হেতু সৃজিল বিধাতা॥
দশরথ পেয়েছিল বিবাহে সে চেড়ি।
রাম রাজা হন দেখি করে ধড়্ফড়ি॥
আকৃতি-প্রকৃতিতে কুৎসিতা দেখি তারে।
সর্বনাশ করে কুঁজী থাকে যার ঘরে॥
কৈকেয়ী আপন ঘরে ছিলেন শয়নে।
ত্বরা করি কুঁজী গিয়া কহিল সেখানে॥
নিবুদ্ধি কৈকেয়ী শুয়ে আছ কোন্ লাজে।
তোমা-হেন পুত্র-সনে কেহ নাহি মজে॥
মানেতে মরিবে তুমি শোকের সাগরে।
ভরতে এড়িয়া রাজা রামে রাজা করে॥
ভরতেরে রাজা করো রাখো নিজ পণ।
রাজারে কহিয়া রামে পাঠাও কানন॥
রাম রাজা হলে তব কিসে অধিকার।
ভরত হইলে রাজা সকলি তোমার॥
কৈকেয়ী বলেন রাম ধার্মিক তনয়।
কোন্ দোষে করিব রামের অপচয়॥
আমার গৌরব রাম রাখে অতিশয়।
করিতে রামের মন্দ উপযুক্ত নয়॥



গুণের সাগর রাম বিচারে পণ্ডিত।
পিতৃরাজ্য জ্যেষ্ঠপুত্র পাইতে উচিত ॥
ভরতেরে রাজ্য রাম দিবেন আপনি।
রাখিবেন আমার গৌবব বড় বানী ॥
রাম বাজা হবেন হরিষ সর্বজন।
হবিষে বিষাদ কুঁজী কর কি কাবণ ॥
কুপিল মন্থরা চেড়ী দুই ওষ্ঠ কাঁপে।
কৈকেয়ীরে গালি পাড়ে অতুল প্রতাপে ॥
কৈকেয়ী তোমাব দুঃখ আমাব অন্তবে।
বলি হিত বিপরীত বুঝাও আমারে ॥
সপত্নী-তনয় রাজা তুমি আনন্দিতা।
কৌশল্যা তোমার চেয়ে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা ॥
নিজ পুত্রে রাজা করে স্বামীর সোহাগে।
থাকিবে দাসীর ন্যায় কৌশল্যার আগে ॥
ভরত থাকিল গিয়া মাতামহ-ঘরে।
রাজার কি দোষ দিব না দেখি তাহারে ॥
সতীনের আনন্দেতে আনন্দ সঙ্গিনী।
হেন অপরূপ কভু না দেখি না শুনি ॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই একই শরীর।
উভয়ে করিবে রাজ্য ভরত বাহির॥
তবে তো ভরত তোর হইল বঞ্চিত।
হিত কথা বলিলাম বুঝিলে অহিত॥
ভরত না পেয়ে রাজ্য না আসিবে দেশে।
না দেখিবে তব মুখ থাকিবে প্রবাসে॥
মন্ত্রণা করিয়া রামে পাঠাও কানন।
ভরতেরে রাজ্য দেহ যদি লয় মন॥
শুনিয়া কুঁজীর কথা কৈকেয়ীর আশ।
কুঁজীর বচনে তাঁর বুদ্ধি হল নাশ॥
কৈকেয়ী বলেন কুঁজী তুমি হিতৈষিণী।
রাম মম মন্দকারী কিছুই না জানি॥
ভরত পাইবে রাজ্য না দেখি উপায়।
যুক্তি বলো ভরত কিরূপে রাজ্য পায়॥
কি প্রকারে রামের হইবে বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া পুরাইব আশ॥
কুঁজী বলে যুক্তি চাহ যুক্তি দিতে পারি।
হেন যুক্তি দিব যে ভরতে রাজা করি॥
পূর্ব কথা সকল আমার আছে মনে।
সেসকল কথা কহি শুন সাবধানে॥
তোমাব সেবায় রাজা পাইল নিস্তার।
বর দিতে চাহিল তোমায় দুইবার॥
তখন বলিলে তুমি রাজার গোচর।
কুঁজী যবে বর চাহে তবে দিয়ো বর॥
আজি রাম রাজা হবে বেলা-অবশেষে।
আসিবেন রাজা আগে তোমার সম্ভাষে॥
পট্টবস্ত্র ছাড়ি পরো মলিন বসন।
খসাইয়া ফেলো যত গায়ের ভূষণ॥
ভূমিতে পড়িয়া থাকো ত্যজিয়া আহার।
রাজা জিজ্ঞাসিবে তব দেখিয়া আকার॥
জিজ্ঞাসা করিবে রাজা কোপের কারণ।
না দিয়ো উত্তর তুমি করিয়ো রোদন॥

বিবিধ প্রকারে তোমায় করিবে সান্ত্বনা।
যাচিবে তোমায় বস্ত্র-অলঙ্কার নানা॥
তবে পূর্ব নির্বন্ধ কহিবে তার স্থান।
আগে সত্য করাইয়া পিছে মাগো দান॥
পূর্ব কথা রাজার অবশ্য হবে মনে।
দুই বর মাগিয়ো রাজার বিদ্যমানে॥
এক বরে করাইবে রাজা ভরতেরে।
আর বরে পাঠাইবে অরণ্যে রামেরে॥
চতুর্দশ বর্ষ যদি রাম থাকে বনে।
পৃথিবী পুরাবে তুমি ভরতের ধনে॥
ফিরিল কৈকেয়ী রানী কুঁজীর বচনে।
অধর্ম অযশ কিছু নাহি করে মনে॥
কুঁজীরে কৈকেয়ী কহে অতি হৃষ্টমনে।
তব তুল্য গুণবতী না দেখি ভুবনে॥
রত্নহার লও পরো কুঁজের উপর।
ভরত হইলে রাজা দিব তো বিস্তর॥
যদি রাজা রামেরে পাঠায় আজি বন।
তবে সে করিব স্নান করিব ভোজন॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তব বিদ্যমানে।
কাননে পাঠাই রামে দেখ এইক্ষণে॥

—

ভরতকে রাজ্যদান ও রামকে বনবাস দেওয়ার
জন্য দশরথের নিকটে কৈকেয়ীর প্রার্থনা।
রামের বনে গমনোদ্যোগ॥

শুনিয়া কুঁজীর কথা কৈকেয়ী সেকালে।
আভরণ ফেলাইয়া লুটে ভূমিতলে॥
হেথা দশরথ রাজা হরষিত মনে।
চলিলেন কৌতুকে কৈকেয়ী-সম্ভাষণে॥
ভাবিলেন সম্ভাষিয়া আসিয়া সত্বর।
শ্রীরামে করিব আমি ছত্রদণ্ডধর॥

যে ঘরে কৈকেয়ীদেবী লোটে ভূমি-'পরে।
বিধির নির্বন্ধ রাজা গেল সেই ঘরে ॥
পূর্বজ্ঞানে গেল রাজা না জানে প্রমাদ।
গড়াগড়ি যায় রানী করিছে বিষাদ ॥
ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসেন কম্পিত অন্তরে।
বনে মৃগ কাঁপে যেন বাঘিনীর ডরে ॥
সকল পৃথিবীমধ্যে মম অধিকার।
ধন জন যত আছে সকলি তোমার ॥
কোন্ কার্যে কৈকেয়ী করহ অভিমান।
আজ্ঞা করো তাহাই তোমারে করি দান ॥
এত যদি কৈকেয়ী রাজার পায় আশ।
পূর্বকথা তাঁর আগে করিল প্রকাশ ॥
রোগ পীড়া নহে মোর পাই অপমান।
আগে সত্য করো তবে পিছে মাগি দান ॥
কৈকেয়ী প্রমাদ পাড়ে রাজা নাহি জানে।
সত্য করে দশরথ প্রিয়ার বচনে ॥
কৈকেয়ী বলেন সত্য করিলে আপনি।
অষ্টলোকপাল সাক্ষী শুন সত্যবাণী ॥
নক্ষত্র ভাস্কর চন্দ্র যোগ তিথি বার।
রাত্রি দিবা সাক্ষী হও সকল সংসার ॥
স্মরণ করহ রাজা যে আমার ধার।
পূর্বে ছিল তাহা শোধি সত্যে হও পার ॥
দুইবারে দুই বর আছে তব ঠাঁই।
সেই দুই বর রাজা এইক্ষণে চাই ॥
এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন ॥
চতুর্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে।
ততকাল ভরত বসুক সিংহাসনে ॥
দুরন্ত বচনে রাজা হইল কম্পিত।
অচেতন হইলেন নাহিক সম্বিত ॥
কৈকেয়ী-বচনে যেন শেল বুকে ফুটে।
চেতন পাইয়া রাজা ধীরে ধীরে উঠে ॥

মুখে ধুলা উঠে রাজা কাঁপিছে অন্তরে।
হতজ্ঞান দশরথ বলে ধীরে ধীরে॥
পাপীয়সী আমারে বধিতে তব আশা।
স্ত্রী-পুরুষ যত লোক কহিবে কুভাষা॥
রাম বিনা আমার নাহিক অন্য গতি।
আমারে বধিতে তোরে কে দিল দুর্মতি॥
রাজ্য ছাড়ি যখন শ্রীরাম যাবে বন।
সেই দিনে সেই ক্ষণে আমার মরণ॥
স্বামী বধ করিয়া পুত্রেরে দিবি রাজ্য।
চণ্ডালহৃদয় তুই করিলি কি কার্য॥
এই কথা ভরত যদ্যপি আসি শুনে।
আপনি মরিবে কি মারিবে সেইক্ষণে॥
মাতৃবধ ভয়ে যদি না লয় পরান।
করিবে তথাপি তোর বহু অপমান॥
বিষদন্তে দংশিলি রে কালভুজঙ্গিনী।
তোরে ঘরে আনিয়া মজিলাম আপনি॥
কৈকেয়ী বলেন সত্য আপনি করিলা।
সত্য করি বর দিতে কাতর হইলা॥
সত্য লঙ্ঘে যে তাহার হয় সর্বনাশ।
যে সত্য পালন করে স্বর্গে তার বাস॥
দিবে সত্য করিলে আমারে দুই বর।
এখন কাতর কেন হও নৃপবর॥
ভূমে যান গড়াগড়ি রাজা অভিমানে।
এতেক প্রমাদ কথা কেহ নাহি জানে॥
অধিবাস হইয়াছে জানে সর্বজন।
সবে বলে বশিষ্ঠ হইল শুভক্ষণ॥
কালি শ্রীরামের হইয়াছে অধিবাস।
আজি কেন বিলম্ব না জানি সে আভাস॥
পাত্র মিত্র বলে শুন সুমন্ত্র সারথি।
তোমা বিনা অন্তঃপুরে কারো নাহি গতি॥
ঝাঁট যাহ সুমন্ত্র সারথি অন্তঃপুরে।
সকল দেশের রাজা আসিয়াছে দ্বারে॥

রাম-অভিষেকে আসিয়াছে দেবগণ।
এতক্ষণ বিলম্ব রাজার কি কারণ॥
সুমন্ত্র সারথি গেল সকলের বোলে।
দেখে রাজা অজ্ঞান লুটায় ভূমিতলে॥
সুমন্ত্র বলিছে কেন লুটাও রাজন।
রামে রাজা করিতে হইল শুভক্ষণ॥
রাজা বলিলেন পাত্র না জান কারণ।
মম বধ করিতে কৈকেয়ীর যতন॥
বুকে শেল মারিয়াছে বলিয়া কুবাণী।
তার সত্যে বন্দী আমি হয়েছি আপনি॥
শীঘ্র রামে আনো গিয়া আমার বচনে।
তুমি আমি রাম যুক্তি করি তিন জনে॥
শুনিয়া চলিল রথ লইয়া সারথি।
উপস্থিত হইল যেখানে রঘুপতি॥
বাহিরে থুইয়া রথ গেল অন্তঃপুরে।
জোড়হাতে কহে গিয়া রামের গোচরে॥
কৈকেয়ীব সঙ্গে রাজা যুক্তি করে ঘরে।
আমারে পাঠাইলেন লইতে তোমারে॥
শ্রীরাম বলেন পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি।
বিলম্ব না করি আর চলো যাত্রা করি॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দোঁহে চলিলেন রথে।
দেখিতে সকল লোক ধায় চারিভিতে॥
এক প্রকোষ্ঠের বহিঃ রহেন লক্ষ্মণ।
ভিতর-নিবাসে রাম করেন গমন॥
দশরথ রাজা ভূমে লোটে অভিমানে।
কৈকেয়ী রাজার কাছে আছে সেইখানে॥
শ্রীরাম বলেন মাতা কহ তো কারণ।
কেন পিতা বিষাদিত ভূমিতে শয়ন॥
কোন্ দোষ করিলাম পিতার চরণে।
উত্তর না দেন পিতা কিসের কারণে॥
কি আজ্ঞা পিতার আমি করিব পালন।
সেই কথা মাতা মোরে কহ বিবরণ॥

আছুক পিতার কার্য তোমার বচনে।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ ছাড়ি কি ছার জীবনে॥
শ্রীরাম সরল সে কৈকেয়ী পাপ-হিয়া।
কহিতে লাগিল কথা নিষ্ঠুর হইয়া॥
দৈত্যযুদ্ধে মহারাজ ঘায়েতে জর্জর।
তাতে সেবিলাম দিতে চাহিলেন বর॥
বিস্ফোট হইল পুনঃ করি সেবা পূজা।
তাহে অন্য বর দিতে চাহিলেন রাজা॥
এক বরে ভরতে করিব দণ্ডধর।
আর বরে রাম তুমি হও বনচর॥
দুইবারে দুই বর আছে মম ধার।
মম ধার শুধি তাঁরে সত্যে করো পার॥
শিরে জটা ধরি তুমি পরিবে বাকল।
বনে চৌদ্দ বৎসর খাইবা ফুল-ফল॥
শুনিয়া কহেন রাম সহাস্য বদনে।
তোমার আজ্ঞায় মাতা এই যাই বনে॥
তব প্রীতি হবে রবে পিতার বচন।
চতুর্দশ বৎসর থাকিব গিয়া বন॥
ভরতেরে ত্বরিতে আনাও মাতা দেশ।
ভরত হইলে রাজা আনন্দ অশেষ॥
কোনো দোষ নাহি মাতা তাহার শরীরে।
ধন-জন রাজ্যভোগ দেহ ভরতেরে॥
কৈকেয়ী বলেন রাম আগে যাও বন।
ভরত আসিবে তবে এই নিকেতন॥
আমার কথাতে কোপ না করিয়ো মনে।
শিরে জটা ধরি তুমি আজি যাও বনে॥
হেঁটমাথা করিয়া শুনেন মহারাজ।
কি কহিব কৈকেয়ীর নাহি ভয় লাজ॥
কৈকেয়ীর প্রতি রাম করেন আশ্বাস।
বিলম্ব নাহিক আজি যাব বনবাস॥
ভূমে লুটাইয়া রাজা আছেন বিষাদে।
শুনেন দোঁহার বাক্য স্বপ্ন-হেন বোধে॥

রামচন্দ্র পিতার চরণদ্বয় বন্দে।
দশরথ ক্রন্দন করেন নিরানন্দে ॥
পিতারে প্রণমি রাম চলেন ত্বরিত।
'হা রাম' বলিয়া রাজা হলেন মূর্ছিত ॥
মুখে নাহি শব্দ তাঁর নাহিক চেতন।
হইলেন বাহির যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
রামের এ-সব কথা কেহ নাহি শুনে।
প্রাণের দোসর মাত্র লক্ষ্মণ সে জানে ॥
করেন কৌশল্যাদেবী দেবতা-পূজন।
ধূপ-ধুনা ঘৃতদীপ জ্বালিলা তখন ॥
হেনকালে শ্রীরাম মায়ের পদ বন্দে।
আশীর্বাদ করে রানী পরম আনন্দে ॥
তোমারে দিলেন রাজা নিজ রাজ্য দান
সুপ্রসন্না রাজলক্ষ্মী করুন কল্যাণ ॥
শ্রীরাম বলেন মাতা হর্ষ হও কিসে।
হাতেতে আইল নিধি গেল দৈব দোষে ॥
তোমারে কহিতে কথা আমি ভীত হই।
প্রমাদ পাড়িল মাতা বিমাতা কৈকেয়ী ॥
বিমাতার বচনে যাইতে হইল বন।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার মন ॥
শুনিয়া পড়িল রানী মূর্ছিত হইয়া।
ডাকেন ত্বরিত রাম মা মা মা বলিয়া ॥
কৌশল্যারে ধরি তোলে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
বহুক্ষণে কৌশল্যার হইল চেতন ॥
চেতন পাইয়া রানী বলে ধীরে ধীরে।
সকল বৃত্তান্ত সত্য বলহ আমারে ॥
শ্রীরাম বলেন মাতা দৈবের ঘটন।
বিমাতার দোষ নাই বিধির লিখন ॥
পিতৃসেবা বিমাতা করিল বারেবার।
দুই বর দিতে ছিল পিতার স্বীকার ॥
আজি আমি রাজা হৈব সকলের আগে।
শুনিয়া বিমাতা সেই দুই বর মাগে ॥

এক বরে ভরতে করিতে দণ্ডধর।
আর বরে আমি যাই বনের ভিতর॥
এত যদি কহিলেন শ্রীরাম মায়েরে।
ফুটিল দারুণ শেল কৌশল্যা-অন্তরে॥
কাটিলে কদলী যেন লুটায় ভূতলে।
হা পুত্র বলিয়া রানী রাম প্রতি বলে॥
গুণের সাগর পুত্র যার যায় বন।
সে নারী কেমনে আর রাখিবে জীবন॥
রাজার প্রথম জায়া আমি মহারানী।
চণ্ডালী হইল মোর কৈকেয়ী সতিনী॥
ঘটাইল প্রমাদ কৈকেয়ী পাপীয়সী।
রাজারে কহিয়া রামে করে বনবাসী॥
যত যত সূর্যবংশে রাজা জন্মেছিল।
বলো দেখি স্ত্রীর বাক্যে কে হেন করিল॥
স্ত্রীর বাক্যে তিনি পুত্রে পাঠান কাননে।
এমন পিতার কথা না শুনিয়ো কানে॥
লক্ষ্মণ বলেন সত্য তব কথা পূজি॥
স্ত্রীবশ পিতার বাক্যে কেন রাজ্য ত্যজি॥
জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্য পায় ইহা সবে ঘোষে।
হেন পুত্র বনে রাজা পাঠান কি দোষে॥
যাবৎ এ-সব কথা না হয় প্রচার।
তাবৎ শ্রীরামচন্দ্র লহো রাজ্যভার॥
যদি রঘুনাথ আমি তব আজ্ঞা পাই।
ভরতে খণ্ডিয়া রাজ্য তোমারে দেওয়াই॥
কৌশল্যা বলেন রাম কি বলে লক্ষ্মণ।
বিমাতার বাক্যে তুমি কেন যাবে বন॥
শ্রীরাম বলেন মাতা শুন এক কথা।
পিতা অতিশয় মান্য তোমার দেবতা॥
সত্য না লঙ্ঘেন পিতা সত্যেতে তৎপর।
মম দুঃখে পিতা কত হবেন কাতর॥
পিতৃ-সত্য আমি যদি না করি পালন।
বৃথা রাজ্যভোগ মম বৃথাই জীবন॥

বর্জিবেন বিমাতারে পিতা লয় মনে।
করিয়ো তাঁহার সেবা তুমি রাত্রিদিনে॥
কৌশল্যা বলেন রাম সত্যে যাও বন।
তুমি বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন॥
পিতৃসত্য পালিবে সে মায়ের মরণে।
কোন্ পাপ বড় রাম ভাবো দেখি মনে॥
আস্ফালন লক্ষ্মণ করেন সাতিশয়।
শ্রীরাম বলেন তব বুদ্ধি ভাল নয়॥
বিমাতার দোষ নাহি দোষী নহে কুঁজী।
সকল দেখিবে ভাই বিধাতার বাজি॥
অকারণে ভরতেরে কেন কর রোষ।
বিধির নির্বন্ধ ইহা তাহার কি দোষ॥
মায়েরে কহেন রাম প্রবোধবচন।
আজ্ঞা করো মাতা আজি যাই আমি বন॥
বিদায় হইয়া রাম মায়ের চরণে।
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা-সম্ভাষণে॥
শ্রীরাম বলেন সীতা নিজ কর্মদোষে।
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে॥
তাঁহার বচনে আমি যাই বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার আশ॥
চতুর্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে।
তাবৎ মায়ের সেবা করো রাত্রি-দিনে॥
জানকী বলেন দুখে হইয়া নিরাশ।
স্বামী-বিনা আমার কিসের গৃহবাস॥
তুমি সে পরম গুরু তুমি সে দেবতা।
তুমি যাও যথা প্রভু আমি যাই তথা॥
শ্রীরাম বলেন শুন জনক-দুহিতা।
বিষম দণ্ডক বন না যাইয়ো সেথা॥
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস।
বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস॥
শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে।
কহেন রামের প্রতি মনের সন্তাপে॥

তব সহ থাকি যদি পাই তরুমূল।
অন্ত স্বর্গগৃহ নহে তার সমতুল॥
তব দুঃখে দুঃখ মম সুখে সুখভার।
আহারে আহার আর বিহারে বিহার॥
তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
স্ত্রীবধ হইলে নহে পাপ বিমোচন॥
শ্রীরাম বলেন বুঝিলাম তব মন।
তোমার পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ॥
বনে বাস হেতু হইয়াছে তব মন।
খসাইয়া ফেল তবে গায়ের ভূষণ॥
এতেক শুনিয়া সীতা হরিষ অন্তরে।
খুলিলেন অলংকার ছিল যা শরীরে॥
সম্মুখে দেখেন যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তা-সবারে দেন তিনি নিজ আভরণ॥
শ্রীরাম বলেন শুন অনুজ লক্ষ্মণ।
দেশেতে থাকিয়া করো সবার পালন॥
পিতা-মাতা কাতর হবেন মম শোকে।
কতক হবেন শান্ত তব মুখ দেখে॥
যেই তুমি সেই আমি শুনহ লক্ষ্মণ।
একেরে দেখিলে হয় শোক পাসরন॥
লক্ষ্মণ বলেন আমি হই অগ্রসর।
আমি সঙ্গে থাকিব হইয়া অনুচর॥
শ্রীরাম বলেন ভাই যদি যাবে বন।
বাছিয়া ধনুক বাণ লহো রে লক্ষ্মণ॥
বিষম রাক্ষস সব আছে সেই বনে।
ধনুর্বাণ লহ যেন জয়ী হই রণে॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর।
ভাল ভাল বাণ সব বান্ধিল বিস্তর॥
শ্রীরাম বলেন বলি লক্ষ্মণ তোমারে।
তল্লাস করহ ধন কি আছে ভাণ্ডারে॥
ধনে আর আমার নাহিক প্রয়োজন।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে দেহ যত আছে ধন॥

যতেক দরিদ্র আছে ভিক্ষা মাগি খায়।
তা-সবারে দেহ ধন যেবা যত চায়॥
পাইলেন লক্ষ্মণ শ্রীরামের আদেশ।
তাঁহার সম্মুখে ধন আনেন অশেষ॥
ভাণ্ডার করেন শূন্য ধন-বিতরণে।
সবারে তোষেণ রাম মধুর বচনে॥

—

॥ রামেব সহিত সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের বন-গমন ॥

রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাস।
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে নিজ বাস॥
মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর।
তিন জন হইলেন পুরীর বাহির॥
স্ত্রী-পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যা-নগরী।
জানকীর পাছে ধায় অযোধ্যার নারী॥
যে সীতা না দেখিতেন সূর্যের কিরণ।
হেন সীতা বনে যান দেখে সর্বজন॥
যেই রাম ভ্রমেন সোনার চতুর্দোলে।
হেন প্রভু রাম পথ বহেন ভূতলে॥
কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শুনি।
হাহাকার করে বৃদ্ধ বালক রমণী॥
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে।
বিদায় হইতে যান পিতার চরণে॥
থাকি অন্য প্রকোষ্ঠেতে তাঁরা তিন-জন।
শুনেন রাজার সর্ব বিলাপবচন॥
রাজার দুঃখেতে দুঃখী শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
রাজার ক্রন্দনেতে কান্দেন দুইজন॥
আবাস ভিতরে দেখে কান্দেন ভূপতি।
হেনকালে উপনীত সুমন্ত্র সারথি॥
জোড়হাতে বার্তা কহে রাজার গোচর।
নিবেদন অবধান করো নৃপবর॥



শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সীতা যায় আজি বনে।
বিদায় হইতে আইসেন তিন জনে॥
ভূপতি বলেন মন্ত্রী নাহি মম জ্ঞান।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সীতা আনো মোর স্থান॥
কহেন বন্দিয়া রাম পিতার চরণে।
আজ্ঞা করো বনে যাই এই তিন জনে॥
কহিলেন নৃপতি করিয়া হাহাকার।
মম সঙ্গে দেখা বাছা না হইবে আর॥
এথা না রহিব আমি না রবে জীবন।
তোমার সহিত রাম যাব তপোবন॥
শ্রীরাম বলেন পিতা এ নহে বিহিত।
পুত্র-সঙ্গে পিতা যায় এই কি উচিত॥
তারে পুত্র বলি যে কুলের অলংকার।
পিতৃ-সত্য পালিয়া যে শোধে পিতৃধার॥
ভূপতি বলেন শুন সুমন্ত্র বচন।
অশ্ব হস্তী সঙ্গে দেহ বহুমূল্য ধন॥
যদি ধন দিতে রাজা কবেন আশ্বাস।
কৈকেয়ী অন্তরে দুঃখী ছাড়িল নিশ্বাস॥
সর্বাঙ্গ হইল শুষ্ক ম্লান হইল মুখ।
রাজারে পাড়িল গালি পেয়ে মনে দুখ॥
ভরতেরে রাজ্য দিতে করি অঙ্গীকার।
কুটিল হৃদয় করো অন্যথা তাহার॥
তখন বলেন রাম পিতৃ-বিদ্যমানে।
ভাল যুক্তি মাতা বলিলেন তব স্থানে॥
রাজ্য ছাড়িয়া যার যেতে হয় বন।
অশ্ব হস্তী ধনে তার কোন্ প্রয়োজন॥
গাছের বাকল পরি দণ্ড করি হাতে।
জানকী লক্ষ্মণ মাত্র যাইবেক সাথে॥
বাকল পরিবে রাম কৈকেয়ী তা শুনে।
বাকল রাখিয়াছিল দিল ততক্ষণে॥
বাকল আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে।
কান্দেন বাকল দেখি রাজা দশরথে॥

অশ্রুজল সবাকার করে ছল ছল।
কেমনে পরিবে সীতা গাছের বাকল ॥
বধূর বাকল দেখি রাজার ক্রন্দন।
পাত্র মিত্র বলে সীতা পরুন বসন ॥
পিতৃসত্য পুত্র পালে বধূর কি দায়।
পতিব্রতা সীতাদেবী পশ্চাতে গোড়ায় ॥
নানা রত্নে পূর্ণিত যে রাজার ভাণ্ডার।
সুমন্ত্র শুনিয়া আনে দিব্য অলংকার ॥
জানকী পরেন পট্টবস্ত্র মনোহর।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ ধরিল সুন্দর।
যেমন ভূষণ তাঁর তেমনি আকার।
শ্বশুরে জানকীদেবী করে নমস্কার ॥
বিদায় হইয়া সতী শ্বশুর চরণে।
রহে জোড়হাতে শাশুড়ির বিদ্যমানে ॥
কৌশল্যা বলেন সীতা শুন সাবধানে।
স্বামীসেবা সতত করিবে রাত্রি দিনে ॥
রাজকুলবধূ তুমি রাজার কুমারী।
তোমার আচারে আচরিবে অন্য নারী ॥
বধূরে প্রবোধ দিয়া বুঝান শ্রীরামে।
সতর্ক থাকিয়ো রাম মুনির আশ্রমে ॥
সুমিত্রা বলেন শুন তনয় লক্ষ্মণ।
দেবজ্ঞান রামেরে করিয়ো সর্বক্ষণ ॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য সর্বশাস্ত্রে জানি।
আমার অধিক তব সীতা ঠাকুরানী ॥
শ্রীরাম বলেন শুন সুমিত্রা সতাই।
আশীর্বাদ করো আমি বনবাসে যাই ॥
বনেতে তিনেতে তিন থাকিব দোসর।
ত্রিভুবনে আমাদের কারে নাই ডর ॥
বন্দেন সবারে রাম যত রাজরানী।
সবাকার ঠাঁই রাম মাগেন মেলানি ॥
নমস্কার করিলেন কৈকেয়ী-চরণে।
অনুমতি করো মাতা আমি যাই বনে ॥

মায়েরে সঁপেন রাম নৃপতির পায়।
যাবৎ না আসি পিতা পালিয়ো মাতায়॥
রাজা বলিলেন যদি রহে এ জীবন।
তবে তো তোমার মায়ে করিব পালন॥
আমার এ আজ্ঞা রাম না কর লঙ্ঘন।
তিন দিন রথে চড়ি করহ গমন॥
রাজাজ্ঞায় রথ আনে সুমন্ত্র সারথি।
তিন দিন রথে যাইবেন রঘুপতি॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা উঠিলেন রথে।
তোলেন আয়ুধ নানা লক্ষ্মণ তাহাতে॥
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া শ্রীরাম যান বনে।
পাছে পাছে যত ধায় স্ত্রী-পুরুষগণে॥
ডাক দিয়া সুমন্ত্রে বলিছে সর্বজন।
রাখো রাখো দেখি শ্রীরামের চন্দ্রানন॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা যত দূরে যান।
কাঁটা খোঁচা ভাঙি রাজা ঊর্ধ্বশ্বাসে ধান॥
শ্রীরাম বলেন শুন সুমন্ত্র সারথি।
দেখিতে না পারি আমি পিতার দুর্গতি॥
রথের করাও তুমি ত্বরিত গমন।
পিতার সহিত যেন না হয় দর্শন॥
শ্রীরামের আজ্ঞামতে সুমন্ত্র সারথি।
রথখান চালাইল পবনের গতি॥
কত দূরে গিয়া রথ হল অদর্শন।
ভূমিতে পড়েন রাজা হয়ে অচেতন॥
রাজারে ধরিয়া তোলে অমাত্য সকল।
শরীরের ধূলি ঝাড়ে মুখে দেয় জল॥
রাজারে ধরিয়া সবে লৈয়া গেল দেশ।
অন্তঃপুর মধ্যে তারে করায় প্রবেশ॥
গেলেন শোকার্ত রাজা কৌশল্যার ঘর।
দোঁহার হইল শোক একই সোসর॥
রাত্রিদিন নাহি ঘুচে দোঁহার ক্রন্দন।
এক শোকে হইলেন কাতর দুজন॥

রাত্রি-দিন কান্দে লোক করে জাগরণ।
গেলেন তমসা-কূলে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
নানা বনফুল দেখে সে নদীর কূলে।
রাজহংস ক্রীড়া করে তমসার জলে॥
সুমন্ত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন রাম।
তমসার কূলে আজি করিব বিশ্রাম॥
লক্ষ্মণ বৃক্ষের তলে বিছাইল পাতা।
করিলেন তাহাতে শয়ন রাম-সীতা॥
হাতে ধনু লক্ষ্মণ রহিল জাগরণে।
প্রীতি পাইলেন রাম লক্ষ্মণের গুণে॥
তমসার কূলেতে বঞ্চেন এক রাতি।
প্রভাতে যোগায় রথ সুমন্ত্র সারথি॥
প্রাতঃস্নান আদি করি নিয়ম আচার।
হইলেন শ্রীরাম তমসানদী পার॥
তমসা ছাড়িয়া আর গোমতী প্রভৃতি।
নদী পার হইলেন রাম মহামতি॥
শ্রীরাম বলেন সীতে সর্বত্র বিদিত।
ইক্ষ্বাকুর রাজ্য এই দেশ সুশোভিত॥
এই দেশে ইক্ষ্বাকু ধরিল ছত্রদণ্ড।
মম পূর্বপুরুষের দেখো রাজ্যখণ্ড।
পক্ষী হেন উড়ে রথ যায় নানা দেশ॥
কোশলের রাজ্যে রাম করেন প্রবেশ।
শ্রীরাম বলেন শুন জানকী সুন্দরী।
মম মাতামহের আছিল এই পুরী॥
পুত্রবৎ করিলেন প্রজার পালন।
গঙ্গাতীরে দিয়াছেন ব্রাহ্মণ-শাসন॥
দুই কূলে বিপ্রগণ করে বেদধ্বনি।
দুই কূলে স্নান করে যত ঋষি মুনি॥
ভাস্কর পশ্চিমে যান বেলা-অবশেষে।
তখন গেলেন রাম শৃঙ্গবের দেশে॥
শৃঙ্গবের দেশ দেখি রাম হৃষ্টমতি।
লাগিলেন বলিতে শ্রীলক্ষ্মণের প্রতি॥



গুহক চণ্ডাল হেথা আছে মম মিত।
আমারে পাইলে হবে প্রফুল্লিত চিত॥
শ্রীরাম বলেন শুন সুমন্ত্র সারথি।
মিত্রের বাটিতে আমি থাকি এক রাতি॥
কহিব শুনিব বাক্য দোঁহে দোঁহাকার।
বিশেষত জানিব পথের সমাচার॥
রাম বনে যাইতে রহেন সেই দেশে।
গাইল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥

—

॥ শ্রীরামের সহিত গুহকের সন্দর্শন ॥

জোড়হাত করি বলে সুমন্ত্র সারথি।
আমাকে কি আজ্ঞা করো করি অবগতি॥
শুনিয়া বলেন রাম কমললোচন।
রথ লয়ে দেশে তুমি করহ গমন॥
প্রাণের ভরত ভাই থাকে সে বিদেশে।
ভরতে আনিয়া রাজা করিবে হরিষে॥
মায়ের চরণে জানাইবে নমস্কার।
আমা-হেতু শোক যেন না করেন আর॥
পিতার চরণে জানাইয়ো সমাচার।
অস্থির হইলে তিনি মজিবে সংসার॥
তুমি-হেন মহাপাত্র সুমন্ত্র সারথি।
ইষ্টকুটুম্বের ঠাঁই জানাবে মিনতি॥
বিদায় হইয়া যান সুমন্ত্র কান্দিয়া।
অতি শীঘ্রগতি গেল রথ চালাইয়া॥
সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া শ্রীরাম চিন্তিত।
মন্ত্রণা করেন সীতা লক্ষ্মণ সহিত॥
হেথা হতে অযোধ্যা নিকট বড় পথ।
এখানে থাকিলে নিতে আসিবে ভরত॥
যাবৎ সুমন্ত্র পাত্র নাহি যায় দেশে।
গঙ্গাপার হয়ে চলো যাই বনবাসে॥

গুহকের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম।
চিত্রকূট শৈলে গিয়া করিব বিশ্রাম॥
গুহের বাড়িতে রাম করি অবস্থিতি।
বিদায় হইয়া যান চলি শীঘ্রগতি॥
প্রাতঃকালে গুহ নৌকা করিল সাজন।
পার হয়ে কূলেতে উঠেন তিনজন॥
মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর।
দুই ক্রোশ পথ বাহি যান গঙ্গাতীর॥
মুনিগণে বেষ্টিত বসিয়া ভরদ্বাজ।
তারাগণ-মধ্যে যেন শোভে দ্বিজরাজ॥
হেনকালে সেখানে গেলেন তিনজন।
তিনজন বন্দিলেন মুনির চরণ॥
মুনি বলিলেন তুমি বিষ্ণু-অবতার।
বিষ্ণু-আরাধনে তপ করয়ে সংসার॥
যাঁর রূপ আরাধন করে মুনিগণে।
সেই বিষ্ণু আইলেন আমার ভবনে॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ লক্ষ্মী দেখি তিনজনে।
আপনারে ধন্য করি মানি এতদিনে॥
সেইখানে শ্রীরাম বঞ্চেন একরাতি।
বিদায় হইয়া রাম যান শীঘ্রগতি॥

—

॥ দশরথ রাজার মৃত্যু ॥

উভয় বীরের হাতে দিব্য ধনুঃশর।
মধ্যে সীতা দুই পার্শ্বে দুই সহোদর॥
কমলিনী সীতা পথে যান ধীরে ধীরে।
তবে উপস্থিত হন যমুনার তীরে॥
যমুনার পরপারে করি আগমন।
মুনিগণে রামচন্দ্র করেন বন্দন॥
তিনজন তথায় রহিলেন অক্লেশে।
এদিকে সুমন্ত্র গিয়া উত্তরিল দেশে॥

ছয়দিনে উত্তরিল অযোধ্যা-নগরে।
জোড়হাতে দাঁড়াইল রাজার গোচরে॥
কহিতে লাগিল পাত্র নমস্কার করে।
রামে রাখি আইলাম শৃঙ্গবের পুরে॥
এতেক সুমন্ত্র যদি বলিল বচন।
পুরীর সহিত সবে করিল ক্রন্দন॥
কৌশল্যার ঠাঁই রাজা কহে পূর্বকথা।
মহাজন যা বলেন না হয় অন্যথা॥
মৃগয়াতে গিয়াছিলাম সরযুর তীরে।
অন্ধমুনি-পুত্র কলসেতে জল ভরে॥
জ্ঞান হৈল মৃগ সব করে জলপান।
পূরি বাণ শব্দমাত্র পাইয়া সন্ধান॥
সেই দিন অন্ধমুনি শাপিল আমাকে।
এই মতো প্রাণ তব যাবে পুত্রশোকে॥
সেই মুনির বাক্য কভু না হয় খণ্ডন।
আজিকার রাত্রে রানী আমার মরণ॥
সে অন্ধ মুনির শাপ ফলে অতঃপরে।
ছট্‌ফট্ করে রাজা মুখে বাক্য হরে॥
হাহাকার করি রাজা ত্যজিল জীবন।
নিদ্রা যায় দশরথ হেন লয় মন॥
দুই দণ্ড বেলা হয় সূর্যের উদয়।
এতক্ষণ নিদ্রা যায় রাজা মহাশয়॥
অন্তরেতে রাজারে করিল মৃতজ্ঞান।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহি তাঁর প্রাণ॥
আছাড় খাইয়া পড়ে কদলী যেমনি।
রাজার চরণ ধরি কান্দে সব রানী॥
একে পুত্রশোকে রানী পরম দুঃখিতা।
পতিশোকে ততোধিক হইল মূর্ছিতা॥
সত্যবাদী রাজা তুমি সত্যে বড় স্থির।
সত্য পালি স্বর্গে গেলে ত্যজিয়া শরীর॥
সত্য না লঙ্ঘিলে তুমি বড় পুণ্যশ্লোক।
স্বর্গবাসী হয়ে এড়াইলে পুত্রশোক॥

রাজা স্বর্গে গেল আর রাম গেল বন্।
দুই শোকে প্রাণ মোর থাকে কি কারণ ॥
ভূমে গড়াগড়ি যায় কৌশল্যা-তাপিনী।
কৌশল্যারে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি ॥
স্বর্গেতে গেলেন রাজা পালিয়া পৃথিবী।
তাঁর ধর্ম-কর্ম করো তুমি মহাদেবী ॥
রাজাকে রাখহ করি তৈলমধ্যগত।
দেশে আসি অগ্নিকার্য করিবে ভরত ॥
বাসি মড়া হইয়া আছেন মহারাজ।
প্রাতঃকালে যুক্তি করে অমাত্য-সমাজ ॥
রাজ্য দিতে ভরতেরে সর্ব অঙ্গীকার।
ভরতেরে আনি দেশে দেহ রাজ্যভার ॥
ভরত আছেন মাতামহের বসতি।
দূত পাঠাইয়া তাঁরে আনো শীঘ্রগতি ॥
রাজা স্বর্গ-গত রাম চলিলেন বনে।
এত ঘোর প্রমাদ ভরত নাহি জানে ॥
ভরতেরে না কহিবে এসব ঘটন।
তবে না করিবে সেই দেশে আগমন ॥
করিলেন অনুজ্ঞা বশিষ্ঠ পুরোহিত।
ভরতে আনিতে সবে চলিল ত্বরিত ॥
নদ নদী কন্দর হইল বহু পার।
বহু দেশ দেশান্তর এড়ায় অপার ॥
গিরিরাজ দেশেতে কেকয় রাজা বৈসে।
উত্তরিল গিয়া পাত্র পঞ্চম দিবসে ॥
প্রবল প্রতাপশালী কেকয়-ভূপতি
সভা করি বসেছেন যেন সুরপতি ॥
ভরত বসেন গিয়া ভূপতির পাশে।
অযোধ্যার দূত গিয়া তখন প্রবেশে ॥
কেকয়-রাজার প্রতি নোয়াইয়া মাথা।
ভরতের আগে দূত কহে সব কথা ॥
আইলাম তোমাকে লইতে সর্বজন।
ভরত ঝটিতি দেশে করো আগমন ॥

ভরত বলেন বলো পিতার মঙ্গল।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ভাই আছেন কুশল॥
কৈকেয়ী কৌশল্যা আর সুমিত্রা জননী।
সকলের মঙ্গল বলো হে দূত শুনি॥
দূত বলে রাজপুত্র সবার কুশল।
সবারে দেখিবে যদি শীঘ্র দেশে চলো॥
প্রণাম করিয়া মাতামহের চরণে।
হইলেন ভরত বিদায় সেইক্ষণে॥
হাতি ঘোড়া দিল রাজা বহুমূল্য ধন।
অশন বসন আর নানা আভরণ॥
শত্রুঘ্ন-ভরত দোঁহে চড়িলেন রথে।
কত শত সৈন্য চলে তাঁহাদের সাথে॥
সূর্য যান অস্তগিরি বেলা-অবশেষে।
হেনকালে সবে তারা অযোধ্যা প্রবেশে॥
শ্রীরামের শোকে লোক করিছে ক্রন্দন।
অযোধ্যার সর্বলোক বিরস-বদন॥
জিজ্ঞাসেন ভরত হইয়া বিষাদিত।
প্রজালোকে কান্দে কেন নহে হরষিত॥
অনেক দিনের পরে আইলাম দেশে।
কাছে না আইসে কেহ কেহ না সম্ভাষে॥
এত শুনি দূতগণ হেঁট করে মাথা।
কেহ নাহি কহে কোনো ভালো-মন্দ কথা॥
ভরত ভাবিত অতি মানিয়া বিস্ময়।
প্রথমে গেলেন তিনি পিতার আলয়॥
দেখিল নাহিক পিতা শূন্য নিকেতন।
ভরত ভাবিয়া কিছু না পান কারণ॥
মৃত্যুকালে দশরথ কৌশল্যার ঘরে।
তথা তাঁর মৃতদেহ তৈলের ভিতরে॥
ভরত পিতার গৃহ শূন্যময় দেখি।
মায়ের আবাসে যান হয়ে মনোদুখী॥
কৈকেয়ী বসিয়া আছে রত্ন-সিংহাসনে।
পড়িয়াছে প্রমাদ মনেতে নাহি গণে॥

পুত্রের রাজত্ব-লাভে আছে মনঃসুখে।
ভরত গেলেন তবে মায়ের সম্মুখে॥
ভরতেরে দেখিয়া ত্যজিল সিংহাসন।
ভরত করেন তাঁর চরণ-বন্দন॥
মুখে চুম্ব দিয়া রানী পুত্রে কৈল কোলে।
কুশল জিজ্ঞাসা করে তাঁরে কুতূহলে॥
ভরত বলেন মাতা না হও বিকল।
মাতা পিতা ভ্রাতা তব সবার কুশল॥
তুমি যত জিজ্ঞাসিলে দিলাম উত্তর।
আমি যা জিজ্ঞাসি তাহা কহো তো সত্বর॥
অযোধ্যার রাজ্য কেন দেখি বিপরীত।
সকলে বিষণ্ণ কেন নহে হরষিত॥
চতুর্দিকে লোক কেন করিছে ক্রন্দন।
আমারে দেখিয়া কেন করিছে নিন্দন॥
পিতার আলয়ে কেন না দেখি পিতারে।
অযোধ্যা-নগর কেন পূর্ণ হাহাকারে॥
যে কথা কহিতে কারো মুখে না আইসে।
হেন কথা কহে রানী পরম হরিষে॥
সত্যবাদী তব পিতা সত্যে বড় স্থির।
সত্য পালি স্বর্গেতে গেলেন সত্যবীর॥
শূন্যরাজ্য আছে তব পিতার মরণে।
ভরত আছাড় খেয়ে পড়েন সেক্ষণে॥
মূর্ছাগত ভরত হলেন পিতৃশোকে।
কান্দিয়া বিকল তাঁরে দেখি অন্য লোকে॥
ভরত বলেন শুনি পিতার মরণ।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তাঁরা কোথা দুইজন॥
কৈকেয়ী সকল কহে ভরতের স্থানে।
রামের অশেষ গুণ প্রথমে বাখানে॥
ভকতবৎসল রাম ধর্মেতে তৎপর।
জনকজননী-প্রাণ গুণের সাগর॥
শ্রীরাম হইলে রাজা সবার কৌতুক।
রামের প্রসাদে লোক পায় নানা সুখ॥

কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস।
হেনকালে রামেরে দিলাম বনবাস॥
তোমারে রাজত্ব দিয়া রাম গেল বন।
হা রাম বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন॥
মাতৃ-ঋণ পুত্র কভু শুধিতে না পারে।
রাম লয়েছিল রাজ্য দিলাম তোমারে॥
ঘায়েতে লাগিলে ঘা যেমন বড় জ্বলে।
ভরত তেমন জ্বালাতন হয়ে বলে॥
রাজকুলে জন্মিয়া শুনিলে কোন্‌খানে।
কনিষ্ঠ হইবে রাজা জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে॥
তোর পিতা পিতামহ করে ধর্ম-কর্ম।
সে বংশেতে কেন হল রাক্ষসীর জন্ম॥
নিশাচরী হয়ে তুই হইলি মানুষী।
রঘুবংশ-ক্ষয় হেতু হইলি রাক্ষসী॥
ভরত জ্বলন্ত-অগ্নি-তুল্য ক্রোধে জ্বলে।
দেখিয়া কৈকেয়ী তবে যায় অন্য স্থলে॥
যাইতে যাইতে রানী করেন বিষাদ।
কার লাগি করিলাম এতেক প্রমাদ॥
আইলেন শত্রুঘ্ন করিতে সম্ভাষণ।
ভরতের ক্রন্দনে কান্দেন দুইজন॥
অনুমানে বুঝিলেন কুঁজীর এ ক্রিয়া।
কহিতে লাগিল দোঁহে কুপিত হইয়া॥
পাইলে কুঁজীর দেখা বধিব জীবন।
বিধির নির্বন্ধ কুঁজী এল সেইক্ষণ॥
শত্রুঘ্ন কুপিত হয়ে ধরে তার চুলে।
চুলে ধরি কুঁজীরে সে ফেলে ভূমিতলে॥
মরি মরি বলি কুঁজী পরিত্রাহি ডাকে।
চুল ছিঁড়ে গেল সে কৈকেয়ী-ঘরে ঢোকে॥
শত্রুঘ্ন প্রবেশে ক্রোধে কৈকেয়ীর ঘরে।
চুলে ধরি কুঁজীরে সে আনিল বাহিরে॥
চুলে ধরি লয়ে যায় কুঁজে যায় ছড়।
শত্রুঘ্নে দেখিয়া কৈকেয়ী দিল রড়॥

চেড়ীরে মারিল পাছে প্রহারে আমায়।
এই ত্রাস মনে করি কৈকেয়ী পলায়॥
অচেতন হল কুঁজী শ্বাসমাত্র আছে।
ভরত বলেন নারীহত্যা হয় পাছে॥
নারীহত্যা মহাপাপ শুনহ শত্রুঘ্ন।
যদি এই পাপে রাম করেন বর্জন॥
মাতৃহত্যা নাহি করি শ্রীরামের ডরে।
এত শুনি শত্রুঘ্ন ছাড়িল কুঁজীরে॥
ভরত-শত্রুঘ্ন হেথা করেন রোদন।
কৌশল্যা বসিয়া ঘরে করেন শ্রবণ॥
ভরত-শত্রুঘ্ন গিয়া ভাই দুইজন।
করিলেন কৌশল্যার চরণ-বন্দন॥
পুত্র বলি কৌশল্যা ভরতে নিল কোলে।
উভয়ের সর্বাঙ্গ তিতিল নেত্রজলে॥
কৌশল্যা কহেন শুন কৈকেয়ীনন্দন।
মায়ে পোয়ে রাজ্য করো ভরত এখন॥
কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস।
হেনকালে তব মাতা দিল বনবাস॥
কাতর ভরত অতি কৌশল্যার বোলে।
রামের সেবক আমি তুমি জান ভালে॥
রামেরে বঞ্চিয়া রাজ্য আমি যদি চাই।
ইহ-পরকাল নষ্ট শিবের দোহাই॥
শপথ করেন এত ভরত যখন।
কৌশল্যা বলেন পুত্র জানি তব মন॥
রামের হৃদয় ধর্মে যেমন তৎপর।
তোমার হৃদয় পুত্র একই সোসর॥
চৌদ্দ বর্ষ গেলে রাম আসিবেন দেশ।
ততদিনে মম প্রাণ হইবে নিঃশেষ॥
মৃতদেহ আছে ঘরে বড় পাই লাজ।
শীঘ্র করো পুত্র তব পিতৃ-অগ্নি-কাজ॥
পিতৃশোক ভ্রাতৃশোক মায়ের অযশ।
ভরত করেন খেদ রজনী-দিবস॥

বশিষ্ঠ বলেন তুমি ভরত পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব কত এ নহে উচিত ॥
বশিষ্ঠ বলেন ত্যজ ভরত ক্রন্দন।
পিতৃ-অগ্নি-কার্য শ্রাদ্ধ করহ তর্পণ ॥
পিতৃকার্যে জ্যেষ্ঠ তনয়েব অধিকার।
রাম দেশে নাহি তুমি করো সৎকার ॥
অযোধ্যা-নগরে যত স্ত্রী-পুরুষ আছে।
শিরে হাত দিয়া যায় ভরতের পাছে ॥
তৈলের ভিতরে যে ছিলেন মহারাজা।
সরযুর তীরে লয়ে যায় বন্ধু প্রজা ॥
চিতার উপর লয়ে করায় শয়ান।
হেঁটে উর্ধ্বে কাষ্ঠ দিল অগুরু চন্দন ॥
পিতারে করেন দাহ ঘৃতের অনলে।
করিলেন তর্পণাদি সরযুর জলে ॥
ভবত বলেন সবে যাও নিজ দেশ।
পিতার অগ্নিতে আমি করিব প্রবেশ ॥
পিতা পরলোকগত ভ্রাতা গেল বনে।
দেশেতে যাইব আমি কোন্ প্রয়োজনে ॥
বশিষ্ঠ বলেন তবে এ তো যুক্তি নয়।
জন্মিলে মরণ আছে এ কথা নিশ্চয় ॥
সকলে মবেন কেহ নহে তো অমর '
ক্রন্দন সম্বব বৎস চলো নিজ ঘর ॥
শূন্যরূপা আছে অদ্য অযোধ্যা-নগরী।
ভরতেরে নিলেন বশিষ্ঠ রাজপুরী ॥
কান্দিয়া ভরত পোহাইলেন রজনী।
বিলাপ করেন সদা কোথা রঘুমণি ॥
ত্রয়োদশ দিবসে করেন শ্রাদ্ধ দান।
নানা দান করেন সে শাস্ত্রের বিধান ॥
সমাপ্ত হইল শ্রাদ্ধ নিবারিল দান।
পাত্রমিত্র কহে গিয়া ভরতের স্থান ॥
পিতৃদত্ত রাজ্য তুমি ছাড় কি কারণ।
রাজা হয়ে করো তুমি প্রজার পালন ॥

তোমা বিনা রাজকর্ম অন্যে নাহি সাজে।
তুমি রাজা না হইলে পিতৃরাজ্য মজে॥
ভরত বলেন পাত্র না বলিবে আর।
জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার॥
রাজ্যের উচিত রাজা রামচন্দ্র ভাই।
রামেরে করিব রাজা চলো তথা যাই॥
রামে রাজা করিয়া পাঠাই নিজ দেশে।
রামের বদলে আমি যাই বনবাসে॥
ঘোড়া হাতি রথ চলে সাজায়ে সারথি।
ভরত আনিতে রামে যান শীঘ্রগতি॥
কৌশল্যা সুমিত্রা যান উভয় সতিনী।
আর সবে চলিল রাজার যত রানী॥
বশিষ্ঠাদি করিয়া যতেক মুনিগণ।
রাজ্য-সুদ্ধ চলিল সকল পুরজন॥
কৈকেয়ী না যান মাত্র ভরতের ডরে।
কুটিলা কুঁজীর সহ রহিলেন ঘরে॥
আছেন যমুনা-পার রাম বনবাসে।
ভরত গেলেন তথা শৃঙ্গবের দেশে॥
পৃথিবী জুড়িয়া ঠাট এক চাপে যায়।
গঙ্গাতীরে বসি গুহ করে অভিপ্রায়॥
কোন্ রাজা আসে হেথা যুদ্ধ করিবারে।
আপনার ঠাট গুহ এক ঠাঁই করে॥
মার্ মার্ বলিয়া দগড়ে দিল কাটি।
হেনকালে গুহ বলে ভরতেরে ভেটি॥
শুন রে চণ্ডালগণ ব্যস্ত হও নাই।
আসিয়াছে ভরত রামের ছোট ভাই॥
যদ্যপি ভরত করে শ্রীরামেরে রাজা।
ভালোমতে করো তবে ভরতেরে পুজা॥
ভরত আসিয়া থাকে শত্রুভাবে যদি।
ভরতের ঠাট কাটি বহাইব নদী॥
সাত-পাঁচ গুহক ভাবিছে মনে মন।
হেনকালে সুমন্ত্র কহেন সুবচন॥

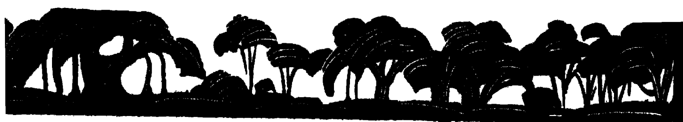
আইলেন শ্রীরামেরে লইতে ভরত।
বলো গুহ শ্রীরাম গেলেন কোন্ পথ॥
গুহ বলে হেথা দেখা না পাবে ভরত।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সীতা বহুদূর গত॥
ভরতেরে তবে গুহ নোয়াইল মাথা।
ভেট দিয়া গুহ তাঁরে কহে সব কথা॥
গুহ বলে আমার কটক পথ জানে।
কটক-সহিত আমি যাই তব সনে॥
এই পথে তাঁহারা গেলেন মহাবনে।
গঙ্গাপার করিয়া রাখিনু তিনজনে॥
গুহ-স্থানে পাইয়া সকল সমাচার।
সেই পথে গমন হইল সবাকার॥
মাধবতীর্থের কাছে আছে যেই পথ।
তাহারে দক্ষিণ করি চলেন ভরত॥
ভরদ্বাজ মহামুনি আছেন বসিয়া।
ভরত জানান তাঁর চরণ বন্দিয়া॥
আমি রাজতনয় ভরত মম নাম।
লক্ষ্মণ কনিষ্ঠ মম জ্যেষ্ঠ হন রাম॥
রামের উদ্দেশে আমি আসিয়াছি বন।
কহ মুনি কোথা তাঁর পাব দরশন॥
মুনি বলে শ্রীরামের জানি সবিশেষ।
দেখা পাবে কিন্তু রাম না যাবেন দেশ॥
চিত্রকূট-পর্বতে আছেন রঘুবীর।
তথা গেলে দেখা হবে এই জেনো স্থির॥
অন্য অন্য মুনিগণ দিল তাহে সায়।
ভরতের সৈন্যগণ চিত্রকূটে যায়॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ আর জনকের বালা।
বসতি করেন নির্মাইয়া পর্ণশালা॥
তার দ্বারে বসিয়া আছেন রঘুবীর।
জানকী তাহার মধ্যে লক্ষ্মণ বাহির॥
হেনকালে ভরত-শত্রুঘ্ন দীনবেশে।
শ্রীরামের আশ্রমেতে যাইয়া প্রবেশে॥

গলবস্ত্র ভরত নয়নে বহে নীর।
পথপর্যটনে অতি মলিন শরীর॥
পড়িলেন শ্রীরামের চরণকমলে।
আনন্দে শ্রীরাম তাঁরে লইলেন কোলে॥
ভরত কহেন ধরি রামের চরণ।
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন॥
বামা জাতি স্বভাবতঃ অল্প বুদ্ধি ধরে।
তার বাক্যে কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে॥
অপরাধ ক্ষমা করো চলো প্রভু দেশ।
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্লেশ॥
শ্রীরাম বলেন তুমি ভরত পণ্ডিত।
না বুঝিয়া কেন বলো এ নহে উচিত॥
চতুর্দশ বৎসর পালি পিতৃবাক্য।
অযোধ্যা যাইব আমি দেখিবে প্রত্যক্ষ॥
থাকুক সে-সব কথা শুনিব সকল।
বলহ ভরত আগে পিতার কুশল॥
বশিষ্ঠ কহেন রাম না কহিলে নয়।
স্বর্গবাসে গিয়াছেন রাজা-মহাশয়॥
শুনি মূর্ছাগত রাম জানকী লক্ষ্মণ।
ভূমিতে লুটিয়া বহু করেন রোদন॥
শ্রীরাম বলেন হে বশিষ্ঠ পুরোহিত।
আজ্ঞা করো পিতৃশ্রাদ্ধ করি যে বিহিত॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সীতা চলেন ত্বরিত।
হইলেন ফল্গুনদী-তীরে উপনীত॥
সকলে সলিলে স্নান করিল তখন।
করিলেন নাম গোত্র লইয়া তর্পণ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন ফল্গুনদী-তীরে।
পিতৃপিণ্ড সমর্পণ করেন সে নীরে॥
শ্রীরামেরে বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়।
ভরতের প্রতি রাম কি অনুজ্ঞা হয়॥
তোমা বিনা ভরতের আর নাহি গতি।
বুঝিয়া ভরতে রাম করো অনুমতি॥

শ্রীরাম বলেন মুনি হইলাম সুখী।
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি॥
ভরতে আমাতে নাহি করি অন্যভাব।
ভরতের রাজত্বে আমার রাজ্যলাভ॥
যাও ভাই ভরত ত্বরিত অযোধ্যায়।
মন্ত্রিগণ লয়ে রাজ্য করহ তথায়॥
চতুর্দশ বৎসর হয় যবে গত।
চারি ভাই অযোধ্যায় হইব মিলিত॥
জোড়হাতে ভরত বলেন সবিনয়।
কেমনে রাখিব রাজ্য মম কার্য নয়॥
তোমার পাদুকা দেহ করি গিয়া রাজা।
তবে সে পারিব রাম পালিবারে প্রজা॥
তোমার পাদুকা যদি রাম থাকে ঘরে।
ত্রিভুবনে আমার কি কবে কার ডরে॥
শ্রীরাম বলেন হে ভরত প্রাণাধিক।
পাদুকা লইয়া যাও কি কব অধিক॥
নন্দীগ্রামে পাট করি করো রাজকার্য।
সাবধান হইয়া পালিয়ো পিতৃরাজ্য॥
শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে॥
যাত্রাকালে উঠে মহা ক্রন্দনের রোল।
কোনো জন শুনিতে না পায় কারো বোল॥
কান্দেন কৌশল্যারানী রামে করি কোলে।
বসন ভিজিল তাঁর নয়নের জলে॥
সুমিত্রা কান্দেন কোলে করিয়া লক্ষ্মণে।
সকলে ক্রন্দন করে সীতার কারণে॥
ভরতেরে বিদায় করিয়া রঘুবীর।
চিত্রকূটে কিছুদিন রহিলেন স্থির॥
সৈন্যগণ-সহিত ভরত অতঃপরে।
তিন দিনে আইলেন অযোধ্যা-নগরে॥
রত্নসিংহাসনে শ্রীভরত পট্ট পাতি।
তদুপরি পাদুকা থুইয়া ধরে ছাতি॥

তার নীচে শ্রীভরত কৃষ্ণসার-চর্মে।
পাত্র-মিত্র-সহিত থাকেন রাজকর্মে॥
কৃত্তিবাস কবির সংগীত সুধাভাণ্ড।
সমাপ্ত হইল গীত এ অযোধ্যাকাণ্ড॥

—





অরণ্যকাণ্ড

॥ রামের অত্রি-মুনির আশ্রমে গমন ও রাক্ষস-বধ ॥

করিলেন অযোধ্যায় ভরত গমন।
চিত্রকূট-পর্বতে রহেন তিনজন॥
আমা নিতে ভরত আইলে পুনর্বার।
কেমনে অন্যথা করি বচন তাহার॥
চিত্রকূট অযোধ্যা তো নহে বহুদূর।
ভরত ভ্রাতার ভক্তি আমাতে প্রচুর॥
রঘুনাথ এমত চিন্তিয়া মনে মনে।
চিত্রকূট ছাড়িয়া চলিলেন দক্ষিণে॥
কতদূর যান তাঁরা করি পরিশ্রম।
সম্মুখে দেখেন অত্রি-মুনির আশ্রম॥
আশীর্বাদ করিলেন অত্রি মহামুনি।
মুনির আশ্রমে সুখে বঞ্চেন রজনী॥
প্রভাতে করিয়া স্নান আর যে তর্পণ।
তিন জন বন্দিলেন মুনির চরণ॥
মুনি কহিলেন রাম করো অবধান।
অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্যস্থান॥
তথা গিয়া রঘুবীর করহ বসতি।
মুনির চরণে রাম করেন প্রণতি॥
আগে যান রঘুনাথ পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।
জনকতনয়া মধ্যে কি শোভা তখন॥

ফল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত।
ময়ূরের কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত॥
নানা পক্ষীকলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে কতশত কমল প্রচুর॥
হেনকালে বিরাধ রাক্ষস আচম্বিত।
বিকট-আকার সে সম্মুখে উপস্থিত॥
মেঘের গর্জন প্রায় ছাড়ে সিংহনাদ।
মহাভয়ংকর মূর্তি রাক্ষস বিরাধ॥
সীতারে খাইতে চাহে মেলিয়া বদন।
শ্রীরামেরে কটু কহে করিয়া তর্জন॥
ছাড়েন ঐষিক বাণ দশরথ-সুত।
পড়িল বিরাধ যেন কৃতান্তের দূত॥

॥ শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গমন। মুনি
কর্তৃক ইন্দ্রের ধনুর্বাণ দান॥

শ্রীরাম বলেন চলো জানকী লক্ষ্মণ।
গোমতীর পারে শরভঙ্গ-নিকেতন॥
সেই দিন শ্রীরাম রহেন সেই স্থানে।
প্রভাতে উঠিয়া যান মুনি-দরশনে॥
হেনকালে উপনীত তথা শচীনাথ।
করিবারে শরভঙ্গ মুনির সাক্ষাৎ॥
ইন্দ্র আসি মুনিরে করিয়া নমস্কার।
নিবেদন করেন যে কার্য আপনার॥
শুন মুনি রামরূপী ত্রিলোকের নাথ।
আসিবেন তব সহ করিতে সাক্ষাৎ॥
তব স্থানে রাখিলাম এই ধনুর্বাণ।
আইলে তাঁহারে তুমি করিবে প্রদান॥
এত বলি স্বর্গপুরী যান পুরন্দর।
প্রবেশ করেন রাম যথা মুনিবর॥
প্রণাম করেন শরভঙ্গ মুনিবরে।
আশীর্বাদ করি মুনি কহেন তাঁহারে॥

আইলা আপনি বিষ্ণু আমার নিবাস।
তোমা-দরশনে মম হবে স্বর্গবাস ॥
শত বৎসরের তপ করিলাম দান।
এই লহো ইন্দ্রদত্ত দিব্য ধনুর্বাণ ॥
শরীর ছাড়িব আমি অতি পুরাতন।
প্রাণ রাখিয়াছি রাম তোমার কারণ ॥
রাম-দরশনে মুনি যান স্বর্গবাস।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস ॥

—

॥ রামের পঞ্চবটী-বনে অবস্থিতি। লক্ষ্মণ
কর্তৃক শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন।
খর ও দূষণের যুদ্ধে আগমন ॥

সম্ভাষিতে রামেরে আইল বনবাসী।
কেহ কেহ ফল খায় কেহ উপবাসী ॥
গাছের বাকল পরে শিরে জটা ধরে।
মৃগচর্ম ধরে কেহ কমণ্ডলু করে ॥
মুনিগণে দেখিয়া উঠিয়া রঘুনাথ।
করেন প্রণতি স্তুতি হয়ে জোড়হাত ॥
মুনিরা করেন স্তুতি রামের গোচর।
শ্রীরাম বলেন প্রভু না করিয়ো ডর ॥
তপোবনে না রাখিব রাক্ষস-সঞ্চার।
অবিলম্বে হইবেক রাক্ষস-সংহার ॥
মুনিগণ সঙ্গে রঙ্গে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তপোবন-দরশনে করেন গমন ॥
কোথা পাঁচ-সাত মাস কোথা দশ মাস।
কোথাও বৎসর রাম করেন প্রবাস ॥
এইরূপে বনে বনে করেন ভ্রমণ।
অতীত হইল দশ বৎসর তখন ॥
এক দিন যান রাম অগস্ত্যের দ্বারে।
হেনকালে শিষ্য এক আইল বাহিরে ॥

রাবণের ভগ্নী সেই নাম শূর্পণখা।
অকস্মাৎ রামের সম্মুখে দিল দেখা॥
জিতেন্দ্রিয় শ্রীরাম ধার্মিক-শিরোমণি।
রামে ভুলাইবে কিসে অধর্মচারিণী॥
জিজ্ঞাসা করিল রাম সরল-হৃদয়।
শূর্পণখা আপনার দেয় পরিচয়॥
লঙ্কাতে বসতি আমি রাবণ-ভগিনী।
নানা দেশ ভ্রমি আমি হয়ে একাকিনী॥
দেশে দেশে ভ্রমি আমি নাহি করি ভয়।
তোমার বনিতা হই হেন বাঞ্ছা হয়॥
শ্রীরাম বলেন সীতা না করিয়ো ত্রাস।
রাক্ষসীর সহিত করিব পরিহাস॥
পরিহাস করেন শ্রীরাম সুচতুর।
রাক্ষসীকে বাড়াইতে বলেন মধুর॥
আমার হইলে জায়া পাবে যে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্যা হও এই বড় গুণী॥
সত্যজ্ঞানে নিশাচরী লক্ষ্মণেরে বলে।
আমা-হেন রূপবতী পাবে কোন্ স্থলে॥
লক্ষ্মণ বলেন আমি শ্রীরামের দাস।
সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ॥
ভুবনের সার রাম অযোধ্যার রাজা।
তুমি রানী হইলে করিবে সবে পূজা॥
কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর।
তোমায় সীতায় দেখি অধিক অন্তর॥
উপহাস না বুঝে বচন মাত্র ধায়।
লক্ষ্মণেরে ছাড়িয়া রামের কাছে যায়॥
পুনর্বার আইলাম রাম তব পাশে।
ঘুচাইব ব্যাঘাত সীতারে গিলি গ্রাসে॥
বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে।
ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসীর ডরে॥
ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ।
এক বাণে তাহার কাটিল নাক-কান॥



শূর্পণখা যায় খর-দূষণের পাশে।
নাকে হাত দিয়া কাঁদে গাত্র রক্তে ভাসে॥
কহে খর-দূষণ রাক্ষস-সেনাপতি।
কোন্ বেটা করিল ভগিনীর দুর্গতি॥
রাবণেরে নাহি মানে আমারে না জানে।
মরিবার উপায় সৃজিল কোন্ জনে॥
বসি তবে শূর্পণখা কহে ধীরে ধীরে।
আসিয়াছে দুই নর বনের ভিতরে॥
মুনিতুল্য বেশ ধরে কিন্তু নহে মুনি।
সঙ্গে লয়ে ভ্রমে এক সুন্দরী কামিনী॥
গেলাম মনুষ্য-মাংস খাইবার সাধে।
নাক-কান কাটে মোর এই অপরাধে॥
খর বলে দেখো তুমি আমার প্রতাপ।
ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ॥
অস্ত্র-শস্ত্র বহুবিধ তুলি রথোপর।
রথস্তম্ভ ধরি উঠে মহাবলী খর॥
মেঘের গর্জনে গর্জে রাক্ষস দূষণ।
রামেরে মারিব আগে পশ্চাৎ লক্ষ্মণ॥

রাক্ষস আইল যত পরম কৌতুকে
কৃত্তিবাস রামায়ণ রচে মনঃসুখে ॥

॥ খর-দূষণ বধ ॥

শ্রীরাম বলেন শুন সৈন্য-কলকলি।
সীতা লইয়া লক্ষ্মণ ত্যজ রণস্থলী ॥
থাকিয়া আমার কাছে হইতে দোসর।
কিন্তু হেথায় থাকিলে পাবে সীতা ডর ॥
বিলম্ব না কর ভাই চলহ সত্বর।
সীতাকে রাখহ গিয়া গুহার ভিতর ॥
এত যদি লক্ষ্মণেরে বলিলেন রামে।
দূরেতে লক্ষ্মণ সীতা গেলেন সম্ভ্রমে ॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব আইল সর্বজন।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সকলে দেখে রণ ॥
একা রাম চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস।
কেমনে জিনিবে রাম বড়ই সাহস ॥
ডাকিয়া রামেরে বলে তখন দূষণ।
মনুষ্য হইয়া তোর মোর সনে রণ ॥
দুইজনে বাণ বর্ষে দোঁহে দনুর্ধর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধি বাণে করিল জর্জর ॥
সহস্র রাক্ষস পড়ে শ্রীরামের বাণে।
জোড়েন গন্ধর্ব অস্ত্র ধনুকের গুণে ॥
সকল রাক্ষস হইল যেন রক্তময়।
আপনা-আপনি যেন নাহি পরিচয় ॥
আপনা-আপনি করে নির্ঘাত প্রহার।
খরের হাজার ছয় রাক্ষস সংহার ॥
সকলে পড়িল বীর খর মাত্র আছে।
দূষণের সেনাপতি দেখে তার কাছে ॥
আপনি নিকট হয়ে প্রবেশে সংগ্রামে।
মহাশূল নিক্ষেপ সে করিল শ্রীরামে ॥

রণেতে পণ্ডিত রাম নানা বুদ্ধি ঘটে।
শূল-সহ দূষণের দুই হাত কাটে॥
জ্বালায় দূষণ বীর ত্যজিল পরান।
দেবগণ শ্রীরামেরে করিছে বাখান॥
দূষণ পড়িল খর লাগিল ভাবিতে।
কাতর হইয়া বীর নেত্রজলে তিতে॥
হাতে অস্ত্র করিয়া ধাইয়া আগুসরে।
এত সব সৈন্য মোর একা রাম মারে॥
যে ধনুক দিলেন অগস্ত্য মুনিবর।
সে ধনুকে সন্ধান পূরেন রঘুবর॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুবীর পূরিল সন্ধান।
কাটিলেন খরের হাতের ধনুর্ব্বাণ॥
পাইলেন তখন শ্রীরাম অবসর।
খবের শরীব বাণে করেন জর্জ্জর॥
রামেরে কামড় দিতে যায় মহারোষে।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ জুড়িলেন ত্রাসে॥
বজ্রাঘাতে যেমন পর্ব্বত দুই চির।
গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খব বীর॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে রণে।
শ্রীরামেরে বাখানে আসিয়া দেবগণে॥
রামেরে বন্দেন গিয়া জানকী লক্ষ্মণ।
করেন সকলে বসি ইষ্ট সম্ভাষণ॥
অস্ত্রক্ষত দেখিয়া রামের কলেবরে।
জানকীর নেত্রনীর ঝর্ ঝর্ ঝরে॥
রামের সংগ্রাম যত শূর্পণখা দেখে।
শঙ্কাকুলা লঙ্কায় চলিল মনোদুখে॥
রাবণে কহিতে যায় আত্মসমাচার।
নাক-কান-কাটা তার বীভৎস আকার॥
সভা করি বসিয়াছে রাবণ ভূপতি।
সুরগণ সহিত যেমন সুরপতি॥
নিজ নিজ স্থানে বসিয়াছে মন্ত্রিগণ।
হেনকালে শূর্পণখা দিল দরশন॥

নাক-কান-কাটা তার মূর্তিখানি কালি।
সভামধ্যে রাবণেরে দেয় গালাগালি ॥
পরম কৌতুকে রাজা থাক রাত্রিদিনে।
রাক্ষস করিতে নাশ রাম এল বনে ॥
চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস বনে ছিল।
একা রাম সকলেরে সংহার করিল ॥
রামের কনিষ্ঠ সে লক্ষ্মণ মহাবীর।
তার সহ সমরে হইবে কেবা স্থির ॥
রামের মহিষী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী।
ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপে পরমা কামিনী ॥
যেমন মহৎ তুমি পুরুষসমাজে।
তার রূপ কেবল তোমাতে মাত্র সাজে ॥
রামেরে ভাঁড়াও আর ভাঁড়াও লক্ষ্মণে।
আনহ রমণীরত্ন যত্নে এইক্ষণে ॥
যেমন সন্তাপ দিল সে রাক্ষসকুলে।
তেমনি মরুক সে সীতার শোকানলে ॥
যুক্তি করে রাবণ বসিয়া সভাস্থানে।
রামে ভাঁড়াইয়া সীতা আনিব কেমনে ॥

—

॥ সীতা-হরণ ॥

বুঝিয়া রাজার মন সারথি সত্বরে।
অপূর্ব পুষ্পকরথ আনিল বাহিরে ॥
সেই রথে আরোহণ করে লঙ্কেশ্বর।
বিদ্যুতের প্রায় রথ চলিল সত্বর ॥
নানা দেশ নদ-নদী ছাড়িয়া রাবণ।
সাগর লঙ্ঘিয়া যায় শতেক যোজন ॥
যথা তপ করে সে মারীচ নিশাচর।
রথে চাপি তথা গেল রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
রাবণ বলিল তুমি মারীচ প্রধান।
লঙ্কায় না দেখি পাত্র তোমার সমান ॥

দণ্ডকারণ্যেতে ছিল যত নিশাচর।
সবাকারে সংহারিল রাম একেশ্বর॥
শূর্পণখা ভগিনীর কাটে নাক-কান।
হইয়া মনুষ্যকীট করে অপমান॥
নাহি করি যদি আমি এর প্রতিকার।
ত্রিলোকের আধিপত্য বিফল আমার॥
আজি লইলাম আমি তোমার শরণ।
পাত্রকার্য করো পাত্র শুনহ বচন॥
শুনি তার পরমাসুন্দরী এক নারী।
তার রূপ-গুণ-কথা কহিতে না পারি॥
তাহারে হরিব করি তোমারে সহায়।
শুনিয়া মারীচ কহে করি হায় হায়॥
অবোধ রাবণ এ কি তোমার যুকতি।
কে দিল এ কুমন্ত্রণা তোমারে সম্প্রতি॥
প্রাণাধিক রামের সে জানকী সুন্দরী।
হরিলে তাঁহারে কি রহিবে লঙ্কাপুরী॥
পায়ে পড়ি লঙ্কানাথ করি হে মিনতি।
ক্ষমা করো রক্ষা করো লঙ্কার বসতি॥
আমার বচন তুমি শুন লঙ্কেশ্বর।
সীতালোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাও ঘর।
ঔষধ না খায় যার নিকট মরণ।
যত বলে মারীচ তা না শুনে রাবণ॥
রুষিয়া রাবণ কহে মারীচের প্রতি।
কি যে কুবুদ্ধি তোর ঘটিল দুর্মতি॥
তার পর মারীচেরে কহে লঙ্কেশ্বর।
মৃগরূপ ধরো তুমি দেখিতে সুন্দর॥
মৃগরূপ ধরিল মারীচ নিশাচর।
সুবর্ণ শরীর তার অতি মনোহর॥
বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল রাবণ।
আলো করি মায়া-মৃগ করিল গমন॥
রাম-সীতা বসিয়া আছেন দুইজন।
সেইখানে মৃগ গিয়া দিল দরশন॥

রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন।
অনুমতি যদি হয় করি নিবেদন॥
এই মৃগচর্ম যদি দাও ভালোবাসি।
কুটিরে কৌতুকে রাম বিছাইয়া বসি॥
আদরে শুনিয়া রাম সীতার বচন।
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলেন তখন॥



অদ্ভুত হরিণ ভাই দেখো বিদ্যমান।
অপূর্ব সুন্দর রূপ কাহার নির্মাণ॥
জানকী চাহেন এই হরিণের চর্ম।
বুঝ দেখি লক্ষ্মণ ইহার কিবা মর্ম॥
যাবৎ মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ করহ রক্ষা লক্ষ্মণ সীতারে॥
আমার বচন কভু না করিয়ো আন।
প্রমাদ না পড়ে যেন হোয়ো সাবধান॥
বৃক্ষ-আড়ে থাকিয়া রাবণ সব শুনে।
মনে ভাবে জানকীরে হরিব এক্ষণে॥
শ্রীরাম করেন সজ্জা হাতে ধনুঃশর।
যান মৃগ মারিতে লক্ষ্মণে রাখি ঘর॥
শ্রীরামেরে দেখিয়া মারীচ ভাবে মনে।
পলাইয়া গেলে মোরে মারিবে রাবণে॥
আমারে মারিবে রাম নতুবা রাবণ।
আমার কপালে আজি অবশ্য মরণ॥

মারীচ সশঙ্ক হয়ে যায় ধীরে ধীরে।
আগে ধায় পিছে ধায় চায় ফিরে ফিরে॥
ক্ষণে যায় ক্ষণে চায় ক্ষণে হয় দূর।
নানা রঙ্গে চলে মৃগ মায়ায় প্রচুর॥
ঐষিক বিশিখ রাম পূরেন সন্ধান।
মারীচের বুকে বাজে বজ্রের সমান॥
বেদনায় মারীচ সে পড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের মূর্তি ধরি হাহাকার করে॥
তখন মারীচ করে রাবণের হিত।
রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচম্বিত॥
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
শুনিয়া রামের হয় কম্প কলেবরে॥
মারীচেরে সংহারিয়া বাণ লয়ে হাতে।
সীতার নিকটে রাম চলেন ত্বরিতে॥
হেথা শুনিলেন সীতা করুণ বচন।
বলিলেন ঝাঁট যাও দেবর লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ বলেন নাহি শ্রীরামের ভয়।
মৃগ মারি আসিবেন কিসের বিস্ময়॥
তাহা না মানেন সীতা হয়ে উতরোলী।
শিরে ঘা হানেন সীতা দেন গালাগালি॥
বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহে তো আপন।
আমা-প্রতি লক্ষ্মণ তোমার বুঝি মন॥
লক্ষণ ধার্মিক অতি মনে নাহি পাপ।
সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ॥
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষচর।
সবে সাক্ষী হও সীতা বলে দুরক্ষর॥
গণ্ডি দিয়া বেড়িলেন লক্ষ্মণ সে ঘর।
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর॥
শিরে ঘা হানেন সীতা নেত্রজলে তিতে।
সীতা প্রণমিয়া যান লক্ষ্মণ ত্বরিতে॥
এতক্ষণে রাবণের সিদ্ধ অভিলাষ।
তপস্বীর বেশ ধরি যায় সীতা-পাশ॥

রাবণ মধুর বাক্যে সীতারে সম্ভাষে।
কোন্ জাতি নারী তুমি থাক কোন্ দেশে॥
কাহার ঝিয়ারী তুমি কার প্রিয়তমা।
মনুষ্য নহে তো তুমি সোনার প্রতিমা॥



পরিচয় দেন সীতা তপস্বীর জ্ঞানে।
অমৃত সেচিল যেন মধুর বচনে॥
জনকনন্দিনী আমি নাম ধরি সীতা।
দশরথপুত্রবধূ রামের বনিতা॥
জানকী বলেন দ্বিজ করি নিবেদন।
পঞ্চফল ঘরে আছে করহ ভক্ষণ॥
রাবণ বলিল সীতা ব্রত করি বনে।
আশ্রমে না লই ভিক্ষা জানে মুনিগণে॥
জানকী বলেন দ্বিজ এক কথা কহি।
আজ্ঞা বিনা প্রভুগৃহ বাহির না হই॥

রাবণ বলেন ভিক্ষা আনহ সত্বর।
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর॥
জানকী ভাবেন ব্যর্থ অতিথি যাইবে।
ধর্ম কর্ম নষ্ট হবে প্রভু কি বলিবে॥
ফল হাতে বাহির হইলেন জানকী।
লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী॥
ধরিয়া সীতার হাত লইল ত্বরিত।
জানকী বলেন হায় এ কি বিপরীত॥
দুরাচার দূর হ রে পাপিষ্ঠ দুর্জন।
আমা-লাগি হবে তোর সবংশে মরণ॥
রাবণ বলিল সীতা শুনহ বচন।
আত্মপরিচয় কহি আমি দশানন॥
ইন্দ্রের অমরাবতী জিনি লঙ্কাপুরী।
জগৎ-দুর্লভ ঠাঁই দেখিবে সুন্দরী॥
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে।
করিলে আমার সেবা রবে নানা সুখে॥
ত্রিভুবন আমার বাণেতে কম্পমান।
মনুষ্য রামেরে আমি করি কীটজ্ঞান॥
কোপান্বিতা সীতাদেবী রাবণ-বচনে।
রাবণেরে গালি দেন যত আসে মনে॥
ত্রাসেতে কান্দেন সীতা হইয়া কাতর।
কোথা গেলে প্রভু রাম গুণের সাগর॥
সিংহের বিক্রম সম দেবর লক্ষ্মণ।
শূন্যঘর পেয়ে মোরে হরিল রাবণ॥
অত্যন্ত চিন্তিয়া সীতা করেন রোদন।
এমন সময় রক্ষা করে কোন্ জন॥
সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ।
মেঘের উপরে শোভে চপলা যেমন॥
জানকী বলেন শুন যত দেবগণ।
প্রভুরে কহিয়ো সীতা হরিল রাবণ॥
মধুর বচনে যত বুঝায় রাবণ।
শোকেতে জানকী তত করেন রোদন॥

জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড়-নন্দন।
দূর হতে শুনিল সে সীতার ক্রন্দন ॥
আকাশে উঠিয়া পক্ষী চতুর্দিকে চায়।
দেখিল রাবণ রাজা সীতা লয়ে যায় ॥
দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণেরে গালি দিয়া মারে পাখসাট ॥
পাখসাট মারে পক্ষী আর দেয় গালি।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহাবলী ॥
আকাশে উঠিয়া দেখে রাম বহুদূর।
আঁচড়ে কামড়ে তার রথ হল চূর ॥
রাবণের মুকুট সে রত্নেতে নির্মাণ।
ঠোঁট দিয়া পক্ষী তাহা করে খান খান ॥
পক্ষী-যুদ্ধে তাহার হইল অপমান।
ধরিয়াছে সীতারে কেমনে ছাড়ে বাণ ॥
ভূমে রাখি সীতারে সে উঠিল আকাশে।
আপন বিক্রম বীর তখন প্রকাশে ॥
অগণন বাণ তবে রাবণ এড়িল।
সর্বাঙ্গে ফুটিয়া পক্ষী কাতর হইল ॥
দুর্জয় রাবণ রাজা ত্রিভুবন জিনে।
কি করিতে পারে তারে পক্ষীর পরানে ॥
রামের অপেক্ষা করি রহে পক্ষীবর।
প্রাণপণে যুঝিল সাহসে করি ভর ॥
রাবণ দেখিল পক্ষী বলে নাহি টুটে।
অর্ধচন্দ্র বাণে তার দুই পাখা কাটে ॥
ভূমিতে পড়িয়া পক্ষী করে ছট্‌ফট্‌।
আসিয়া কহেন সীতা পক্ষীর নিকট ॥
আমা-লাগি তুমি পক্ষী হারালে জীবন।
রাবণের হাতে আছে আমার মরণ ॥
প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর।
বলিয়ো তোমার সীতা নিল লঙ্কেশ্বর ॥
সীতা যত গালি দেন রাবণ না শুনে।
রথে চড়ি সীতাসহ উঠিল গগনে ॥



রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ।
সীতার ভূষণপুষ্পে ছাইল গগন॥
ঋষ্যমূক নামে গিরি অতি উচ্চতর।
চারি পাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর॥
নল নীল গবাক্ষ ও পবন-নন্দন।
জাম্বুবান সুগ্রীব বসেছে দুইজন॥
তাহাদের ডাকি সীতা বলেন তখন।
শ্রীরামে কহিয়ো সীতা হরিল রাবণ॥
হেনকালে সুগ্রীবেরে বলে হনুমান।
সীতা রাখি রাবণের করি অপমান॥
এই যুক্তি দশানন শুনিল আকাশে।
সীতা লয়ে পলাইল শ্রীরামের ত্রাসে॥
অধোমুখী জানকী কান্দেন আশঙ্কায়।
উত্তরিল দশানন তখন লঙ্কায়॥
সীতারে রাখিল লয়ে অশোক-কাননে।
সীতারে বেড়িল গিয়া যত চেড়ীগণে॥
লঙ্কাতে রহেন সীতা অশোক-কাননে।
বনে রাম আইলেন শূন্য নিকেতনে॥

—

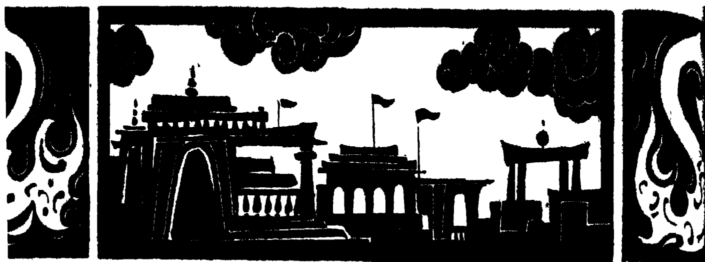
॥ রামের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ ॥

হাতে ধনুর্বাণ রাম আইসেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে॥
তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে।
মারীচের আহ্বানে কি ভুলিবে লক্ষ্মণে॥
যেমন চিন্তেন রাম ঘটিল তেমন।
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি॥
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী।
শূন্য ঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি॥

মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ নাহি পাই॥
মায়ামৃগ ছলে আমা লইল কাননে।
হেরো সেই রাক্ষস পড়েছে মম বাণে॥
এইমত কহিতে কহিতে দুই ভাই।
বায়ুবেগে চলিলেন অন্য জ্ঞান নাই॥
উপনীত হইলেন কুটিরের দ্বারে।
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বারে॥
শূন্যঘর দেখেন না দেখেন জানকী।
মূর্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী॥
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল॥
কান্দিয়া কান্দিয়া রাম ভ্রমেণ কানন।
দেখিলেন পথিমধ্যে সীতার ভূষণ॥
দেখিলেন পড়ে আছে ভগ্ন রথচাকা।
কনকরচিত আছে পতিত পতাকা॥
শ্রীরাম বলেন দেখো ভাই রে লক্ষ্মণ।
এইখানে সীতারে করহ অন্বেষণ॥
মহাযুদ্ধ হইয়াছে করি অনুমান।
লক্ষ্মণ প্রমাণ তার দেখো বিদ্যমান॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে করেন উদ্দেশ।
বনে বনে ভ্রমিয়া অনেক পান ক্লেশ॥
যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে।
দেখিয়াছ তোমরা কি এ পথে সীতাকে॥
এইরূপে শ্রীরাম ভ্রমেণ চারি দিকে।
রক্তে রাঙা জটায়ুকে দেখেন সম্মুখে॥
জটায়ু বলিল তবে শ্রীরামে তখন।
সীতার লাগিয়া রাম আমার মরণ॥
অন্বেষিয়া সীতারে পাইলে বহু ক্লেশ।
এই দেশে না পাইবে সীতার উদ্দেশ॥
দুভাই তোমরা যবে নাহি ছিলা ঘর।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল লঙ্কেশ্বর॥

আমি বৃদ্ধ যুদ্ধ করি রুদ্ধ করি তায়।
রাখিয়াছিলাম রাম তোমার আশায়॥
দুই পাখা কাটিলেক পাপিষ্ঠ রাবণ।
মুখে রক্ত উঠে রাম যায় এ জীবন॥
ইতস্তত ভ্রমণে নাহিক প্রয়োজন।
চিন্তা করো রাম যাতে মরিবে রাবণ॥
প্রাণ আছে তোমারে করিতে দরশন।
সম্মুখে দাঁড়াও রাম দেখি এইক্ষণ॥
মৃত্যুকালে বন্দি পক্ষী শ্রীরাম-লক্ষণ।
দিব্যরথে চাপি স্বর্গে করিল গমন॥
রজনী আইল স্থান থাকিবার নাই।
শূন্যঘরে পুনঃ আইলেন দুই ভাই॥
বাহিরে ছিলেন রাম বরঞ্চ আশ্বস্ত।
শূন্যঘর দেখি হইলেন আরো ব্যস্ত॥
সীতার বিচ্ছেদে রাম যে পাইল ক্লেশ।
বিশেষ লিখিতে গেলে হয় সে অশেষ॥
প্রভাত হইল নিশা উদিত মিহির।
হইলেন দুই ভাই ঘরের বাহির॥
শ্রীরাম-চরিত্র-কথা অমৃতের ভাণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল অরণ্যকাণ্ড॥

—



কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

॥ সুগ্রীবাদি বানরের সহিত রামের মিত্রতা
ও বালিবধের অঙ্গীকার ॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দোঁহে ভ্রমেণ দণ্ডকে।
সহায় করিতে যান বানর-কটকে ॥
দুই ভাই উঠিলেন পর্বত-শিখরে।
দেখিয়া বানরকুল শঙ্কিত অন্তরে ॥
সুগ্রীব বলিল দেখি তপস্বী উভয়।
কিন্তু ধনুর্বাণ ধরে মনে লাগে ভয় ॥
হইবে তপস্বীবেশ রাজার কুমার।
ঝাঁট যাহ হনুমান আনো সমাচার ॥
যান হনুমান বীর তপস্বীর বেশে।
পরম গৌরবভাবে উভয়ে সম্ভাষে ॥
সুগ্রীব বানর রাজা লোকে খ্যাতিমান।
তাঁহার সচীব আমি নাম হনুমান ॥
তোমা-সহ মিত্রতা করিতে অভিলাষ।
পাঠাইল সুগ্রীব আমারে তব পাশ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন লক্ষ্মণ বচন।
সুগ্রীবের পাত্র সহ করো সম্ভাষণ ॥
এতেক কহেন যদি কমললোচন।
বলেন সকল কথা তাহারে লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম বলেন কপি করহ গমন।
সুগ্রীবের সহ মোর করাও মিলন ॥

শুনিয়া রামের বাক্য যান হনুমান।
কহেন সকল সুগ্রীবের বিদ্যমান॥
শুনিয়া সুগ্রীব রাজা আপনা পাসরে।
ফল পুষ্প লয়ে গেল রামের গোচরে॥
বড় ভাগ্য সুগ্রীবের বিধির লিখন।
শুভক্ষণে করিল শ্রীরাম-দরশন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া শ্রীরামের পূজা করে।
প্রেমানন্দে সুগ্রীবের নেত্রনীর ঝরে॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল কপিরাজ।
হইয়াছি জ্ঞাত রাম তোমার যে কাজ॥
পশু-প্রতি যদি রাম হয় অনুগ্রহ।
মিত্র বলি রঘুবীর হস্তে হস্ত দেহ॥
দয়াল শ্রীরামচন্দ্র কমললোচন।
বানরের হাতে হাত দেন নারায়ণ॥
দুই কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে অগ্নি জ্বলে।
অগ্নি সাক্ষী করি দোঁহে মিত্র মিত্র বলে॥



পরস্পর বৈরী মারি উদ্ধারিব নারী।
অগ্নি সাক্ষী এই সত্য হইল দোঁহারি॥
সুগ্রীব বলেন রাম কহি অবশেষ।
পাইয়াছিলাম বুঝি সীতার উদ্দেশ॥

আমরা বানর পঞ্চ ছিলাম পর্ব্বতে।
দেখিলাম এক কন্যা রাবণের রথে ॥
হাত-পা আছাড়ে করে কঙ্কণের ধ্বনি।
গরুড়ের মুখে যেন বদ্ধা ভুজঙ্গিনী ॥
গলার উত্তরী আর গাত্র-আভরণ।
রথ হইতে পড়িল যেন তারাগণ ॥
অনুমানে বুঝি তিনি তোমার সুন্দরী।
যত্ন করি রাখিয়াছি ভূষণ উত্তরী ॥
শ্রীরাম বলেন মিত্র করো সে বিধান।
দেখাও সীতার চিহ্ন রাখো মম প্রাণ ॥
আভরণ আনেন সুগ্রীব সেই স্থলে।
দেখিয়া রামের শোক-সাগর উথলে ॥
অবশ হইয়া রাম পড়েন ভূতলে।
শরীর ভাসিল তাঁর নয়নের জলে ॥
সুগ্রীব বিবিধরূপে রামকে বুঝান।
কৃত্তিবাস রচে গীত অদ্ভুত নির্ম্মাণ ॥
সুগ্রীব বলেন মিত্র মনে দেহ ক্ষমা।
অবিলম্বে উদ্ধারিব তব প্রিয়তমা ॥
যথা তথা যাউক সে পাপিষ্ঠ রাবণ।
সবংশে মারিব তার জ্ঞাতি বন্ধুজন ॥
সুগ্রীব বলেন স্থির করো তুমি মন।
সম্প্রতি করিব কিছু আত্মনিবেদন ॥
মম জ্যেষ্ঠ বালিরাজ বিক্রমে প্রধান।
রাজ্য জায়া হরিয়া করিল অপমান ॥
এ পর্বতে থাকি রাম না দেখি উপায়।
অনুকূল হয়ে বিধি তোমারে মিলায় ॥
আশ্বাস করেন সুগ্রীবেরে রঘুবর।
বালিকে মারিয়া তব ঘুচাইব ডর ॥
মম ভার্যা তব রাজ্য যেই জন হরে।
অবিলম্বে তাহারে পাঠাব যমঘরে ॥

—



॥ রাম-কর্তৃক বালিবধ। তারার অভিশাপ ॥

রাজ্যলোভে সুগ্রীব মারিতে সহোদরে।
আগে আগে চলিল বিলম্ব নাহি করে ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ যান হাতে ধনুঃশর।
তাহার পশ্চাৎ চলে ইতর বানর ॥
রাজদ্বার-নিকটে চলেন রাম ধীরে।
বৃক্ষ-আড়ে লুকাইয়া থাকে দুই বীরে ॥
সিংহনাদ ছাড়িল সুগ্রীব বালি-দ্বারে।
আকাশ ভাঙিয়া পড়ে যেন মহীধরে ॥
পাইয়া রামের বল সুগ্রীব প্রবল।
সিংহনাদে কাঁপাইল ধরা রসাতল ॥
সিংহনাদে রুষিল বানর রাজা বালি।
সম্মুখে যাহারে দেখে তারে দেয় গালি ॥
বাহির হইয়া বালি চতুর্দিকে চায়।
একা সুগ্রীবেরে মাত্র দেখিবারে পায় ॥
বালি-সুগ্রীবের যুদ্ধ লাগে হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি দুইজনে করে বেড়াবেড়ি ॥
বেড়াবেড়ি দুইজনে করে জড়াজড়ি।
জড়াজড়ি দুইজনে করে মারামারি ॥
কেহ কারে নাহি পারে উভয়ে সোসর।
দুইজনে মল্লযুদ্ধ একটি প্রহর ॥
সুগ্রীব হইতে বালি দ্বিগুণ প্রখর।
একটি চাপড়ে তারে করিল কাতর ॥
বালি বজ্রমুষ্টি যে মারিল তার বুকে।
অচেতন সুগ্রীব শোণিত উঠে মুখে ॥
সুগ্রীবেরে অচেতন দেখিয়া সম্মুখে।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ জুড়েন ধনুকে ॥
সশঙ্ক সুগ্রীব প্রায় করে পলায়ন।
আড়ে থাকি রাম বাণ করেন ক্ষেপণ ॥
দশ দিক আলো করি সেই বাণ ছুটে।
বজ্রাঘাত-সম বাণ বালি-বুকে ফুটে ॥

পড়িল সে বালিরাজা ইন্দ্রের নন্দন।
গায়ের ভূষণ খসে অঙ্গের বসন॥
রণে পড়ে বালিরাজ শ্রীরামের বাণে।
অন্তঃপুরে থাকি তাহা তারাদেবী শুনে॥
বস্ত্র না সম্বরে রানী আলুয়িত কেশে।
অঙ্গদেরে লয়ে যায় বালির উদ্দেশে॥
বালির নিকটে তারা চলিল সত্বরে।
স্বামীর দুর্গতি দেখি হাহাকার করে॥
মুদিলে নয়ন নাথ ত্যজিয়া আমায়।
তোমা বিনা অঙ্গদের না দেখি উপায়॥
রাজ্যলোভে সুগ্রীব করিল হেন কাজ।
কান্দাইল কিষ্কিন্ধ্যার বিশিষ্ট-সমাজ॥
এতেক বলিয়া কান্দে তারা কৃশোদরী।
তাহার ক্রন্দনে কান্দে কিষ্কিন্ধ্যা-নগরী॥
বালক অঙ্গদ কান্দে মৃত্তিকা-শয়নে।
পশুপক্ষী আদি কান্দে বালির মরণে॥
থাকুক অন্যের কথা কান্দেন লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম সুগ্রীব দোঁহে বিরস বদন॥
তারা বলে রাম তব জন্ম রঘুকুলে।
আমার স্বামীকে কেন বিনাশিলে ছলে॥
সম্মুখে মারিতে যদি দেখিতে প্রতাপ।
লুকায়ে মারিলে মনে পাই বড় তাপ॥
শ্রীরাম তোমারে সবে বলে দয়াবান।
ভালো দেখাইলে আজ তাহার প্রমাণ॥
একেবারে আমার করিলে সর্বনাশ।
সুগ্রীবের প্রতি দয়া করিলে প্রকাশ॥
প্রভু শাপ না দিলেন সদয় হৃদয়।
আমি শাপ দিব তোমা ফলিবে নিশ্চয়॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন বিক্রমে।
সীতারে আনিবে ঘরে বহু পরিশ্রমে॥
কিন্তু সীতা না রহিবে সদা তব পাশ।
কিছুদিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাস॥

কান্দাইলা যেইরূপ কিষ্কিন্ধ্যা-নগরী।
কান্দাইয়া তোমারে যাইবে স্বর্গপুরী॥
সতীর বচন কভু না হয় খণ্ডন।
যাহা বলি তাহা হবে নাহি বিমোচন॥
কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল বিহ্বল।
তাহার ক্রন্দনে হয় সুগ্রীব বিকল॥
শ্রীরাম বলেন মিত্র না করো বিষাদ।
কারো দোষ নাহি দৈব পাড়িল প্রমাদ॥
সম্বর হে শোক তুমি বানরের রাজ।
ত্বরা করি করহ বালির অগ্নিকাজ॥
রাজচতুর্দোলে নিয়া তুলিল বালিরে।
সকলে লইয়া গেল পম্পানদী-তীরে॥
চন্দনকাষ্ঠের চিতা করিল সে তীরে।
বালিরাজে শোয়াইল তাহার উপরে॥
অগ্নিকার্য বালির করিল বন্ধুগণ।
তারার ক্রন্দন কত করিব বর্ণন॥
রামনাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ।
রচিল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥

—

॥ সুগ্রীবের রাজ্য-প্রাপ্তি ও সীতা-অন্বেষণ ॥

শুভক্ষণে সুগ্রীব বসিল সিংহাসনে।
চারিভিতে চামর ঢুলায় কপিগণে॥
করিল অঙ্গদে যুবরাজ পাত্রগণ।
রামজয় বলি ডাকে সব কপিগণ॥
সীতার লাগিয়া রাম সদা ক্ষুণ্ণ মন।
বরিষা বঞ্চিতে যান গিরি মাল্যবান॥
বরিষা হইল গত শরৎ-প্রবেশ।
তথাপি না হইল জানকীর-উদ্দেশ॥
বলিল সুগ্রীব রাজা করিয়া আহ্বান।
বানর-কটক ঝাঁট আনো হনুমান॥

সর্বত্র ঘোষণা দেহ আমার আজ্ঞায়।
যথা যে বানর থাকে আইসে ত্বরায়॥
পাঠাও হে দূতগণে দেশ-দেশান্তর।
দশ দিন মধ্যে যেন আইসে সত্বর॥
জুড়িয়া আকাশ ভূমি কপি ঝাঁকে ঝাঁকে।
দশ দিনে আইসে সকল থাকে থাকে॥
কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিল কপিগণে।
চলিল সুগ্রীব রাজা মিত্র-সম্ভাষণে॥
রামের চরণে বন্দে করিয়া প্রণতি।
জোড়হাতে দাঁড়াইল সুগ্রীব ভূপতি॥
আদরে শ্রীরাম তারে করে আলিঙ্গন।
নিকটে বসিতে দিব্য দিলেন আসন॥
দুই মিত্র পর্বতে করেন সম্ভাষণ।
আকাশ মেদিনী জুড়ি আসে কপিগণ॥
পৃথিবী জুড়িল সৈন্য নাহি দিশপাশ।
কটকের চাপ দেখি রামের উল্লাস॥
শ্রীরামের ঠাঁই রাজা লয়ে অনুমতি।
নানা দিকে পাঠাইল সৈন্য সেনাপতি॥
নানা রূপে দুই মিত্রে প্রত্যহ সম্ভাষ।
হইতে হইতে প্রায় পূর্ণ এক মাস॥
পশ্চিম উত্তর পূর্ব তিন দিক দেখে।
আসিয়া সকলে কহে সবার সম্মুখে॥
নানা গিরি ভ্রমিনু খুঁজিনু বহু দেশ।
কোনো দেশে না পাইনু সীতার উদ্দেশ॥
রঘুনাথ হইলেন শুনিয়া মূর্ছিত।
তাঁহারে প্রবোধ দেয় সুগ্রীব সুহৃৎ॥
দক্ষিণ দিকেতে প্রভু রাবণের ঘর।
সে দিকে গিয়াছে যত প্রধান বানর॥
অঙ্গদ গিয়াছে আর মন্ত্রী জাম্বুবান।
কার্য-সম্পাদক সঙ্গে বীর হনুমান॥
তব কার্যে হনুমান বড়ই তৎপর।
অবশ্য হইবে সীতা তাহার গোচর॥

স্থির হইলেন রাম রাজার আশ্বাসে।
রচিলা কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে॥
তিন দিকে বিফল হইল অন্বেষণ।
দক্ষিণ দিকের কথা শুনহ এখন॥
দক্ষিণেতে যত ঠাট করিল প্রয়াস।
বিন্ধ্যগিরি অন্বেষিতে গেল এক মাস॥
গরুড়ের সন্তান বিখ্যাত পক্ষীজাতি।
বৈসে বিন্ধ্যপর্বতের শিখরে সম্পাতি॥
বানর-কটক মাথা তুলি উর্ধ্বে দেখে।
অনুমান করে এই খাইবে সবাকে॥
অঙ্গদ উঠিয়া বলে শুন হনুমান।
আমার বচন তুমি করো অবধান॥
সীতার উদ্দেশে আইলাম সর্বজন।
সীতা লাগি হারাইব বিদেশে জীবন॥
কোন্‌জন না করিল শ্রীরামের কাজ।
সীতা লাগি মারিল জটায়ু পক্ষীরাজ॥
প্রাণ দিল পক্ষীরাজ করিয়া সমর।
অনায়াসে স্বর্গে গেল গরুড়-কোঙর॥
সম্পাতি বলেন কে জটায়ু-মৃত্যু কহে।
সোদরের মৃত্যু শুনি মম প্রাণ দহে॥
বিধির বিপাকে পাখা পুড়িয়া বিনাশ।
উড়িয়া যাইতে নারি তোমাদের পাশ॥
কপিগণ বলে পক্ষী বড়ই সেয়ান।
নিকটে আসিতে চাহে লইতে পরান॥
নড়িতে চড়িতে নারে জরাতে দুর্বল।
সম্মুখে পাইলে গিলিবেক করি ছল॥
হনুমান বলে ভাই অবশ্য মরণ।
এ বৃদ্ধ পক্ষীকে আমি জিজ্ঞাসি কারণ॥
হনুর বচনে সবে দিল অনুমতি।
আনিলেন ধরাধরি করিয়া সম্পাতি॥
অঙ্গদ বলেন তোমা দেখে পাই ভয়।
সত্য কহ পক্ষীরাজ বৃত্তান্ত নিশ্চয়॥

রাবণের কোন্ দেশ কোথা তার ঘর।
তার দেশে যেতে কত যোজন সাগর॥
পক্ষীরাজ বলে আমি হই গৃধ্রজাতি।
পূর্বেতে দক্ষিণ দিকে ছিল মোর গতি॥
যখন দক্ষিণ দিকে মাথা তুলে থাকি।
অশোকের বনে দেখি সীতা চন্দ্রমুখী॥
নানাবর্ণ রাক্ষসী সীতারে করে রক্ষা।
শত যোজনের পথ সাগর-পরিখা॥
এক লাফে পার হও সকল বানর।
সীতাদেবী দেখিয়া সকলে যাও ঘর॥
মহাবল ধরো সবে কি কর ভাবনা।
হইয়া সাগর পার পূরাও কামনা॥
তার বাক্যে বানর দক্ষিণ মুখে চায়।
দশ যোজন বিনা আর দেখিতে না পায়॥
দেখিয়া বানরগণে লাগে চমৎকার।
রামজয় স্মরণে সাগর হব পার॥
কৃত্তিবাস রচে কবি অমৃতের ভাণ্ড।
সমাপ্ত হইল এই কিষ্কিন্ধ্যার কাণ্ড॥

—



সুন্দরাকাণ্ড

॥ হনুমানের লঙ্কাযাত্রা ॥

শত যোজন সাগর আড়ে পরিসর।
অঙ্গদ কটক-সহ হন অগ্রসর ॥
তর্জন গর্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গণিল প্রমাদ ॥
তমোময় দেখা যায় গগনমণ্ডল।
হিল্লোল কল্লোল করে সমুদ্রের জল ॥
সিন্ধুজলে জলজন্তু কলরব করে।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে ॥
জোড়হাতে দাঁড়াইল অঙ্গদের আগে।
অঙ্গদ কহিছে বার্তা শুন বীরভাগে ॥
সাগর তরিতে কেবা আছে সেনাপতি।
দেখাইয়া বিক্রম রাখহ নিজ খ্যাতি ॥
জাম্বুবান বলে ছাড় জঞ্জাল বচন।
যে সাগর লঙ্ঘিবে তা করহ শ্রবণ ॥
অভিমানে মৌনভাবে বীর হনুমান।
কটকের মধ্যে আছে নকুলপ্রমাণ ॥
জাম্বুবান বলে বাছা তুমি মহাবল।
রামকার্য করো বাছা কেন করো ছল ॥
অঙ্গদ বলেন ভালো মন্ত্রী জাম্বুবান।
কোন্ গুণ নাহি ধরে বীর হনুমান ॥

কথা শুনি বায়ুপুত্র প্রসন্ন হৃদয়।
উঠি দাঁড়াইল বলি রাম জয় জয়॥
যুবরাজ অঙ্গদেরে করি আলিঙ্গন।
বন্দনীয় সর্বজনে করিলা বন্দন॥
দাঁড়ায় দক্ষিণমুখে লঙ্ঘিতে সাগর।
শ্রীরামচন্দ্রের পদে রাখিয়া অন্তর॥
গুণপাত্র বায়ুপুত্র সিন্ধু লঙ্ঘিবারে।
করি লীলা বাড়াইলা আপন কায়ারে॥
মহাবীর হয়ে স্থির উচ্চ কর্ণ করি।
মহাদম্ভে দিলা লম্ফ শ্রীরাম ফুকারি॥
এইমতে আকাশেতে চলিলা বানর।
প্রেমভরে চিন্তা করে রামে বীরবর॥
কিছু দূর হইতে লঙ্কা করি নিরীক্ষণ।
মনে মনে ভাবিছেন পবননন্দন॥
হেন মহাদেহে যদি প্রবেশি এ লঙ্কা।
তবে সকলেতে মোরে করিবেক শঙ্কা॥
অতএব ক্ষুদ্রমূর্তি হয়ে প্রবেশিব।
উচিত সময়ে নিজ কার্য সমাধিব॥

—

। হনুমানের লঙ্কায় প্রবেশ। সীতার সন্ধান॥

এইরূপে গেল বীর লঙ্কার ভিতর।
কত স্থানে কত দেখে বর্ণিতে বিস্তর॥
কাঞ্চন রজত মণি স্ফটিকে নির্মাণ।
পুরীশোভা দেখিয়া বিস্মিত হনুমান॥



অস্ত গেল ভানুমান বেলা অবসান।
মধ্য-গড়ে প্রবেশ করিল হনুমান॥
কোনো স্থানে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ।
রাজ-অন্তঃপুরে বীর করিল প্রবেশ॥
অন্তঃপুরে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ।
আর ঘরে গিয়া হনু করিল প্রবেশ॥
সেখানে সীতার না পাইল দরশন।
প্রাচীরে বসিয়া ভাবে পবননন্দন॥
এ লঙ্কা হইতে নাহি করিব গমন।
এই লঙ্কাপুরে আমি ত্যজিব জীবন॥
কাঁদিতে কাঁদিতে বীর করে নিরীক্ষণ।
নানাবর্ণপুষ্পযুক্ত অশোককানন॥
পিকগণ কুহরে ঝংকারে অলিগণ।
প্রাচীরে বসিয়া বীর ভাবে মনে মন॥
অন্বেষণ করিতে হইল এই বন।
এখানে যদ্যপি পাই সীতার দর্শন॥
পুছিয়া নেত্রের জল হইল সুস্থির।
প্রবেশিলা অশোককাননে মহাবীর॥
শিংশপার বৃক্ষ বীর দেখে উচ্চতর।
লাফ দিয়া উঠিলেন তাহার উপর॥
বৃক্ষেতে উঠিয়া বীর নেহারে কানন।
নানাবর্ণ বৃক্ষ দেখে অতি সুশোভন॥
চেড়ী সব দেখে তথা অঙ্গ ভয়ংকর।
পর্বতপ্রমাণ হাতে লোহার মুদ্গর॥
নানা অস্ত্র ধরিয়াছে খাঁড়া ঝিকিমিকি।
চেড়ী সব ঘেরিয়াছে সুন্দরী জানকী॥
গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিনা দুর্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীনকলা॥
দিবাভাগে যেন চন্দ্রকলার প্রকাশ।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
সীতাদেবী চিনিলেন পবননন্দন॥

বৃক্ষডালে হনুমান সীতা ভূমিতলে।
কি বলিয়া সম্ভাষিবে মনে যুক্তি বলে॥
বলিলে রামের দূত না যাবে প্রত্যয়।
আমার কারণে হবে দুঃখ অতিশয়॥
সাত-পাঁচ হনুমান ভাবেন আপনি।
আপনা-আপনি কহে শ্রীরামকাহিনী॥
মাথা তুলি সীতাদেবী সে গাছ নেহালে।
বিঘতপ্রমাণ কপি দেখেন সে ডালে॥
সীতা হনুমান দোঁহে হইল দর্শন।
জোড়হাতে মাথা নোয়ায় পবননন্দন॥
জানকী বলেন বিধি বিগুণ আমায়।
রাবণের দূত বুঝি আমারে ভুলায়॥
হনু বলে চর বলি না করিয়ো ভয়।
স্বরূপে রামের চর জানিয়ো নিশ্চয়॥
আমার বচন যদি না হয় প্রত্যয়।
রামের অঙ্গুরি দেখো হইবে নিশ্চয়॥
অঙ্গুরি দেখায় তারে পবননন্দন।
অনিমিষে জানকী করেন নিরীক্ষণ॥
রামের অঙ্গুরি দেখি হইল বিশ্বাস।
হস্ত পাতি লইলেন জানকী উল্লাস॥
জানকী বলেন তুমি শ্রীরামের চর।
আমার বরেতে তুমি হইবে অমর॥
অগ্নিতে পুড়িবে নাহি অস্ত্রে না মরিবে॥
রণে বনে তব রক্ষা শংকরী করিবে॥
রামের অঙ্গুরি পেয়ে সীতাদেবী কান্দে।
বুকে বুলাইল সীতা শিরে করি বন্দে॥
রাম হেন পতি যার আছে বিদ্যমান।
রাক্ষসে তাহার করে এত অপমান॥
দুই মাস রাবণ দিয়াছে প্রাণদান।
অতঃপর কাটিয়া করিবে খান্ খান্॥
শুনিয়া সীতার এই করুণ বচন।
নেত্রনীরে ভিজে বীর পবননন্দন॥

হনুমান বলে শুন জনক-নন্দিনী।
না কর ক্রন্দন মাতা সম্বর আপনি॥
নিদর্শন দেহ কিছু যাইব ত্বরিতে।
মাসেকের মধ্যে ঠাট আনিব লঙ্কাতে॥
মাথা হতে সীতা খসাইয়া দেন মণি।
মণি দিয়া তার ঠাঁই কহেন কাহিনী॥
মাসেকের মধ্যে যদি করহ উদ্ধার।
তোমার কল্যাণে সীতা জীয়ে এইবার॥
অনন্তর মস্তকে বাঁধিয়া শিরোমণি।
দেশেতে চলিল বীর করিয়া মেলানি॥
মেলানি করিয়া বীর দেশেতে আইসে।
মনে সাত-পাঁচ বীর হনুমান ভাষে॥
রামের কিংকর যাব সাগরের পার।
রাবণেরে কিঞ্চিৎ দেখাই চমৎকার॥
জন্মাই সীতার হর্ষ রাবণের ত্রাস।
স্বর্ণলঙ্কাপুরী আজি করিব বিনাশ॥
এত ভাবি হনু কহে শুনহ বচন।
দেখাইয়া দেহ মাতা অমৃতের বন॥
দেখান অঙ্গুলি দিয়া সীতা সেই বন।
বৃক্ষতলে নিদ্রা যায় রাক্ষসের গণ॥
ফল-ফুল খায় বীর ছিঁড়ে আর পাতা।
উপাড়িয়া ফেলে গাছ কোথা বৃক্ষলতা॥
ডাল ভাঙে হনুমান শব্দ মড়মড়ি।
আতঙ্কে রাক্ষস সব উঠে দড়বড়ি॥
উঠিয়া রাক্ষসগণ চারি দিকে চায়।
অমৃতের বন দেখে কিছু নাহি তায়॥
নানা অস্ত্র ঝগড়া শেল মুষল মুদ্গর।
বহু অস্ত্র মারে তারা হনুর উপর॥
কুপিলেন হনুমান পবননন্দন।
সবার উপরে করে গাছ বরিষন॥
ভাঙিল অশোকবন বড় বড় ঘর।
ত্রাসে বার্তা কহে গিয়া রাবণ-গোচর॥

কুপিল রাবণরাজা চেড়ীদের বোলে।
ঘৃত দিলে অগ্নিতে যেমন আর জ্বলে॥
অক্ষ নামে রাজপুত্র করে বীরদাপ।
বানরে মারিতে তবে আজ্ঞা দিল বাপ॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
কুমার অক্ষের ঠাট পাঁচ অক্ষৌহিণী॥
কোপে অক্ষ বাণ ফেলে হনুর উপর।
বাণ ফুটে হনুমান হইল জর্জর॥
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে।
রথখান গুঁড়া করে একটি চাপড়ে॥
দুই পা ধরিয়া অক্ষে মারিল আছাড়।
ভাঙিল মাথার খুলি চূর্ণ হল হাড়॥
যুদ্ধ জিনি বসে বীর প্রাচীর-উপর।
কুমার পড়িল বার্তা শুনে লঙ্কেশ্বর॥
শুনিয়া রাবণ রাজা লাগিল ভাবিতে।
যুঝিবারে কহিল কুমার ইন্দ্রজিতে॥
বসিয়াছে হনুমান প্রাচীর-উপর।
সৈন্য-সহ ইন্দ্রজিত গেলেন সত্বর॥
রণেতে পণ্ডিত বীর জানে নানা সন্ধি।
এড়িলেন পাশ-অস্ত্র হনু হয় বন্দী॥
প্রাচীর হইতে বীর পড়িল ভূতলে।
বলে পারি পাশ-অস্ত্র ছিঁড়িবারে বলে॥
পাশ-অস্ত্র ছিঁড়িবারে নাহি লয় মনে।
রাবণের সঙ্গে দেখা করিব কেমনে॥
রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল বীর ইন্দ্রজিত।
বাপের আগেতে লহ বানরে ত্বরিত॥
আপন ইচ্ছায় গেল পবননন্দন।
পাত্রমিত্র সহ যথা বসেছে রাবণ॥
যত মনে আসে গালি দিল সে রাবণে।
লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা করে দশাননে।
জানকীর বরে অগ্নি নাহি লাগে গায়।
লেজে অগ্নি দিতে বীর চারি দিকে চায়।



কারো প্রাণ লয় মারি লাঙুলের বাড়ি।
লেজের অগ্নিতে কারো দগ্ধে গোঁফ-দাড়ি॥
পলায় রাক্ষস সব উলটি না চাহে।
হাতে গাছ হনুমান রাজদ্বারে রহে॥
মহাবীর হনুমান চারি দিকে চায়।
লঙ্কাপুরী পোড়াইতে চিন্তিল উপায়॥
মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন লেজে অগ্নি জ্বলে।
লাফ দিয়া পড়ে বীর বড় ঘরের চালে॥



ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু হয় অধিষ্ঠান।
ঘরে ঘরে লাফ দিয়া ভ্রমে হনুমান॥
এক ঘরে অগ্নি দিতে আর ঘর জ্বলে।
কে করে নির্বাণ তার কেবা কারে বলে॥
স্বর্ণময় লঙ্কাপুরী তিলেকেতে পোড়ে।
রাজঘর পাত্রঘর কিছু নাহি এড়ে॥
সব লঙ্কা পোড়াইয়া করে ছারখার।
লঙ্কার সকল প্রাণী করে হাহাকার॥
পুড়িয়া মরিল কত রাক্ষস-রাক্ষসী।
কৃত্তিবাস রচে লঙ্কা হয় ভস্মরাশি॥

॥ রামের নিকটে হনুমানের পুনরাগমন ॥

সীতার মস্তকমণি রামের সন্দেশ।
মেলানি পাইয়া হনু চলিলেন দেশ ॥
পর্বতে উঠিয়া বীর সাগর নেহালে।
এক লাফে উঠে বীর গগনমণ্ডলে ॥
পবনগমনে বীর আইসে সত্বর।
চক্ষুর নিমিষে আইল অর্ধেক সাগর ॥
দূর হতে পর্বতেরে নমস্কার করে।
পার হয়ে রহে বীর পর্বতশিখরে ॥
হনুমানে দেখিবারে আইল বানর।
বলে ধন্য ধন্য বীর পবন-কোঙর ॥
আগে মাথা নোয়াইল কুমার অঙ্গদে।
জাম্বুবান আদি বন্দে পরম আহ্লাদে।
অঙ্গদ-গোচরে তবে কহে হনুমান।
লঙ্কায় পাইনু আমি সীতার সন্ধান ॥
আগে বহু কষ্ট ইষ্টসিদ্ধি হয় শেষে।
চলহ রামের ঠাঁই কহিব বিশেষে ॥
শুনিযা অঙ্গদ বীর হাসে মহোল্লাসে।
বানর-কটক-সহ চলে নিজদেশে ॥
সকল ঠাটের আগে বীর হনুমান।
শ্রীরামের ঠাঁই যায় পর্বত-প্রমাণ ॥
শ্রীরাম-চরণে বীর করি প্রণিপাত।
নিবেদন করে বীর জোড় করি হাত ॥
একশত যোজন সে সাগর পাথার।
অনেক কষ্টেতে আমি হইলাম পার ॥
অন্ধকারে করিলাম লঙ্কায় প্রবেশ।
রাজ-অন্তঃপুরে না পাইলাম উদ্দেশ ॥
দুই প্রহর রাত্রি গতে তৃতীয় প্রহরে।
অশোকবনের মধ্যে দেখিনু সীতারে ॥
তোমার অঙ্গুরি তাঁরে করাই দর্শন।
অঙ্গুরি পাইয়া সীতা করেন রোদন ॥

মেলানি পাইয়া আমি যবে দেশে আসি।
মনে করিলাম কিছু বিক্রম প্রকাশি॥
ভাঙিলাম মনোহর অমৃতকানন।
বহু শত রাক্ষসের বধিনু জীবন॥
লঙ্কা পোড়াইয়া করিলাম ছারখার।
কতক হইল ভস্ম কতক অঙ্গার॥
আমারে দেখিয়া সীতা হর্ষিত বিশেষ।
সর্ব কার্য সিদ্ধ করি আইলাম দেশ॥
দেখিনু শুনিনু যত কহিনু কাহিনী।
লও রঘুমণি তাঁর মস্তকের মণি॥
রামহস্তে মণি দিল পবননন্দন।
মণি দেখি রঘুমণি করেন ক্রন্দন॥
শ্রীরাম বলেন ধন্য ধন্য হনুমান;
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান॥
অন্য কি প্রসাদ দিব লহ আলিঙ্গন।
ইহা বলি কোল দেন কমললোচন॥
পবনপুত্রের কথা শুনি হরষিত।
শুভযাত্রা করিলেন শ্রীরাম ত্বরিত॥
চলিল বানর-ঠাট নাহি দিশপাশ।
কটক জুড়িয়া যায় মেদিনী আকাশ॥
কিল কিল শব্দ করি কপিগণ চলে।
উত্তরিল গিয়া সবে সাগরের কূলে॥
সেই স্থানে রহিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
চরমুখে নিত্য বার্তা পায় দশানন॥
নিকষা নামেতে বুড়ি রাবণের মা।
বিপদ শুনিয়া তার ত্রাসে কাঁপে গা॥
আসিয়া কহিছে বুড়ি বিভীষণ-প্রতি।
শুন পুত্র তুমি তো ধার্মিক শুদ্ধমতি॥
রাবণ তপের ফলে এত সুখ ভুঞ্জে।
আনিয়া রামের সীতা সবংশে বা মজে॥
অবোধে বুঝাও যেন রাম না বাহুড়ে।
যাবৎ রামের বাণে লঙ্কা নাহি পুড়ে॥

মাতৃবাক্যে বিভীষণ চলিল সত্বর।
পাত্রমিত্র সহ যথা আছে লঙ্কেশ্বর॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন বিভীষণ।
সভাস্থ সকলে তাহা করেন শ্রবণ॥
অনেক তপের ফলে এ-সব সম্পদ।
রামের প্রতাপে ভাই ঘটিবে আপদ॥
যতদিন সীতারে আনিলে লঙ্কাপুর।
ততদিন দেখি ভাই কুস্বপ্ন প্রচুর॥
বিবিধ উৎপাত ভাই দেখি সদাকাল।
রামচন্দ্র অতি বীর বিক্রমে বিশাল॥
রাবণ ভ্রাতার বাক্য না শুনিল কানে।
মন্ত্রণা করিতে দুষ্ট মন্ত্রিগণে আনে॥
রাবণ বলিছে মন্ত্রী যুক্তি করো সার।
কি প্রকারে রাঘবেরে করিব সংহার॥
হাতে ধরি বিভীষণ কহে জনে জনে।
স্থির হও স্থির হও শুন বীরগণে॥
এ সবার বাক্যে ভাই না করিয়ো ভর।
হিতবাক্য বলি ভাই শুন লঙ্কেশ্বর॥
সীতা পাঠাইয়া দিলে থাকিবে নির্ভয়।
সীতারে রাখিলে ভাই জীবন-সংশয়॥
কোন্ কার্যে মজাইতে চাহ লঙ্কাপুরী।
পাঠাইয়া দেহ সীতা রামের সুন্দরী॥
এত যদি বিভীষণ রাবণেরে বলে।
কুপিয়া রাবণ রাজা অগ্নি-হেন জ্বলে॥
মানুষ বেটার ভয়ে কাঁপে বিভীষণ।
হেন ভাই না রাখিব আপন ভবন॥
তবে সেই দশানন মহাবেগে চলে।
পদাঘাত কৈল বিভীষণ-বক্ষঃস্থলে॥
বিভীষণ ক্ষণকাল করি বিবেচন।
পুনর্বার রাবণেরে কহেন বচন॥
মহারাজ করিলে যে কর্ম-আচরণ।
ইহাতে দুঃখিত কিছু নহে মোর মন॥

ঐশ্বর্য-মদেতে মত্ত যারা অতিশয় ।
তাহাদের এইরূপ দুঃস্বভাব হয় ॥
একমাত্র খেদ এই রহি গেল মনে ।
সমুদয় কুল গেল তোমার দূষণে ॥
এত কহি রাবণেরে করিয়া বন্দন ।
উঠিয়া আকাশপথে চলে বিভীষণ ॥

—

॥ বিভীষণের সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতা ॥

আকাশে রামের পাশে যায় বিভীষণ ।
সাগরকূলেতে থাকি দেখে কপিগণ ॥
মহাবল পরাক্রম দেখিতে ভীষণ ।
সবে বলে মার মার এই তো রাবণ ॥
অন্তরীক্ষে থাকি বলে আমি বিভীষণ ।
রামের চরণে আমি লভিব শরণ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন সুগ্রীব ভূপতি ।
অন্য মত না ভাবিয়ো বিভীষণ-প্রতি ॥
বিভীষণ থাক্ যদি আইসে রাবণ ।
হইলে শরণাগত করিব পালন ॥
রামের আজ্ঞায় কপি গেল অন্তরীক্ষে ।
বিভীষণে আনিবারে রামের সমক্ষে ॥
বিভীষণ সুগ্রীব চলিল রাম-স্থানে ।
বিভীষণ পড়ে গিয়া শ্রীরাম-চরণে ॥
রাবণের ভাই আমি নাম বিভীষণ ।
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ ॥
শ্রীরাম বলেন আনো সাগরের বারি ।
লঙ্কার রাজত্ব দেই বিভীষণোপরি ॥
শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ ।
সেই স্থলে বিভীষণে করে অভিষেক ॥
শ্রীরামের বচন লঙ্ঘিবে কোন্ জন ।
বিভীষণ রাজা হল জগতে ঘোষণ ॥

শ্রীরাম বলেন বিভীষণ বলো সার।
কি প্রকারে সাগর হইব আমি পার॥
বিভীষণ বলে যে সগর মহীপতি।
সাগর খনিলা তুমি তাঁহার সন্ততি॥
তব পূর্বপুরুষেরা সাগর প্রকাশে।
সাগর দিবেন দেখা থাকো উপবাসে॥



তিন দিন উপবাসে না দেখি সাগরে।
কহে লক্ষ্মণে রাম ক্রোধিত অন্তরে॥
আজি আমি সাগরেরে দিব ভালো শিক্ষা।
ধনুর্বাণ আনো ভাই কিসের অপেক্ষা॥
আজি সাগরের আমি লইব পরান।
অগ্নিজাল বাণ রাম পূরেন সন্ধান॥
ভয় পেয়ে সাগর কাঁপয়ে থরোথর।
সাগর পড়িল আসি চরণ-উপর॥
এত ক্রোধ মোরে কেন কর গদাধর।
তব পূর্ববংশ এই করিল সাগর॥
শ্রীরাম বলেন শুন নৃপতি সাগর।
মোর সীতা চুরি কৈল রাবণ পামর॥
লঙ্কায় যাইব তার উদ্দেশ-কারণ।
সেহেতু তোমারে চাই করিতে বন্ধন॥
এত শুনি জোড়হস্তে বলেন সাগর।
মোর জল মিশিয়াছে পাতাল-ভিতর॥
তোমার কটকে আছে নল বীরবর।
নলের পরশে জলে ভাসয়ে পাথর॥

গাছ পাথর জোড়া লাগে পরশে তাহার।
জাঙ্গাল বান্ধিয়া রাম হয়ে যাও পার॥
তোমার কারণ আমি হইব বন্ধন।
পার হয়ে বধ করো পাপিষ্ঠ রাবণ॥
বিদায় করহ আমি যাই নিজ স্থান।
এত বলি পদতলে করিল প্রণাম॥

—

॥ নল কর্তৃক সাগর-বন্ধন ॥

শ্রীরাম বলেন নল কহি যে তোমারে।
তুমি-হেন বীর আছ কটক-ভিতরে॥
সাগর বান্ধিতে তুমি হও বলবান।
এত দুঃখ পাই আমি তোমা-বিদ্যমান॥
শ্রীরামে প্রণাম করি নলবীর চলে।
সাগর বান্ধিতে বীর বসে গিয়া জলে॥
আছিল নলের বন সাগরের তীরে।
তাহা ভাঙি ফেলে দিল জলের উপরে॥
তাহার উপরে গাছ দিল বিছাইয়া।
উপরে পাথর সব দিল চাপাইয়া॥
পর্বত যোগায় আনি পবননন্দন।
নল বীর বসি করে সাগর বন্ধন॥
মাসেকে সাগর নল করিল বন্ধন।
কৃত্তিবাস গাইলেন গীত রামায়ণ॥

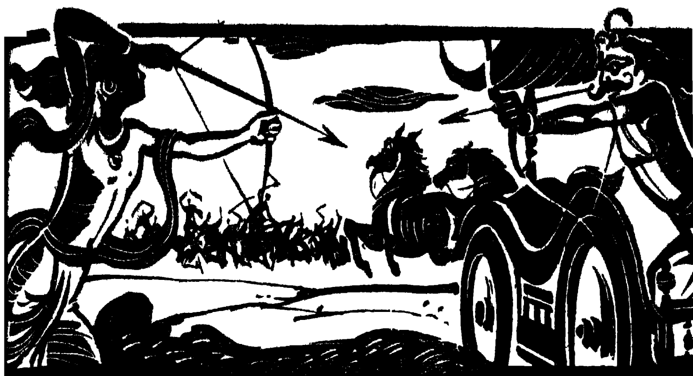
—

॥ রামের লঙ্কায় প্রবেশ ॥

জাঙ্গাল সমাপ্ত করি নলবীর চলে।
প্রণাম করিল গিয়া রামপদতলে॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র কপিরাজ।
জাঙ্গাল দেখিতে চলো সাগরের মাঝ॥

শ্রীরাম চলিলা তবে সহিত লক্ষ্মণ।
পশ্চাতে সুগ্রীব রাজা আর বিভীষণ॥
দক্ষিণ চাপিয়া চলে মন্ত্রী জাম্বুবান।
আগে আগে ধাইয়া চলিল হনুমান॥
চলিল অঙ্গদ বীর লয়ে সেনাগণ।
এক চাপে চলে ঠাট মেঘের গর্জন॥
রামজয় বলি সবে ছাড়ে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাক্ষসগণ গণিল প্রমাদ॥
পার হয়ে লঙ্কায় উঠিল নারায়ণ।
রামজয় বলি ডাকে যত কপিগণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব-বচন।
সুন্দরাকাণ্ডে গান গীত রামায়ণ॥





লঙ্কাকাণ্ড

॥ বানর-সৈন্য কর্তৃক লঙ্কা অবরোধ ॥

পোহাইতে আছে অল্প যখন রজনী।
হেনকালে লঙ্কা বেড়িলেন রঘুমণি ॥
পাইয়া সুগ্রীব শ্রীরামের অনুমতি।
চারি দ্বারে রাখিল বানর সেনাপতি ॥
সুগ্রীব বলেন নীল তুমি সেনাপতি।
লঙ্কায় যুঝিতে তব প্রথম আরতি ॥
বাছিয়া বানর লহ রণেতে প্রধান।
ভালোমতে রাখো গিয়া পূর্বদ্বার খান ॥
সুগ্রীব বলেন হে অঙ্গদ যুবরাজ।
তোমার অধীন সর্ব বানর-সমাজ ॥
বাছিয়া কটক তুমি লহ সারাৎসার।
ভালোমতে রাখো গিয়া দক্ষিণের দ্বার ॥
দক্ষিণে অঙ্গদ গেল হয়ে হরষিত।
ডাক দিয়া হনুমানে আনিল ত্বরিত ॥
সুগ্রীব বলেন শুন বীর হনুমান।
পশ্চিমের দ্বার রক্ষা করো সাবধান ॥
যেখানে থাকেন রাম-লক্ষ্মণ দু ভাই।
সাবধান হয়ে তুমি থাকিবে তথাই ॥

উত্তরে কাহারে দিয়া না হয় প্রতীত।
আপনি সুগ্রীব রহে বানর-সহিত॥
সাগরের কূলেতে যে বানরের ঘর।
জাঙ্গাল বহিয়া পাছে পলায় বানর॥
অগণন সেনাপতি পাত্রমিত্র লয়ে।
রহিল সুগ্রীব রাজা উত্তর চাপিয়ে॥
ঔষধ আনিতে রহে বীর হনুমান।
মন্ত্রণা-কর্মেতে থাকে মন্ত্রী জাম্বুবান॥
প্রহরী হইয়া থাকে দ্বারে বিভীষণ।
চারি দ্বারে সুগ্রীব বেড়ায় ঘনে ঘন॥
যেই দ্বারে সুগ্রীব দেখেন হীন বল।
দুনা করি দেন সৈন্য সমরে অটল॥

—

॥ অঙ্গদ রায়বার ॥

পঞ্চদিন উভয় সৈন্যের সমাবেশ।
পরস্পর কেহ কারে নাহি করে দ্বেষ
বিভীষণ-সহ রাম যুক্তি করি সার।
অঙ্গদে ডাকিয়া তবে কন সমাচার॥
শ্রীরাম বলেন শুন হে অঙ্গদ বলী।
রাবণ রাজারে কিছু দিয়া এসো গালি॥
বার বার বন্দিয়া সে রামের চরণ।
রাবণে ভৎর্সিতে যায় বালির নন্দন॥
লঙ্কাপুরী গেল বীর ত্বরিতগমন।
পাত্রমিত্র লয়ে যথা বসেছে রাবণ॥
নানা যুক্তি লঙ্কাপতি করিতেছে বসে।
হেনকালে অঙ্গদ বীর উত্তরিল এসে॥
প্রকাণ্ড শরীর তার মন্দ মন্দ গতি।
পূর্বাচল হতে যেন এল দিনপতি॥
আকাশে দেউটি যেন দুই চক্ষু জ্বলে।
বীরের মস্তক ঠেকে গগনমণ্ডলে॥

রাবণের সেনাপতি দ্বারে ছিল যারা।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল তারা॥
যেখানে রাবণ রাজা বসেছে দেওয়ানে।
লম্ফ দিয়া বীর গিয়া বসে মধ্যখানে॥
বড় বড় বীর ছিল রাবণের কাছে।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে চুপ করে আছে॥
রাবণ বলে বানরা শোন্ তোবে বলি।
কোথা হতে মরিবারে লঙ্কাপুবে এলি॥
কে তোরে পাঠায়ে দিল মরিবার তরে।
বনের বানর কেন রাক্ষসের ঘরে॥
কি নাম কাহার পুত্র কোন্ দেশে বাস।
ভয় নাই না মারিব সত্য কহো ভাষ॥
অঙ্গদ বলে ভয়ে তোর থর্থরায়ে কাঁপি।
এখন এত ধর্মকথা মর্ বেটা পাপী॥
পড়ে কি না পড়ে মনে হল অনেক দিন।
হাত বুলায়ে দেখ্ গলে আছে লেজের চিন॥
বালিরাজ-সুত আমি সুগ্রীবের চর।
অঙ্গদ নাম ধরি আমি রামের কিঙ্কর॥
রাম কে জানিস নাই আনলি সীতা হরে।
এখন দেখি লঙ্কাপুরী রাখিস কেমন করে॥
এই তোর লঙ্কাপুরী রাম বেড়িল এসে।
বেরো-না রাবণ কেন ঘরে রলি বসে॥
অরুণ নয় বরুণ নয় রামের সঙ্গে বাদ।
বংশে কেহ না থাকিবে না করিস সাধ॥
কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে।
কুড়ি চক্ষু রক্ত করি অগ্নি-হেন জ্বলে॥
ক্রোধাকুল চারি দিকে চাহে দশানন।
অঙ্গদের হাতে পায়ে ধরে চারিজন॥
অঙ্গদ সে চারিজনে ধরিল সাপুটে।
এক লাফে প্রাচীরের উপরে সে উঠে॥
প্রাচীরে তুলিয়া বীর মারিল আছাড়।
ভাঙিল মাথার খুলি চূর্ণ হল হাড়॥

সে চারি রাক্ষসে মারি ভাঙিল প্রাচীর।
অঙ্গদ বীরের ডরে কেহ নহে স্থির॥
প্রাচীর ভাঙিয়া বীর বালির কোঙর।
এক লাফ দিয়া পড়ে রাবণ-উপর॥
সিংহাসনে বসিয়া রাবণ তারে ধরে।
জড়াজড়ি করি পড়ে ভূমির উপরে॥
দুই সিংহে যুঝে যেন করে সিংহনাদ।
দুই জনে মল্লযুদ্ধ হইল প্রমাদ॥
রাবণেরে আছাড়িয়া বালির নন্দন।
মুকুট লইয়া বেগে উঠিল গগন॥
অঙ্গদের বিক্রমে রাবণ কাঁপে ডরে।
অধোমুখে উঠিয়া গায়ের ধুলা ঝাড়ে॥
রাবণ বলিছে সবে আছ কোন্ কাজে।
বানরে মুকুট লয় সবাকার মাঝে॥
বীরগণ বলে শুন লঙ্কা-অধিকারী।
আপনি হারিলে মোরা কি করিতে পারি॥
পাত্রমিত্র-সহিত চিন্তিত দশানন।
বৈরী কাঁপাইয়া গেল বালির নন্দন॥
এক লাফে পড়ে গিয়া বানর-ভিতর।
শ্রীরামে ভেটিল যথা স্নুগ্রীব বানর॥
মুকুট দেখিয়া রাম সহাস্যবদন।
তুষ্ট হয়ে অঙ্গদেরে দেন আলিঙ্গন॥

—

॥ ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণের
নাগপাশে বন্ধন ॥

অঙ্গদের ভর্ৎসনে ক্রুদ্ধ দশমুখ।
অসম্মানে লজ্জায় হইল অধোমুখ॥
যত সব সেনাপতি তাহার প্রধান।
যুঝিবারে সবাকারে করে সম্বোধন॥

ইন্দ্রজিতে বলে তুমি সবার প্রধান।
রাম-লক্ষ্মণেরে মারি রাখহ সম্মান॥
সাবধান হয়ে বাপু করো গিয়া রণ।
আগে মারো অঙ্গদেরে শেষে অন্য জন॥
সাজিল যে মেঘনাদ বাপের আরতি।
লেখা-জোখা নাহি যত সাজে সেনাপতি॥
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গমন।
মনোহর রথখান করিল সাজন॥
কনকরচিত রথ বিচিত্রনির্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান॥
কটকের ধুলায় পৃথিবী অন্ধকার।
প্রথমে চাপিল গিয়া পূর্বকার দ্বার॥
পূর্বদ্বারে সমর করিয়া যথোচিত।
চলিল দক্ষিণ দ্বারে বীর ইন্দ্রজিত॥
অঙ্গদেরে দেখি তথা ইন্দ্রজিত হাসে।
গালাগালি দেয় তায় যত মনে আসে॥
অঙ্গদ বলিছে রে গর্জন অকারণ।
পদাঘাতে তোর আজি লইব জীবন॥
এত শুনি ইন্দ্রজিত পূরিল সন্ধান।
অগণিত বানরের লইল পরান॥
কুপিত অঙ্গদ বীর রথে মারে লাথি।
তাহাতে চূর্ণ হয় রথ আর সারথি॥
অঙ্গদ-বিক্রমে ইন্দ্রজিত কাঁপে ত্রাসে।
লাফ দিয়া ইন্দ্রজিত উঠিল আকাশে॥
আকাশে থাকিয়া দেখে দুই সৈন্যে রণ।
রাক্ষস-বানরে যুদ্ধ নাহি নিবারণ॥
যুঝেন লক্ষ্মণ বীর সুমিত্রানন্দন।
অবসাদ নাহি বীরের প্রথমযৌবন॥
বাহুকর ভঙ্গ দিয়া পলাইল ত্রাসে।
ইন্দ্রজিত দেখে তাহা থাকিয়া আকাশে॥
পিতা মোর কটক সঁপিল হাতে হাতে।
রাখিতে নারিলাম ঠাট যাইব কি মতে॥

দেখাদেখি যুদ্ধ করি জিনিবারে নারি।
অদেখা হইলে যুদ্ধ করিবারে পারি॥
মেঘ-আড়ে থাকি করে বাণ বরিষন।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
এত বাণ মারি বেটা ক্ষমা নাহি মানে।
নাগপাশ বাণ জুড়ে ধনুকের গুণে॥
বায়ুবেগে যায় বাণ মেঘের গর্জনে।
হাতে পায়ে বান্ধে গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
রণ জিনি ইন্দ্রজিত ছাড়ে সিংহনাদ।
পিতৃস্থানে যায় বীর লইতে প্রসাদ॥
বানরের দলে উঠে ক্রন্দনের রোল।
লঙ্কায় প্রবেশে বীর বাজাইয়া ঢোল॥
নাগপাশে কাতর হইল রঘুবীর।
ব্রহ্মাদি দেবতা ভেবে হইল অস্থির॥
ইন্দ্রের বচনে তবে দেবতা পবন।
কহিল রামেরে করো গরুড়ে স্মরণ॥
গরুড়ে স্মরেণ রাম বিষ্ণু-অবতার।
গরুড়ের ললাটেতে পড়িল টঙ্কার॥
শূন্যভরে গরুড় আইল উভরড়ে।
পাখসাটে পর্বত কন্দর যায় উড়ে॥
দূর হতে গরুড়ের লাগিল নিশ্বাস।
রাম-লক্ষ্মণের খসে পড়ে নাগপাশ॥
একেবারে যত বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
লঙ্কায় রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥

—

॥ ধূম্রাক্ষের যুদ্ধ ও পতন ॥

প্রাচীরে উঠিয়া রাবণ চাহে চারি ভিতে।
দাঁড়ায়েছেন লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ হাতে॥
দৈবের নির্বন্ধ রাবণ দেখিয়া বিপাক।
ধূম্রাক্ষ বলিয়া রাবণ ঘন পাড়ে ডাক॥

রাবণ বলে হে তুমি মুখ্য সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি॥
লঙ্কাতে ধূম্রাক্ষ বীর পরম সুজ্ঞানী।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল আপনি॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিছে অপার।
কিছুই না মানে বীর বলে মার্ মার্॥
দুই দলে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা অস্ত্র গাছ পাথর করে বরিষন॥
কুপিল ধূম্রাক্ষ বীর জ্বলন্ত আগুনে।
মুষল লইয়া এক কপিগণে হানে॥
মুষলের ঘায়ে কারো ভাঙে মাথার খুলি।
কারো মুণ্ড কাটি ভূমে পাড়ে মহাবলী॥
হনুমান দেখিল বানরগণ ভাগে।
দাঁড়াইল হনুমান ধূম্রাক্ষের আগে॥
নানা রূপ দুই জনে হল গালাগালি।
দুই বীরে যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী॥
হনুমান মহাবীর সংগ্রামের শূর।
লাথি মারি ধূম্রাক্ষের কায় করে চূর॥
ধূম্রাক্ষের সেনা ছিল দুই অক্ষৌহিণী।
পলাইল সকলে লইয়া নিজ প্রাণী॥
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
ধূম্রাক্ষ পড়িল বার্তা শুন লঙ্কেশ্বর॥

—

॥ অকম্পনের যুদ্ধ ও পতন ॥

ধূম্রাক্ষ পড়িল বার্তা পাইল রাবণ।
অকম্পনে পাঠাইল করিবারে রণ॥
দুই সৈন্যে মহাযুদ্ধ হইল অপার।
রণের ধুলাতে দশ দিক অন্ধকার॥
নীল বীর বড়ো বীর সকলে বাখানে।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল অকম্পনের রণে॥

হনু আর অকম্পনে হল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥
চুলে ধরি হনু তারে মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভেঙে গেল চূর্ণ হল হাড়॥
অকম্পন পড়ে যদি সংগ্রামে দুর্জয়।
সকল বানরে ব'লে রাম রাম জয়॥
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
অকম্পন পড়িল শুনহ লঙ্কেশ্বর॥

—

॥ বজ্রদংষ্ট্র ও প্রহস্তের যুদ্ধ ও পতন ॥

অকম্পন-মৃত্যু শুনি চরের বদনে।
কিছু ভয় উপজিল রাবণের মনে॥
তবে আগে দেখি বজ্রদংষ্ট্র নিশাচরে।
যুদ্ধেতে পাঠায় তারে অতি সমাদরে॥
সেও যদি পড়ে রণে রাবণ চিন্তিত।
প্রহস্তে পাঠায় তবে রণে সুপণ্ডিত॥
প্রহস্তের সৈন্যে দশ দিক অন্ধকার।
মার্ মার্ করিয়া চলিল পূর্বদ্বার॥
প্রহস্তের রণে দেবগণ কম্পমান।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পলায় অঙ্গদ হনুমান॥
পূর্বদ্বারখান সেই নীলবীর রাখে।
ভাঙিল কটক সব নীল তাহা দেখে॥
দশ যোজন আনে বীর পর্বতের চূড়া।
প্রহস্তের মাথায় মেরে মাথা কৈল গুঁড়া॥
প্রহস্ত পড়িল রণে লাগে চমৎকার।
ভগ্নপাইক রাবণেরে জানায় সমাচার॥
প্রহস্ত পড়িল রণে শুন লঙ্কেশ্বর।
রাবণ বলে কাল হল নর আর বানর॥
সেনাপতি পড়িল রাজ্যের চূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি॥

—

॥ রাবণের প্রথম দিবস যুদ্ধ ॥

রাবণের যতেক প্রধান সেনাপতি।
সাজিয়া চলিল সবে রাবণ সংহতি ॥
রাবণ করিল যদি রথে আরোহণ।
ভয় পেয়ে মন্দ বায়ু বহিছে পবন ॥
রবি হল মন্দতেজ চাপিয়া কিরণ।
সশঙ্ক হইল স্বর্গে যত দেবগণ ॥
ধনুক ধরিতে জানে যত নিশাচর।
রাবণের সঙ্গে চলে করিতে সমর ॥
রাক্ষসের সিংহনাদ ধনুক-টংকার।
পশ্চিম-দ্বারেতে যায় করি মার্ মার্।
সৈন্য দেখে দশানন দাঁড়াইয়া রথে।
বিভীষণে জিজ্ঞাসা কবেন রঘুনাথে ॥
শত কোটি রবি শশী জিনিয়া কিরণ।
বলো দেখি সংগ্রামে আইল কোন্ জন ॥
বিভীষণ বলে রণে এল দশানন।
জ্যেষ্ঠ ভাই আমার বিজয়ী ত্রিভুবন ॥
কুবেরে জিনিয়া রথ নিলেন রাবণ।
আসিয়াছে সেই রথে করি আরোহণ ॥
রাবণেরে দেখিয়া সুগ্রীব জ্বলে কোপে।
রুষিয়া সুগ্রীব রাজা যায় বীর দাপে ॥
তিন শত বাণ রাবণ জুড়িল ধনুকে।
গর্জিয়া মারিল বাণ সুগ্রীবের বুকে ॥
সুগ্রীব হারিল যদি পলায় বানর।
কোপেতে ধনুক করে নিল রঘুবর ॥
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু তুমি থাকো বসে।
আমি দশাননে মারি চক্ষুর নিমেষে ॥
রাম বলে কত সন্ধি জানহ লক্ষ্মণ।
রাবণ-সম্মুখে যুদ্ধ সংশয় জীবন ॥
বাহুবলে ত্রিভুবন জিনিল রাক্ষস।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ না কর সাহস ॥

তথাপি লক্ষ্মণ যান পূরিয়া সন্ধান।
হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলে হনুমান॥
হনুমান বলে তুমি তিষ্ঠহ লক্ষ্মণ।
কৌতুক দেখহ আমি মারিব রাবণ॥
আমার সংগ্রামে যদি পায় সে নিস্তার।
তবে তো লক্ষ্মণ তব যুঝিবার ভার॥
লক্ষ্মণের পদধূলি লয় হনু মাথে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া রাবণের রথে॥
আপনা পাসরে কোপে বীর হনুমান।
রাবণে চাপড় মারে বজ্রের সমান॥
চাপড় খাইয়া রাজা হল অচেতন।
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ ব্রহ্মার কারণ॥
সম্বিত পাইয়া পুনঃ উঠিল সত্বর।
ডাক দিয়া হনুমানে করিছে উত্তর॥
আপনা পাসরে কোপে রাজা দশানন।
হনুরে চাপড় মারে করিয়া গর্জন॥
হনুমানের বুকে মারে সে বজ্র চাপড়।
রথ হতে পড়ি হনু করে ধড়্ফড়্॥
দীর্ঘাকার নীলবীর যেমন দেউল।
মায়া করি নীল বীর হইল নেউল॥
নেউল-প্রমাণ বীর হইল মায়াতে।
এক লাফে পড়ে গিয়া রাবণের রথে॥
রাবণের রথে চড়ে নাহি করে ডর।
নীলের বিক্রম দেখি রাবণ ফাঁপর॥
কুপিল সে নীলবীর বুদ্ধির সাগর।
লাথি মারে রাবণের মুকুট-উপর॥
ভাগ্যবলে রাবণের রহে দশ মাথা।
বহুমতে রাবণের করিল হেনস্তা॥
দেখিয়া তা দেবগণ দিল টিটকারি।
কুপিল রাবণরাজা লঙ্কা-অধিকারী॥
বাণ মেরে নীলবীরে পাড়ে ভূমিতলে।
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব পুণ্যফলে॥

নীলবীর হনুমান হইল বিমুখ।
লক্ষ্মণ আইল রণে পাতিয়া ধনুক ॥
দুই শত বাণ এড়ে রাজা দশানন।
বাণেতে কাটিয়া পাড়ে ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণ বরিষে বাণ তারা যেন ছুটে।
রাবণের হাতের ধনুকখান কাটে ॥
আর যে পঞ্চাশ বাণ পূরিল সন্ধান।
রাবণের বুকে বাজে বজ্রের সমান ॥
মন্ত্র এড়িয়া রাবণ শেলপাট এড়ে।
যমের দোসর শেল বাণেতে উখাড়ে ॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর শেলের আঘাতে।
পুনরায় শেল যায় রাবণের হাতে ॥
লক্ষ্মণে রাখিল লয়ে শ্রীরামের পাশে।
ধেয়ানে জীয়ান রাম চক্ষুর নিমেষে ॥
রাবণ বসিয়া আছে আপনার রথে।
সংগ্রামেতে যান রাম ধনুর্বাণ হাতে ॥
রাবণে বলেন রাম উপজিয়া ক্রোধ।
যত দুঃখ দিলি আজি লব তার শোধ ॥
রঘুনাথ বাণ এড়ে জ্বলন্ত আগুনি।
সব বাণ কাটে রাবণ পরম সন্ধানী ॥
শ্রীরাম ঐষিক বাণ জুড়েন ধনুকে।
সন্ধান পূরিয়া মারে রাবণের বুকে ॥
বাণ খেয়ে দশানন হল অচেতন।
ক্ষণেকে সম্বিত পায় রাজা দশানন ॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল নৃপতি রাবণ।
লঙ্কাতে চালাও রথ ত্বরিতগমন ॥
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সত্বরে সারথি।
লঙ্কার ভিতরে রথ নিল শীঘ্রগতি ॥

—

॥ কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, যুদ্ধ ও মৃত্যু ॥

ভঙ্গ দিয়া যায় রাজা পেয়ে অপমান।
পাত্রমিত্র লয়ে বসে করে আলোচন॥
রাবণ বলে বুঝিলাম দেবতার ফন্দি।
এতদিনে পূরিল তাদের অভিসন্ধি॥
করেছি বিস্তর তপ হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর॥
এই বর দিল ব্রহ্মা হইয়া সদয়।
যক্ষ রক্ষ দেবতা গন্ধর্বে নাহি ভয়॥
সবারে জিনিব রণে মাগি নিলাম বর।
সবেমাত্র বাকি ছিল নর আর বানর॥
ভেবেছিলাম ভক্ষ্য-মধ্যে এরা দুইজন।
কে জানে বানর নর দুর্জয় এমন॥
সর্বাঙ্গ পুড়িছে মোর মনুষ্যের বাণে।
রাজা হয়ে হারিলাম জিনে কোন্ জনে॥
যায় অর্ধ লঙ্কাপুরী কুম্ভকর্ণ-ভোগে।
ছয় মাস নিদ্রা যায় একদিন জাগে॥
কুম্ভকর্ণে জাগাইতে করহ যতন।
প্রাণসত্ত্বে মোর যেন হয় সচেতন॥
এত যদি আজ্ঞা দিল রাজা লঙ্কেশ্বর।
চলিল রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণ-ঘর॥
ভক্ষ্য দ্রব্য মদ্য-মাংস অনেক প্রকার।
সুগন্ধ চন্দন পুষ্প আনে ভারে ভার॥
বাজাইল ঢাক-ঢোল চারি দিকে বেড়ে।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ কর্ণ নাহি নড়ে॥
ঘড়া ঘড়া চন্দন ঢালিয়া দিল বুকে।
সুগন্ধি শীতলে আরো নিদ্রা যায় সুখে॥
বাজায় কর্ণের কাছে ঘণ্টা আর শাঁক।
দ্বিগুণ বাড়িল আরো নাসিকার ডাক॥
যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচরগণে।
ব্রহ্মা-বরে নিদ্রা যায় কিছু নাহি জানে

মহোদর বলে এক যুক্তি অনুমানি।
মদিরা মাংসের দেহ খুলিবা ঢাকনি॥
জাগাইতে না পারিবে এ-সব প্রবন্ধে।
আপনি জাগিবে বীর মদ্যমাংস-গন্ধে॥
ঘূর্ণিতলোচন বীর উঠে বসে খাটে।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে তবে কুম্ভকর্ণ উঠে॥
শয্যা হতে উঠে বীর চক্ষু মেলি চায়।
নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য সকলে যোগায়॥
মদ্যপান করিল সে সাতাশ কলসী।
পর্বতপ্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি॥
বিরূপাক্ষ রাক্ষস সে ধর্ম-অধিষ্ঠান।
জোড়হাতে কহে কুম্ভকর্ণ-বিদ্যমান॥
শূর্পণখা গিয়াছিল পঞ্চবটি-বনে।
অগ্রে তার নাক-কান কাটিল লক্ষ্মণে॥
শ্রীরামের সীতা রাজা আনে সেই রোষে।
সাগর ডিঙায়ে হনু লঙ্কাপুরে আসে॥
লঙ্কা দগ্ধ করিল বানর হনুমান।
তুমি থাকিতে লঙ্কার এত অপমান॥
প্রমাদ করিছে নর-বানর আসিয়ে।
রাজা-প্রজা রয়েছে তোমার মুখ চেয়ে॥
কুম্ভকর্ণ বলে আগে জিনে আসি রণ।
তবে তো ভেটিব গিয়া ভাই দশানন॥
যাত্রা করি চলিলেন কুম্ভকর্ণ বীর।
মেঘ হতে সূর্য হেন হইল বাহির॥
চলে যায় পথে যেন সুমেরুসমান।
দেখিয়া তো বানরের উড়িল পরান॥
দরশনে ভঙ্গ দিল যত কপিগণ।
আশ্বাসিয়া রাখিল রাক্ষস বিভীষণ॥
বিভীষণের আশ্বাসে রহিল কপিগণে।
রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করেন বিভীষণে॥
এতদিন কোথা ছিল এই মহাবীর।
ত্রিভুবন জিনি এর দুর্জয় শরীর॥

৮

বিভীষণ বলে শুন রাম রঘুবর।
কুম্ভকর্ণ নামেতে মধ্যম সহোদর ॥
ব্রহ্মা-বরে করে যুদ্ধ শুন নারায়ণ।
ছয়মাস নিদ্রা একদিন জাগরণ ॥
অদ্ভুত ধরয়ে বল অদ্ভুত আহার।
কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ হলে সে-দিন সংহার ॥
কাঁচা নিদ্রা ভঙ্গ আজি হয়েছে উহার।
অবশ্য তোমার হাতে হইবে সংহার ॥
কুম্ভকর্ণ হল যদি গড়ের বাহির।
বানর দেখিয়া করে গর্জন গভীর ॥
বড় বড় কপিগণের বড় বড় লম্ফ।
কুম্ভকর্ণে দেখিয়া সবার হল কম্প ॥
ভয়ে শুকাইল মুখ কাঁপিল অন্তর।
গাছ পাথর ফেলাইয়া পলায় বানর ॥
অঙ্গদ বলে কপিগণ ভঙ্গ কি কারণ।
এক চড়ে রাক্ষসের বধিব জীবন ॥
জীবন মরণ নাহি আপনার বশে।
যুদ্ধ করি মরিলে ভুবন ভরে যশে ॥
এত শুনি থরে থরে ফিরে কপিগণ।
কটক ফিরায়ে আনে বালির নন্দন ॥
কুপিল সে কুম্ভকর্ণ অতি ভয়ংকর।
দুই হাতে ধরে ধরে গিলিছে বানর ॥
হনুমানের বুকে মারে বজ্রের চাপড়।
চাপড়ের ঘায়ে হনু করে ধড়্ফড়্ ॥
বড় বড় বীর পলায় ভঙ্গ দিয়া রণে।
কুম্ভকর্ণে দেখে কেহ স্থির নহে মনে ॥
হাতে ধনু লক্ষ্মণ হইল আগুসার।
তাহা দেখি কুম্ভকর্ণ হাসে একবার ॥
কুম্ভকর্ণ বলে বেটা তোরে চাহে কে।
তোর ভাই রামা বেটা তারে এনে দে ॥
হাসিয়া বলেন রাম কমললোচন।
এতদিনে যম বুঝি করেছে স্মরণ ॥

তোরে মেরে কাটিব রাবণের দশ মাথা।
বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ডছাতা ॥
শ্রীরামের কথা শুনে কুম্ভকর্ণ হাসে।
মনে কি করেছ বেটা ফিরে যাবে দেশে ॥
এত বলি কুম্ভকর্ণ হয়ে ক্রোধমতি।
রামেরে গিলিতে যায় অতি শীঘ্রগতি ॥
রামচন্দ্র ব্রহ্ম-অস্ত্রে পূরিয়া সন্ধান।
কুম্ভকর্ণের কাটিলেন ডান হাতখান ॥
ঐষিক বাণেতে রাম পূরিয়া সন্ধান।
এক বাণে কাটিলেন বাম হাতখান ॥
ইন্দ্র-অস্ত্র রঘুনাথ করিল সন্ধান।
এক বাণে কাটিলেন পদ দুইখান ॥
হস্ত গেল পদ গেল তবু নাহি ডরে।
গড়াগড়ি দিয়া যায় রামে গিলিবারে ॥
এতেক দুর্গতি হল তবু নাহি মরে।
আরবার ব্রহ্ম-অস্ত্র মারিলেন তারে ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র বাণে আর নাহিক অন্যথা।
সেই বাণে কুম্ভকর্ণের কাটিলেন মাথা ॥
কপিগণ বলে রাম করিলা নিস্তার।
আর যত বীর আছে সে মোদের ভার ॥
না দেখি এমন বীর এ তিন ভুবনে।
যুঝিবার কাজ থাক্ ভঙ্গ দরশনে ॥
কুম্ভকর্ণ পড়িল গাইল কৃত্তিবাস।
রাবণ শুনিল কুম্ভকর্ণের বিনাশ ॥

—

॥ ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গমন ॥

কুম্ভকর্ণ-মৃত্যুবার্তা করিয়া শ্রবণ।
ক্রন্দন করয়ে যত লঙ্কাবাসী জন ॥
নানারূপে ক্রন্দন করয়ে দশানন।
কোনমতে স্থির নাহি হয় একক্ষণ ॥

রাজার ক্রন্দন শুনি কান্দে সর্বজনা।
কেহ না করিতে পারে তাহার সান্ত্বনা ॥
তবে ইন্দ্রজিত নিজ ক্রন্দন সম্বরি।
কহিতেছে দশাননে অহংকার করি ॥
আমি বিদ্যমানে কেন পাঠাও অন্যজন।
আজ্ঞা করো মেরে আসি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
করিব কঠিন যজ্ঞ নামে নিকুম্ভিলা।
তার ফলে রণজয় করিব একেলা ॥
মেঘনাদ কথা শুনি রাবণ হর্ষিত।
কোলে করি মেঘনাদে কহিছে ত্বরিত ॥
লঙ্কা-অধিপতি তুমি পুত্র মেঘনাদ।
নর-বানর মারিয়া ঘুচাও প্রমাদ ॥
বসে গিয়া ইন্দ্রজিত যজ্ঞ করিবারে।
যোগায় যজ্ঞের দ্রব্য বহু নিশাচরে ॥
যজ্ঞাহুতি দিয়া বীর বর পায় সুখে।
মনের আনন্দে কহে সৈন্যগণে ডেকে ॥
রথের সাজন বীর কৈল দুইহাতে।
লাফ দিয়া উঠে গিয়া সংগ্রামের রথে ॥
চণ্ডমুণ্ড ছত্রদণ্ড ধরিয়াছে শিরে।
পূর্বদ্বারে উপনীত মার্ মার্ করে ॥
পূর্বদ্বার জিনিয়া কুমার মেঘনাদ।
দক্ষিণ দ্বারেতে গিয়া করে সিংহনাদ ॥
জিনিয়া দক্ষিণ দ্বার চলে মেঘনাদ।
উত্তর দ্বারেতে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ ॥
বানর-কটক পড়ে বীর-চূড়ামণি।
আছুক অন্যের কাজ সুগ্রীব আপনি ॥
মেঘের আড়েতে চলে বীর মেঘনাদ।
পশ্চিম-দুয়ারে গিয়া করে সিংহনাদ ॥
হনুমান বীর ছিল রাত্রি-জাগরণে।
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ-সনে ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ জাগে সংসার পূজিত।
আমি হনুমান জাগি শুন ইন্দ্রজিত ॥

নাহিক আহার-নিদ্রা জাগি দিবারাতি।
যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপতি॥
তোরে বধ করিয়া বধিব তোর পিতা।
বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ডছাতা॥
এত শুনি মেঘনাদ মহাকোপ মনে।
হনুমানে গালি পাড়ে যত আসে মনে॥
যুদ্ধ করে লুকাইয়া মেঘের আড়ালে।
আকাশ হইতে বাণ ঝাঁকে ঝাঁকে ফেলে॥
আকাশে থাকিয়া বাণ করে বরিষন।
জর্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
বজ্রের সমান বাণ অসংখ্য বরিষে।
পড়িল লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামের পাশে॥
খুরুপার্শ্ব অর্ধচন্দ্র দুই বাণের নাম।
সেই দুই বাণ ফুটে পড়িল শ্রীরাম॥
চারি দ্বারে পড়ে ঠাট শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
রাজপ্রসাদ লইতে চলিল পিতৃস্থানে॥
হরিষে যুদ্ধের কথা কহে মেঘনাদ।
চুম্ব দিয়া রাবণ করিলা আশীর্বাদ॥
চারি দ্বারে পড়ে সৈন্য শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
রক্ষা পায় বিভীষণ পবননন্দন॥
দুইজনে অমর ব্রহ্মার পেয়ে বর।
না মরিল দুইজন বানর ভিতর॥
চিন্তিয়া গণিয়া দোঁহে যুক্তি কৈল সার।
রাম-লক্ষ্মণ জীয়াইতে কৈল প্রতিকার॥
যায় যথা পড়িয়াছে মন্ত্রী জাম্বুবান।
না পারে মেলিতে চক্ষু বুকে পড়ে টান॥
বিভীষণ বলে তুমি বলে মহাবলী।
উঠিয়া মন্ত্রণা করো আর কারে বলি॥
জাম্বুবান বলে তুমি ধার্মিক সুজন।
তত্ত্ব করে দেখ কোথা পবননন্দন॥
বিভীষণ বলে দেখ মেলিয়া নয়ান।
তোমা সম্ভাষিতে আসিয়াছে হনুমান॥

হনুমান জাম্বুবানের বন্দিল চরণ।
মৃদুভাষে জাম্বুবান বলিছে তখন ॥
পড়েছেন কপিগণ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
ঔষধ আনিলে তুমি জীয়ে সর্বজন ॥
অন্তরীক্ষে যাইবে পবনে করি ভর।
অতি উচ্চ হিমালয় পর্বত-শিখর ॥
ঋষ্যমূক পর্বতে সে হিমালয়-পার।
ধবলা পর্বত শ্বেত ধবল-আকার ॥
তাহার দক্ষিণ পূর্বে পর্বত কৈলাস।
ঋষ্যমূক শৃঙ্গে আছে ঔষধ নির্যাস ॥
চারি বৃক্ষ আছয়ে ঔষধ চারি জাতি।
অন্ধকারে আলো করে ঔষধের জ্যোতি ॥
বিশল্যকরণী এক সর্বলোকে জানি।
দ্বিতীয় ঔষধ নাম মৃতসঞ্জীবনী ॥
তৃতীয় ঔষধ আছে অস্থিসঞ্চারিণী।
চতুর্থ ঔষধ নাম সুবর্ণকরণী ॥
আনিতে ঔষধ যদি পার রাতারাতি।
চারিযুগে থাকিবেক তোমার সুখ্যাতি ॥

—

। হনুমান কর্তৃক ঔষধ আনয়ন। রাম-লক্ষ্মণ
ও বানরগণের প্রাণদান ॥

জাম্বুবান হনুমানে দিলেন বিদায়।
ঔষধ আনিতে বীর হনুমান যায় ॥
নিমিষেতে সাগর হইয়া গেল পার।
সরা গোটা জ্ঞান করে সকল সংসার ॥
হিমালয়-পর্বত ছাড়য়ে শীঘ্রগতি।
কৈলাস পর্বত দেখে ধবল-আকৃতি ॥
ঋষ্যমূক পর্বতে উঠিল হনুমান।
ঔষধের গন্ধ পাইয়া যায় সেই স্থান ॥

ঔষধের গন্ধেতে সুগন্ধি বাত বহে।
সন্ধান পাইয়া বীর সেইখানে রহে ॥
চারি জাতি ঔষধ লইয়া হনুমান।
উভলেজ করিয়া সারিল দুই কান ॥
লাফ দিয়া বীর গিয়া উঠিল আকাশে।
লঙ্কাপুরে উপনীত চক্ষের নিমিষে ॥



সেই চারি ঔষধ লইয়া হনুমান।
চারিদ্বারে ভ্রমণ করয়ে স্থানে স্থান ॥
চারি ঔষধের ঘ্রাণ যতদূর যায়।
বানর-কটক সব উঠিয়া দাঁড়ায় ॥
নিদ্রাভঙ্গে উঠে যেন মেলিয়া নয়ন।
সেইরূপে উঠিলেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
সকল বানর উঠে দিয়া অঙ্গ ঝাড়া।
হনুমানে কহে সবে হাত করি জোড়া ॥
তোমার সমান বীর ত্রিভুবনে নাই।
তোমার প্রসাদে সবে মলে প্রাণ পাই ॥
রাম বলে হনুমান যে গুণ তোমার।
শত যুগে শোধিতে নারিব তব ধার ॥
কি দিব প্রসাদ বলো আছে কিবা ধন।
হনুমানে কোল দিলা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥

রামজয় শব্দে বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
লঙ্কাতে রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥
মিথ্যা হল যত যুদ্ধ কৈল ইন্দ্রজিত।
কৃত্তিবাস গাইলেন লঙ্কাকাণ্ড গীত॥

॥ তরণীসেনের যুদ্ধ ও পতন ॥

রাবণ বলে দৈবগতি কে পারে নাড়িতে।
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে নর-বানরেতে॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে মল যত সেনাপতি।
এখনি উঠিল বেঁচে না পোহাতে রাতি॥
মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।
বীরশূন্য হইল কনক-লঙ্কাপুরী॥
কে আছে এমন বীর পাঠাইব কারে।
রাম-লক্ষ্মণেরে মারে সুগ্রীব বানরে॥
মন্ত্রণা করয়ে রাজা লয়ে মন্ত্রিগণ।
তরণীসেনেরে তবে হইল স্মরণ॥
রাজার আদেশে বীর আইল তরণী।
প্রণমিল দশাননে লোটায়ে ধরণী॥
রাবণ বলে শত্রু তব হয়েছে পিতা।
মজিল কনক-লঙ্কা তিনি মন্ত্রদাতা॥
তুমি তার পুত্র বট নহ তার মতো।
চিরদিন জানি তুমি মম অনুগত॥
যুদ্ধে যোদ্ধাপতি তুমি বুদ্ধে বিচক্ষণ।
হাতে গলে বাঁধি আন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
এত শুনি কহে বিভীষণের কুমার।
যথাশক্তি সংগ্রামে করিব মহামার॥
হাতে ধনু রথে উঠে বীর-অবতার।
পশ্চিম দ্বারেতে চলে করি মার্ মার্॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
দেখো দেখি সংগ্রামে এল কোন্‌জন॥

বিভীষণ বলে শুন রাজীবলোচন।
রাবণের অন্নেতে পালিত একজন॥
সম্বন্ধেতে ভ্রাতৃপুত্র পরিচয়ে জ্ঞাতি।
ধর্মেতে ধার্মিক পুত্র বড় যোদ্ধাপতি॥
প্রকারেতে দিলেন প্রকৃত পরিচয়।
তরণী ভাবিছে কোথা রাম দয়াময়॥
কটকে কটকে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যতেক বানর॥
চারি দিকে নেহারিয়া দেখিছে তরণী।
কতক্ষণে দেখা পাই রাম রঘুমণি॥
কতক্ষণে পিতার পাইব দরশন।
জনম সফল হবে জুড়াবে জীবন॥
মনে ভাবে কত দূরে দেব নারায়ণ।
চালাইয়া দিল রথ ত্বরিত-গমন॥
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে।
সারথির হাতের ধনুক নিল কেড়ে॥
রুষিয়া তরণীসেন মারে এক চড়।
রথ হতে পড়ে হনু করে ধড়্ফড়্॥
প্রাণভয়ে পলাইল বড় বড় বীর।
তরণীসেনের বাণে কেহ নহে স্থির॥
হাতে ধনু দাঁড়াইল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
দক্ষিণেতে জাম্বুবান বামে বিভীষণ॥
সম্মুখেতে উপনীত তরণীর রথ।
রথ হতে নামিল থাকিতে কত পথ॥
সংকেতে প্রণাম করে পিতার চরণে।
করপুটে প্রণমিল শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
আসিয়াছে নিশাচর করিবারে রণ॥
বিপক্ষের পক্ষ হয়ে আসিয়াছে রণে।
আমা-দোঁহে প্রণাম করিল কি কারণে॥
বিভীষণ বলে গোঁসাই না জান কারণ।
লঙ্কাপুরে ও তোমার ভক্ত একজন॥

তোমার চরণ বিনা অন্য নাহি জানে।
আসিয়াছে সংগ্রামেতে রাজার শাসনে ॥
রাম বলে ভক্ত যদি জানহ নিশ্চয়।
আশীর্বাদ করি যেন বাঞ্ছা পূর্ণ হয় ॥
লক্ষ্মণ বলেন কি কহিলে মহাশয়।
রাক্ষসের অভিলাষ রাবণের জয় ॥
শ্রীরাম বলেন তুমি না জান লক্ষ্মণ।
ভক্তের বিষয়-বাঞ্ছা নহে কদাচন ॥
কহিতে কহিতে কথা রাম রঘুমণি।
ধনুকে টংকার দিয়া আইল তরণী ॥
মহাকোপে লক্ষ্মণের অধরোষ্ঠ কাঁপে।
শমন-সমান বাণ বসাইল চাপে ॥
যত বাণ লক্ষ্মণ মারিল তরণীকে।
শ্রীরাম স্মরয়ে বীর কাটে একে একে ॥
কোপেতে তরণীসেন জাঠা নিল হাতে
গর্জিয়া মারিল জাঠা লক্ষ্মণের মাথে ॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর হইয়া অজ্ঞান।
লক্ষ্মণেরে লইয়া পলায় হনুমান ॥
লক্ষ্মণ পড়িল যদি আইল রঘুনাথে।
ত্রিভুবনবিজয়ী ধনুক-বাণ হাতে ॥
দাঁড়াইল রঘুনাথ তরণী-সম্মুখে।
রামের সর্বাঙ্গ বীর নেহালিয়া দেখে ॥
তরণী করিল স্তব শুনে রঘুবর।
অশ্রুজলে ভাসিল কোমল কলেবর ॥
সদয়হৃদয় দেখে রাজীবলোচনে।
তরণী বিচার করে আপনার মনে ॥
আমার স্তবেতে তুষ্ট হয়ে রঘুবর।
বুঝি অস্ত্র না মারেন আমার উপর ॥
এতেক ভাবিয়া তুলে নিল ধনুর্বাণ।
কহিছে কর্কশ বাক্য পূরিয়া সন্ধান ॥
তরণীর অভিলাষ বুঝে বিভীষণ।
তরণী-বধের পথ করে নিরূপণ ॥

জোড়হাতে বিভীষণ কহে রঘুনাথে।
এ বেটা দুর্জয় বীর লঙ্কার মধ্যেতে ॥
শীঘ্র করি মার এই দুষ্ট নিশাচরে।
এত শুনি ধনুক ধরিলা রঘুবরে ॥
যত বাণ মারিলেন রাম রঘুমণি।
বাণেতে রামের বাণ কাটিল তরণী ॥
তরণী বাছিয়া মারে খরতর শর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করে জর্জর ॥
বিভীষণ রঘুনাথে করে নিবেদন।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে হইবেক উহার মরণ ॥
অন্য অস্ত্রে না মরিবে এই নিশাচর।
সদয় হইয়া ব্রহ্মা দিয়াছেন বর ॥
এতেক শুনিয়া রাম কমললোচন।
ধনুকেতে ব্রহ্ম-অস্ত্র জুড়িল তখন ॥
দুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে।
তরণীর কাটামুণ্ড রাম রাম বলে ॥
রামজয় শুভধ্বনি করে কপিগণ।
হাহাকার শব্দে ভূমে পড়ে বিভীষণ ॥
বিভীষণ বলে প্রভু করি নিবেদন।
মরিল তরণীসেন আমার নন্দন ॥
এত শুনি রঘুনাথ কাঁদিতে লাগিলা।
তোমার সন্তান কেন আগে না বলিলা ॥
শোকাকুল হইয়া কাঁদেন দুইজন।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কাঁদে যত কপিগণ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
না জানি হৃদয় তব কঠিন কেমন ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র মারিতে মন্ত্রণা দিলে কানে।
আপনি করিলে বধ আপন সন্তানে ॥
আগে কেন বিবেচনা না করিলে মনে।
এক্ষণে কান্দহ মিত্র কিসের কারণে ॥
শোক পরিহর মিত্র স্থির করো মন।
অনিত্য রোদন আর কর কি কারণ ॥

এত শুনি বিভীষণ ক্রন্দন সম্বরে।
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচরে ॥
তরণীসেনের মৃত্যু শুনি লঙ্কেশ্বর।
সিংহাসন হতে পড়ে ধরণী-উপর ॥

॥ বীরবাহুর যুদ্ধে গমন ও পতন ॥

কারে পাঠাইব রণে ভাবে দশানন।
হেনকালে বীরবাহু বন্দিল চরণ ॥
বীরবাহু দেখিয়া উঠিল দশানন।
আলিঙ্গন করে দিল রত্নসিংহাসন ॥
রাবণ বলে বীরবাহু কর অবগতি।
দেখিলে আপন চক্ষে লঙ্কার দুর্গতি ॥
বীরবাহু বলে শঙ্কা না কর রাজন।
ইঙ্গিতে মারিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
প্রতাপে প্রচণ্ড বীর সংগ্রামে সুধীর।
বাপের আজ্ঞায় সেজে চলে মহাবীর ॥
বীরবাহু রণে চলে হয়ে সেনাপতি।
হস্তী ঘোড়া বহু ঠাট চলিল সংহতি ॥
বানর-কটক বিন্ধে করে খান্ খান্।
পলায় বানরগণ লইয়া পরান ॥
কালান্তক যম যেন এসে করে রণ।
পড়িল যে হনুমান আদি কপিগণ ॥
বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন প্রভু রাম।
কোন্ বীর আসিয়াছে করিতে সংগ্রাম ॥
বিভীষণ বলে রাম করো অবধান।
বীরবাহু নাম ধরে রাবণসন্তান ॥
সেই বীরবাহু-এই দুর্জয়শরীর।
বীরবাহু-তেজে রণে কেহ নাহি স্থির ॥
বীরবাহু ইন্দ্রজিত বীর নাহি আর।
ইহারা মারিলে হবে রাবণ-সংহার ॥

শ্রীরাম বলেন মিত্র ভরসা তোমার।
তব উপদেশে হল সকলে সংহার॥
রাম-বিভীষণে এই কথোপকথন।
ডাক দিয়া কহিতেছে রাবণনন্দন॥
বীরবাহু বলে শুন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
আমা-সনে তোমরা যুঝিবে কোন্ জন॥
রাম বলে তোমাতে আমাতে আজি রণ।
আজিকার যুদ্ধে তব বধিব জীবন॥
মহাকোপে বীরবাহু এড়ে দশ বাণ।
শ্রীরামের বুকে ফুটে বজ্রের সমান॥
পড়িলেন রামচন্দ্র সর্বজন দেখে।
মুখেতে উঠিল রক্ত ঝলকে ঝলকে॥
ব্যথা সম্বরিয়া রাম জুড়িলেন বাণ।
বীরবাহুর কাটিতে সে চাহে ধনুখান॥
তীক্ষ্ণ বাণ মারে রাম ধনুক কাটিতে।
ধনুকে ঠেকিয়া বাণ পড়ে একভিতে॥
ধনু কাটা নাহি গেল শ্রীরাম লজ্জিত।
অর্ধচন্দ্র-বাণ রাম জুড়েন ত্বরিত॥
এড়িলেক বাণ রাম তারা যেন ছুটে।
বাণে বীরবাহুর ধনুকবাণ টুটে॥
ধনু কাটা গেল বীর আর ধনু লয়।
শরজাল বাণ এড়ে রাবণতনয়॥
ব্রহ্মার নিকটে পূর্বে পেয়েছিল বাণ।
সেই বাণ বীরবাহু পূরিল সন্ধান॥
মন্ত্রেতে হইল বাণ অতি ভয়ংকর।
মহাতেজে আসে বাণ রামের উপর॥
কোপে কম্পমান ছাড়ে বাণ দাশরথি।
বাণের প্রতাপে মহাকম্প বসুমতী॥
শ্রীরাম এড়িলা বাণ বায়ুবেগে চলে।
রাক্ষসের ব্রহ্মঅস্ত্র কাটে অবহেলে॥
দুর্জয় বৈষ্ণব-অস্ত্র ধনুকেতে জুড়ি।
আকর্ণ পূরিয়া গুণ বাণ দেন ছাড়ি॥

অব্যর্থ বৈষ্ণব-বাণ কি কহিব কথা।
মুকুট সহিত কাটে বীরবাহুর মাথা॥
রণ জিনি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে কোলাকুলি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কপি রামজয় বলি॥

॥ ইন্দ্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধে গমন ও পতন ॥

ভগ্নদূত কহে গিয়া রাবণ-গোচর।
বীরবাহু পড়ে বার্তা শুন লঙ্কেশ্বর॥
শোকের উপরে শোক হইল তখন।
সিংহাসন হতে পড়ে রাজা দশানন॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা কান্দিল বিস্তর।
লঙ্কাতে হইল কাল নর ও বানর॥
ভাবিতে ভাবিতে রাজা হইল মূর্ছিত।
হেনকালে আইল কুমার ইন্দ্রজিত॥
রাবণ বলে যুদ্ধে যাওয়া তোমার উচিত।
একবাব যাও পুনঃ পুত্র ইন্দ্রজিত॥
বড় বড় বীব পাঠাই বড় ভাবি মনে।
ফিরিয়া না আসে কেহ রাম-দরশনে॥
যত বার তুমি যাহ যুঝিবাব তরে।
সংগ্রাম করিয়া জয় এস বারে বারে॥
পিতৃ-আজ্ঞা মেঘনাদ লঙ্ঘিতে না পারে।
কটক লইয়া তবে যায় যুঝিবারে॥
যজ্ঞস্থানে চলিল কুমার ইন্দ্রজিত।
যজ্ঞের সামগ্রী সবে আনিল ত্বরিত॥
যজ্ঞস্থলে অগ্নিদেব হন বিদ্যমান।
রুষ্ট হয়ে অগ্নি নাহি লন তার দান॥
অগ্নি বলে নিত্য পূজা কর কি কারণে।
কত বর আমি তোরে দিব রাত্রদিনে॥
ইন্দ্রজিত বলে মোরে দেহ এই বর।
রামসৈন্য মারিয়া পাঠাই যমঘর॥



অগ্নি বলে হেন বর চাহ অকারণ।
কেমনে মারিবে রামে তিনি নারায়ণ ॥
শুনিয়া অগ্নির কথা বেটা পায় ত্রাস।
রথে চড়ি ইন্দ্রজিত উঠিল আকাশ ॥
রথ সঞ্চারিয়া যায় উপর গগন।
পশ্চিম-দ্বারেতে যথা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
বানর-কটক বলে শুন রঘুনাথ।
এড়ান না যাবে আজি ইন্দ্রজিত-হাত ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
কিরূপেতে ইন্দ্রজিত হইবে পতন ॥
বিভীষণ বলে শুন রাজীবলোচন।
সামান্যেতে ইন্দ্রজিত না হবে পতন ॥
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে দুষ্ট নিশাচর।
করিয়াছে যজ্ঞকুণ্ড লঙ্কার ভিতর ॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া যদি যায় রণে।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে কার সাধ্য জিনে ॥
ব্রহ্মা দিয়াছেন শাপ শুন নারায়ণ।
ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ ভঙ্গ করিবে যে জন ॥
ইন্দ্রজিত সংগ্রামে মরিবে তার হাতে।
লক্ষ্মণে পাঠায়ে দেহ আমার সঙ্গেতে ॥
আহুতি ঢালিয়া যজ্ঞ করিতেছে সাঙ্গ।
এ সময়ে গিয়া তার যজ্ঞ করো ভঙ্গ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
কেমনে সঙ্কটে আমি পাঠাব লক্ষ্মণ ॥
একে ইন্দ্রজিত সেই দুষ্ট নিশাচর।
তাহাতে সঙ্কট-পুরী লঙ্কার ভিতর ॥
বিভীষণ বলে গোঁসাই ভাব কি কারণ।
শত-ইন্দ্রজিত-বল ধরেন লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণের যত্ন শক্তি আমি তাহা জানি।
যুদ্ধেতে লক্ষ্মণ বীরে পাঠাও আপনি ॥
তবে তো শ্রীরামচন্দ্র সশঙ্কিত মনে।
বিভীষণ-হাতে সমর্পিলেন লক্ষ্মণে ॥

রামের চরণ বন্দি বানরগণ সঙ্গে।
বিভীষণ-সহ লক্ষ্মণ চলিলেন রঙ্গে॥
গড়ের নিকটে উপনীত মহাবল।
ভাঙিয়া গড়ের দ্বার প্রবেশে সকল॥
ঘরপোড়া দেখিয়ে রাক্ষসে ভঙ্গ পড়ে।
ধাইয়া বানর সব রাক্ষসেরে বেড়ে॥
বানর-তাড়নেতে রাক্ষসগণ ভাগে।
হনুমান উত্তরিল ইন্দ্রজিত-আগে॥
ইন্দ্রজিতে দেখিয়া হনুর কোপ বাড়ে।
এক লাফে পড়ে গিয়া যজ্ঞকুণ্ড-পাড়ে॥
যজ্ঞদ্রব্য ছড়াইয়া ফেলে চারি ভিতে।
দেখি ক্রোধে সংগ্রামে সাজিল ইন্দ্রজিতে॥
মেঘবর্ণ অঙ্গ তাম্রবর্ণ দু লোচন।
হনুর উপরে করে বাণ বরিষন॥
বিভীষণ কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণে।
ঐ দেখ ইন্দ্রজিত বিন্ধে হনুমানে॥
ইন্দ্রজিত লক্ষ্মণে দুজনে দরশন।
সন্ধান পূরিয়া বাণ মারেন লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ বলেন বেটা শুন ইন্দ্রজিত।
আজি তোরে দেখাইব শমন নিশ্চিত॥
এত যদি লক্ষ্মণ তর্জন করে বলে।
কুপিল যে মেঘনাদ অগ্নি-হেন জ্বলে॥
বিভীষণ বলে তুমি না হও চিন্তিত।
এখনি মরিবে বেটা দুষ্ট ইন্দ্রজিত॥
রণেতে প্রবেশ আগে করুক ইন্দ্রজিত।
মারিব উহারে বন্দী করে চারি ভিত॥
উপরে উঠিবে যদি পাইয়া তরাস।
হনুমান গিয়া রক্ষা করিবে আকাশ॥
অগ্নির কুমার নীল নানা মায়া ধরে।
সূক্ষ্মরূপে যাইয়া পাতাল রক্ষা করে॥
লঙ্কার যতেক সন্ধি বিভীষণ জানে।
জুড়িয়া লঙ্কার পথ রহে বিভীষণে॥

বিভীষণের যুক্তি না বুঝে ইন্দ্রজিত।
মেঘনাদে বেড়ি বানর মারে চারি ভিত॥
সম্মুখেতে বাণবৃষ্টি করেন লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের বাণ গিয়া ছাইল গগন॥
অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজিত পলায় তরাসে।
রথের সহিত যায় উঠিতে আকাশে॥
সারথি দেখিতে পায় বীর হনুমানে।
পবনবেগেতে রথ চালায় দক্ষিণে॥
লাফ দিয়া হনুমান পড়ে তার রথে।
চূর্ণ কৈল রথখান এক পদাঘাতে॥
ইন্দ্রজিত পলায়ে লঙ্কাতে যেতে চাহে।
চাপিয়া লঙ্কার দ্বার বিভীষণ রহে॥
বিভীষণ বলে বাছা আজি যাবে কোথা।
এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন মাথা॥
শীঘ্র এস লক্ষ্মণ ডাকেন বিভীষণ।
ত্বরা করি এ দুষ্টের বধহ জীবন॥
বিভীষণ-বচনে লক্ষ্মণ আগুয়ান।
ইন্দ্রজিত-কাছে গেল পূরিয়া সন্ধান॥
দুজনে দেখিয়া বাণ জোড়ে দুইজনে।
দুজনে পড়িল ঢাকা দুজনার বাণে॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র পুরন্দর দিয়াছেন দান।
লক্ষ্মণ সে ব্রহ্ম-অস্ত্র পূরিল সন্ধান॥
লক্ষ্মণ যদি ব্রহ্ম-অস্ত্র পূরিল সন্ধান।
অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজিতের উড়িল পরান॥
অব্যর্থ ব্রহ্মার বাণ কেবা ধরে টান।
ইন্দ্রজিতের মাথা কাটি করে দুইখান॥
পড়িল যে ইন্দ্রজিত সংগ্রাম-ভিতরে।
ধাইয়া বানরগণ রাক্ষসেরে মারে॥
পলায় রাক্ষসগণ গণিয়া প্রমাদ।
রামজয় বলি কপি ছাড়ে সিংহনাদ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
ইন্দ্রজিত-বধ-গীত গান রামায়ণ॥

—

॥ ইন্দ্রজিতের মৃত্যু শ্রবণে রাবণ ও
মন্দোদরীর বিলাপ ॥

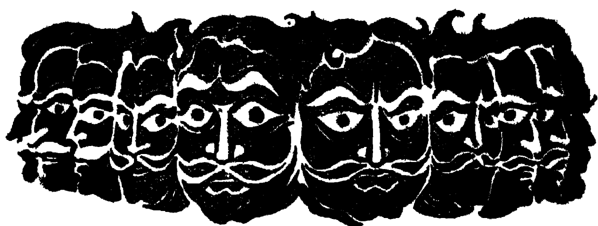
মেঘনাদ পড়ে রণে প্রভাত-সময়।
ভয়ে রাবণের আগে কেহ নাহি কয়॥
স্থানে স্থানে বসি যুক্তি করিছে রাক্ষস।
কহিতে রাবণ-আগে না করে সাহস॥
পাত্রমিত্র সকলেতে মন্ত্রণা করিয়ে।
ভগ্নদূত একজন দিল পাঠাইয়ে॥
রাবণ-সম্মুখে কহে যোড় করি হাত।
রণের সংবাদ শুন রাক্ষসের নাথ॥
লঙ্কাপুরী বীরশূন্য হল এতদিনে।
মেঘনাদ পড়ে আজি লক্ষ্মণের বাণে॥
দূতমুখে শুনি মেঘনাদের মরণ।
সিংহাসন হতে পড়ে রাজা দশানন॥
পুত্রশোকে কাঁদি রাজা গড়াগড়ি যায়।
দশমুণ্ড কলেবর ধুলাতে লোটায়॥
ক্ষণে ক্ষণে অচেতন ক্ষণেকে চেতন।
কি হল কি হল বলি কান্দিছে রাবণ॥
কুড়িচক্ষে বারিধারা লঙ্কা-অধিকারী।
ইন্দ্রজিত মৈল বার্তা পায় মন্দোদরী॥
স্পন্দহীন মন্দোদরী ধরাতলে পড়ে।
শিরে জল ঢালে কেহ দেখে নেড়ে চেড়ে॥
চৈতন্য পাইয়া বলে কোথা ইন্দ্রজিত।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখো মায়ের ত্বরিত॥

—

॥ রাবণের যুদ্ধে গমন। লক্ষ্মণের শক্তিশেল ॥

পুত্রশোকে মন্দোদরী করিছে রোদন।
মন্দোদরীর ক্রন্দনেতে রুষিলা রাবণ॥
সীতা লাগি মজিল কনক-লঙ্কাপুরী।
আজি সীতা কাটিয়া ঘুচাব সব বৈরী॥

কার সাধ্য প্রবোধিয়া ফিরায় রাবণে।
প্রবেশ করিল গিয়া অশোকের বনে॥
উচ্চৈঃস্বরে সীতাদেবী করেন ক্রন্দন।
সীতারে কাটিতে খড়্গ তুলিল রাবণ॥
পিছে থাকি সাপটিয়া ধরে মন্দোদরী।
ছি ছি মহারাজ বধ কোরো না হে নারী॥
মন্দোদরী কহিতেছে করি জোড়হাত।
পরম পণ্ডিত তুমি রাক্ষসের নাথ॥
একে দেখো মজেছে কনক-লঙ্কাপুরী।
পাপেতে ম'জ না তাহে বধ করে নারী॥
কবে ধরি মন্দোদরী ফিরায় রাবণে।
ঘবে ফিরি রাবণ বসিল সিংহাসনে॥
শোকের উপরে শোক পাইল রাবণ।
বসিয়া সোয়াস্তি নাই করয়ে শয়ন॥
ইন্দ্রজিত-শোক তবু নহে পাসবন।
আপনি সাজিল রাজা করিবারে রণ॥
ধনুর্বাণ লয়ে রাজা যায় মহাক্রোধে।
রানী মন্দোদরী আসি পশ্চাতে বিরোধে॥
আপনার দোষে রাজা কৈলে বংশনাশ।
রামের সীতা রামে দেহ থাকো গৃহবাস॥
মন্দোদরী-পানে রাজা ফিরিয়ে না চায়।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়॥
বিচিত্র-নির্মাণ রথ অষ্ট ঘোড়া বহে।
রথেব উপরে উঠে দশানন কহে॥
ধনুক ধরিতে লঙ্কায় যে যে বীর জানে।
ছোট বড় সাজিয়ে আসুক মোর সনে॥
ইন্দ্রজিত পড়ে রণে বীর-চূড়ামণি।
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি॥
পশ্চিম দুয়ারে আছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
যুঝিবারে সেই দ্বারে গেলেন রাবণ॥
নীল বীরে দশানন দেখিয়া সম্মুখে।
ত্রিশ বাণ বিন্ধিলেক নীলবীর-বুকে॥



ত্রিশ বাণে পড়িল কুমুদ মহাবীর।
নয় বাণে বিন্ধে জাম্বুবানের শরীর॥
গয় গবাক্ষ বিন্ধিলেক দশ দশ বাণে।
দুই শত বাণে বিন্ধে বীর হনুমানে॥
আশী গোটা বাণ খেয়ে অঙ্গদ পড়িল।
পঞ্চদশ বাণে বীর সুষেণে বিন্ধিল॥
সারথিরে আজ্ঞা তবে দিল দশানন।
পশুর সঙ্গেতে যুদ্ধ নাহি প্রয়োজন॥
রথ লহ রাম আর লক্ষ্মণের কাছে।
সে উভয়ে মারিয়ে বানর মারি পিছে॥
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সারথি সত্বর।
চালাইয়া দিল রথ রামের গোচর॥
দৈবের লিখন কভু না যায় খণ্ডন।
শ্রীরাম-রাবণে দোঁহে বাজে মহারণ॥
বাছিয়া রাবণ বরিষয়ে খরশর।
বিন্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জর॥
বাণাঘাতে রঘুনাথ হল অচেতন।
রামে পাছু করি আগে রহিল লক্ষ্মণ॥
রাবণ-উপরে বীর শীঘ্র এড়ে বাণ।
দিব্য বাণ মারিলেন পূরিয়া সন্ধান॥
লক্ষ্মণ যে বাণ মারে বলে মহাবল।
সারথির মুণ্ড কাটি পাড়ে ভূমিতল॥
কোপেতে রাবণ চাহে লক্ষ্মণের পানে।
ময়দানবের শেল পড়ে গেল মনে॥

শমনের ভগ্নী শেল শক্তি নাম ধরে।
যারে মারে শক্তিশেল সেই জন মরে॥
একজনে মারিলে না মরে অন্য জন।
যারে শেল মারে তার অবশ্য মরণ॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর রঘুবংশচূড়া।
প্রবেশে সকল শেল বাহিরেতে গোড়া॥
ভূমেতে পতিত বীর না নাড়েন পাশ।
শেল বিন্ধি লক্ষ্মণের ঘন বহে শ্বাস॥
লক্ষ্মণে এড়িয়া সব পলায় বানর।
দেখিয়া তা রঘুনাথ হইল ফাঁপর॥
ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর যত বীর।
প্রবোধ-বচনে রাম করিলেন স্থির॥
লক্ষ্মণে জিনিল বলে না ভাবিয়ো মনে।
মারিয়া পাড়িব বেটা আজিকার রণে॥
রঘুনাথ-বাক্যে করে সাহসেতে ভর।
লক্ষ্মণেরে রক্ষা করে যতেক বানর॥
বাছিয়া বাছিয়া রাম প্রহারেন বাণ।
রাক্ষস-কটক কেটে কৈল খান খান॥
শ্রীরামের বাণে রাজা করে ধড়্ফড়্।
সহিতে না পারে রাজা উঠে দিল রড়॥
লঙ্কাতে পলায়ে গেল রাজা লঙ্কেশ্বর।
পশ্চাতে বানর ধায় বলে ধর্ ধর্॥
রণ জিনি রঘুনাথ পেয়ে অবসর।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর॥
সুষেণ বলেন শুন পবননন্দন।
ঔষধ আনিতে যাও সে গন্ধমাদন॥
গিরি গন্ধমাদন সে সর্বলোকে জানি।
তাহাতে ঔষধ আছে বিশল্যকরণী॥
আনহ ঔষধ সেই বিশল্যকরণী।
রাত্রিমধ্যে আনহ যাবৎ আছে প্রাণী॥
বিলম্ব না করো বীর যাও এইক্ষণ।
তোমার প্রসাদে জীবে ঠাকুর লক্ষ্মণ॥

হাসিয়া বলেন তবে পবননন্দন।
এ রাত্রে ঔষধ আনি জীয়াব লক্ষ্মণ॥
শ্রীরাম-সুগ্রীবে করি বিদায়ভাষণ।
ঔষধ আনিতে বীর করিল গমন॥
মহাশব্দ করে যায় শুনিতে গভীর।
দেখিয়া মনেতে প্রীতি পায় রঘুবীর॥
উপনীত হনুমান সে গন্ধমাদন।
ঔষধ খুঁজিয়া ফিরে পবননন্দন॥
ঔষধ না পায় হনু ভাবে মনে মন।
শিখরে শিখরে ভ্রমে পবননন্দন॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া করে সাহসেতে ভর।
ডালে মূলে লয়ে যায় পর্বত-শিখর॥
হইতে সাগর পার চলে বায়ুবেগে।
রাখিল পর্বত লয়ে সবাকার আগে॥
পর্বত দেখিয়া সবে হইল বিস্ময়।
প্রণাম করিয়া বীর রঘুনাথে কয়॥
ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোনোমতে।
একারণে আনিলাম পর্বত-সমেতে॥
শ্রীরাম বলেন বাপু পবনকুমার।
ত্রিভুবনে কোন্ কার্য অসাধ্য তোমার॥
রাম বলে হনু দিল পর্বত আনিয়া।
আপনি সুষেণ লও ঔষধ চিনিয়া॥
আনন্দে সুষেণ হনুমানেরে বাখানি।
চিনিয়া ঔষধ আনে বিশল্যকরণী॥
ঔষধ আনিয়া দিল লক্ষ্মণের নাকে।
আনন্দে বানরগণ রামজয় ডাকে॥
অন্তরে অন্তরে বিন্ধে ঔষধের ঘ্রাণ।
সজ্ঞান হইল বীর সঞ্চারিল প্রাণ॥
চক্ষু মেলি লক্ষ্মণ শ্রীরাম-পানে চান।
লক্ষ্মণে দেখিয়া রামের স্থির হল প্রাণ॥
ভাই ভাই বলি রাম হন উতরোল।
পুলকেতে শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেন কোল॥

অন্তরীক্ষ-পথে পুনঃ চলে হনুমান।
যথাস্থানে রাখিলেন সে গন্ধমাদন॥

—

॥ মহীরাবণের পালা ॥

কোলাহল শুনে ভাবে রাজা দশানন।
মরিয়ে মানুষ বেটা পাইল জীবন॥
মরিয়ে না মরে এ কি বিপরীত হেরি।
জানিলাম মজিল কনক-লঙ্কাপুরী॥
পাতালে আছয়ে পুত্র সে মহীরাবণ।
মহাতেজ ধরে পুত্র জিনে ত্রিভুবন॥
হেন পুত্র থাকিতে মজিল লঙ্কাপুরী।
তাহার সম্মুখে যুঝিবেক কোন্ বৈরী॥
একমনে চিন্তে তারে রাজা লঙ্কেশ্বর।
টনক নড়িল তার কপাল-উপর॥
অবিলম্বে উপনীত লঙ্কার ভিতর।
সিংহাসনে বসি কাঁদে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
মহী দেখি মহারাজ ত্যজে সিংহাসন।
আলিঙ্গন দিয়া কোলে লইল নন্দন॥
সিংহাসনে দুজনে বসিল একাসনে।
করজোড় করি মহী বলে পিতৃস্থানে॥
কোন্ কার্যে পিতা মোরে করিলে স্মরণ।
আজ্ঞা করো উদ্ধারিব কোন্ প্রয়োজন॥
কান্দিয়া রাবণ বলে চক্ষে পড়ে জল।
লঙ্কার দুর্গতি যত কহিল সকল॥
দুর্জয় লক্ষ্মণ-রামে জিনিতে না পারি।
সংকটে পড়িয়া বাপু তোমারে যে স্মরি॥
রাবণ কহিল যদি এতেক কাহিনী।
সে মহীরাবণ কহে জোড় করি পাণি॥
কটাক্ষে মারিব যারে তার সঙ্গে রণ।
হেন মায়া করিব না জানে কোনো জন॥

নর-বানর ভুলাইব কত বড় কাজ।
আর দুঃখ না ভাবিয়ো শুন মহারাজ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তব বৈরী দুইজনে।
নরবলি দিব লয়ে পাতালভুবনে॥
দুইজনে কহে কথা বসি সিংহাসনে।
মায়াবলে সব তত্ত্ব জানে বিভীষণে॥
বিভীষণ কহে আসি করি জোড়হাত।
আজি বড় সংকট যে দেখি রঘুনাথ॥
রাবণের পুত্র এক সে মহীরাবণ।
মায়ার সাগর বেটা বুদ্ধে বিচক্ষণ॥
হেন দুষ্ট আসিয়াছে লঙ্কার ভিতরে।
আজি নিশি জাগো সবে হইয়া সত্বরে॥
এত শুনি রামে কহে পবননন্দন।
বিষ্ণুচক্র আকাশে করহ আচ্ছাদন॥
চক্র-আচ্ছাদন যদি রহিল গগনে।
শূন্যেতে আসিতে পাবে কাহার পরানে॥
বিশ্বকর্মা-পুত্র নল মায়ার নিদান।
পাতালে রহুক গিয়া হয়ে সাবধান॥
সাবধান হয়ে সবে রহ সারি সারি।
লেজে গড় বান্ধি আমি তাহে থাকি দ্বারী॥
লেজ হয় দীর্ঘাকার শতেক যোজন।
গড়িল বিচিত্র গড় পবননন্দন॥
গড়ের দ্বারেতে দ্বারী আপনি সে রহে।
কার সাধ্য প্রবেশ করিতে পারে তাহে॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি ঘোর অন্ধকার।
বিভীষণ বলে শুন পবনকুমার॥
আপনি পবন যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তারে নাহি দিবে হেথা॥
এত বলি বাহির হইল বিভীষণ।
গড়ের চৌদিকে দেখে করিয়া ভ্রমণ॥
রাবণে প্রণাম করে সে মহীরাবণ।
শ্রীরামের নিকটেতে করিল গমন॥

মনে মনে ভাবে মহী রাবণনন্দন।
মায়াতে হরিব আজি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
দশরথ হয়ে আসি দিল দরশন।
দশরথ বলে শুন পবননন্দন ॥
আমার সন্তান দুটি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সনে করি দরশন ॥
হনুমান বলে গোসাঞি করি নিবেদন।
ক্ষণেক বিলম্ব করো আসুক বিভীষণ ॥
হেনকালে বিভীষণ দিলা দরশন।
তরাসে পলায়ে গেল সে মহীরাবণ ॥
ভরত হইয়া পুনঃ এল হনু-কাছে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই কোথা আছে ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কোথা করি দরশন।
এত শুনি কহিলেন পবননন্দন ॥
ক্ষণেক বিলম্ব করো আসুক বিভীষণ।
এত শুনি পাছু হাঁটে সে মহীরাবণ ॥
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ।
কহিল সকল কথা পবননন্দন ॥
বিভীষণ বলে শুন আমার বচন।
দ্বার না ছাড়িবে যদি আইসে পবন ॥
এতেক বলিয়া তিনি করেন গমন।
বিভীষণ হয়ে মহী দিল দরশন ॥
হনুমান বলে তুমি গেলে এইক্ষণে।
এত শীঘ্র ফিরে এলে কিসের কারণে ॥
মহীরাবণ বলে শুন পবননন্দন।
চোর মায়া কত জানে সে মহীরাবণ ॥
সাবধানে থাকো হনু আজিকার নিশি।
রাম-লক্ষ্মণের হাতে রক্ষা বেঁধে আসি ॥
এতেক বলিয়া মহী গড়েতে প্রবেশে।
অলক্ষিতে গেল রাম-লক্ষ্মণের পাশে ॥
মহামায়া স্মরি ধুলা দিল উড়াইয়ে।
রাম-লক্ষ্মণ নিদ্রা যায় অচেতন হয়ে ॥

অচৈতন্য হয়ে পড়ে যতেক বানর।
হাত হতে খসে পড়ে গাছ ও পাথর॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দোঁহে নিদ্রা-অচেতন।
সুড়ঙ্গে লইয়া গেল আপন ভবন॥
হেথায় গড়ের দ্বারে এল বিভীষণ।
হনুমান-স্থানে বার্তা পুছে ঘনে ঘন॥
হনু জানে বিভীষণ গড়ের ভিতরে।
হনুমান দেখে তাকে গড়ের বাহিরে॥
হনুমান বলে সে রাক্ষস বিভীষণে।
ঔষধ বান্ধিতে তুমি গেলে যে এক্ষণে॥
বাহির হইয়া এলে কোন্ পথ দিয়া।
তোমারে দেখিয়া মোর স্থির নহে হিয়া॥
বিভীষণ বলে মহীরাবণ কপটে।
এসেছিল হনুমান তোমার নিকটে॥
কত রূপ হয়ে এল সে মহীরাবণ।
ভুলাতে না পেরে শেষে হল বিভীষণ॥
হনুমান বলে কথা শুনে লাগে ডর।
মায়াতে কি মহী গেল গড়ের ভিতর॥
বিভীষণ বলে শুন পবননন্দন।
চলো তবে দেখি গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
দ্রুতগতি যায় দোঁহে ধেয়ে ঊর্ধ্বমুখে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ নাই শূন্যময় দেখে॥
আশ্চর্য দেখিল তাহে সুড়ঙ্গ নির্মাণ।
রাম-লক্ষ্মণে না দেখে আকুল পরান॥
সুগ্রীব অঙ্গদ আদি ঘুমে অচেতন।
প্রমাদ পড়িল উঠ বলে বিভীষণ॥
কটক-ভিতরে শুনে হল মহারোল।
বানরমণ্ডলে উঠে ক্রন্দনের রোল॥

—

॥ শ্রীরাম-লক্ষ্মণের অন্বেষণে হনুমানের
পাতালপুরে গমন। মহীরাবণ বধ ॥

মারুতি বলেন আমি যাব অন্বেষণে।
স্বর্গ মর্ত পাতাল খুঁজিব ত্রিভুবনে ॥
সুগ্রীব রাজার কাছে হইয়া বিদায়।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করি হনুমান যায় ॥
যে পথে লক্ষ্মণ রামে হরেছে রাক্ষসে।
সেই পথে গেল বীর চক্ষুর নিমিষে ॥
সকল পাতালপুরী ভ্রমে একে একে।
মহীরাবণের পুরী দেখিল সম্মুখে ॥
ছদ্মবেশ ধরিয়া খুঁজিল সব পুরী।
রাক্ষসের পুরী যেন অমর-নগরী ॥
চক্ষুর নিমিষে গেল রাজ-অন্তঃপুরে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ যথা বন্দী আছে ঘরে ॥
চারি দিকে নিশাচর আছে অগণন।
ঘরের ভিতরে আছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
মক্ষিরূপে প্রবেশিল ঘরের ভিতরে।
শরীর ধারণ করি দোঁহে নমস্কারে ॥
শ্রীরাম বলেন শুন পবননন্দন।
বিপাকে পড়েছি হেথা হইবে কেমন ॥
জোড়হস্তে কহে হনু শ্রীরামের আগে।
রাক্ষস মারিতে প্রভু কোন্ ভার লাগে ॥
মহীর গৃহেতে আছে জগত-জননী।
তাঁহারে প্রত্যহ মহী পূজয়ে আপনি ॥
পূজান্তে কহিবে করো দেবীরে প্রণাম।
প্রণাম না জানি হেন কহিবে শ্রীরাম ॥
প্রণাম করিতে মহী দেখাবে তোমারে।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে রবে ভূমির উপরে ॥
আমি তবে খড়্গ লয়ে মহীরে কাটিব।
তাহারে বধিয়া আমি তোমা উদ্ধারিব ॥
মারুতির বচনে হরিষ দুই ভাই।
তোমা হতে সংকটেতে পরিত্রাণ পাই ॥

এই যুক্তি করিয়া রহিল তিনজন।
দেবীরে পূজিতে রাজা করিল গমন॥
আদেশিয়া আনাইল শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
দুজনারে রাখে এনে দেবীর দক্ষিণে॥
হেনকালে হনুমান প্রবেশিল ঘরে।
অলক্ষিতে রহিলেন দেবীর প্রান্তরে॥
পূজা করিবারে রাজা বসিল আসনে।
প্রতিমার আড়ে থাকি হনু দেখে শুনে॥
রাশি রাশি ফল ফুল দিয়ে রাজা পূজে।
শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল নানা বাদ্য বাজে॥
অর্চনা করিল রাজা খাণ্ডা খরশান।
প্রণাম করিতে মহী কৈল সন্বিধান॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বলে প্রণাম না জানি।
কেমনে প্রণাম করে দেখাও আপনি॥
বিধির নির্বন্ধ কভু খণ্ডাইতে নারে।
রামেরে দেখায় রাজা দণ্ডবৎ ক'রে॥
দেবীর হাতের খড়্গ লয়ে হনুমান।
লাফ দিয়ে মহীরে করিল দুইখান॥
প্রতিমা-রূপিণী দেবী মহামায়া হাসে।
অনুচরগণ দেখে পলায় তরাসে॥
মুক্ত করিলেন হনু শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
হনুর প্রতাপেতে হাসেন দুইজনে॥
হইয়ে হরিষযুক্ত চলে তিনজন।
আগে রাম পাছে হনু মধ্যেতে লক্ষ্মণ॥
সুড়ঙ্গের পথেতে উঠিলা তিনজন।
কৃত্তিবাস বিরচিত গীত রামায়ণ॥
চারি দ্বার চাপিয়া বানরের সিংহনাদ।
শুনিয়া রাবণরাজা গণিল প্রমাদ॥
মহীরাবণ পড়িল শুনিল দশানন।
জীবনের আশা ছাড়ি করিছে ক্রন্দন॥

॥ রাবণের তৃতীয় দিবস যুদ্ধে গমন ও পতন ॥

স্ত্রীলোকের ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে।
অভিমানে শোকে মত্ত রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
যুঝিবার তরে সাজে রাজা দশানন।
সর্বাঙ্গে ভূষিত কৈল রাজ-আভরণ ॥
ভয়ে অভিমানে রাজা আঁখি ছলছল।
কোপমনে যুঝিতে চলিল রণস্থল ॥
যতেক আছিল সৈন্য লঙ্কার ভিতর।
সাজিয়া রাবণ-সঙ্গে চলিল সত্বর ॥
রথোপরে যুঝে রাজা রাম ভূমিতলে।
দেবগণ কম্পমান গগনমণ্ডলে ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে লঙ্কেশ্বর।
বাণ ফুটে রঘুনাথ হইল কাতর ॥
কাতর হইয়া রাম ধনু দিল টান।
বিন্ধি রাবণের অঙ্গ কৈল খান্‌খান্‌ ॥
বানরেতে গাছ পাথর ফেলে চারি ভিতে।
চারি দিকে মারে রাবণ না পারে সহিতে ॥
বজ্র অস্ত্র মারে রাম রাবণ-উপর।
মূর্ছিত হইয়া পড়ে রথের উপর ॥
হাত-পা আছাড়ি রাজা করে ধড়্‌ফড়্‌।
রাবণ লয়ে সারথি উঠিয়া দিল রড় ॥
কত দূরে গিয়া রাজা পাইল চেতন।
সারথিরে গালি পাড়ে ঘূর্ণিতলোচন ॥
কোপমনে অশ্বপৃষ্ঠে মারিল চাবুক।
বেগে উত্তরিল রথ রামের সম্মুখ ॥
শক্তিমত ধনুক টানয়ে দুইজনে।
অগ্নিসম দেখে কম্প লাগে ত্রিভুবনে ॥
রোধ হল চন্দ্রসূর্য-গমনাগমন।
দিবা রাত্রি সপ্তাহ বিচ্ছেদ নাহি রণ ॥
সপ্তদিন নাহি দেখি কে আছে কোথায়।
সুগ্রীব অঙ্গদ আদি পলাইয়া যায় ॥

নল নীল সুষেণ পলায় হনুমান।
সসৈন্যে পলায় সবে লইয়া পরান ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ক্রোধে শমন-সমান।
ঝাঁকে ঝাঁকে ফেলে যেন যমসম বাণ ॥
যত নিশাচর পলায় ফেলে ধনুর্বাণ।
দলবল সহিত পলায় জাম্বুবান ॥
ব্রহ্মকবচ কাটি রাম তীক্ষ্ণ অস্ত্র হানে।
তবু যুঝে দশানন শ্রীরামের সনে ॥
যত বাণ মারে রাম না মরে রাবণ।
রাবণ মরিবে কিসে ভাবে নারায়ণ ॥
বিভীষণ কহিলেন রামের গোচরে।
রাবণের মৃত্যু-বাণ রাবণের ঘরে ॥
মন্দোদরী নিকটেতে আছে যে নির্ঘাস।
সে বাণ আনিলে হয় রাবণ-বিনাশ ॥
মন্দোদরী-অন্তঃপুর ভয়ংকর স্থান।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ নিকটে না যান ॥
এত যদি কহিল রাক্ষস বিভীষণ।
হেনকালে উপনীত পবননন্দন ॥
হনুমান বলে কেন ভাব রঘুমণি।
আমি গিয়া মৃত্যুবাণ আনিব এখনি ॥
এত বলি রঘুনাথে প্রণাম করিয়ে।
জাম্বুবান-সুগ্রীবের পদধূলি লয়ে ॥
ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে করিল প্রবেশ।
মায়া করি নিল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রানী পুলকিতমন।
বৈস বৈস বলি দিল রত্ন-সিংহাসন ॥
রানী দিল সিংহাসন তাহে না বসিয়ে।
কক্ষে ছিল কুশাসন বসিল বিছায়ে ॥
দ্বিজ বলে আমি বড় জ্যোতিষে পণ্ডিত।
চিরকাল চিন্তা করি রাবণের হিত ॥
নর-বানরেতে আসি পাড়িল প্রমাদ।
রাজার হউক জয় করি আশীর্বাদ ॥

প্রত্যহ জ্যোতিষ গণি দেখি পূর্বাপর।
কি করিতে পারিবেক নর ও বানর॥
যে ধন মন্দোদরী আছে তোমার ঘরে।
শত রামে রাবণের কি করিতে পারে॥
মন্দোদরী বলে এমন আছয়ে কি ধন।
দ্বিজ বলে দেখিলাম করিয়া গণন॥
জ্যোতিষ-গণনে জানি যত সমাচার।
রাজার জীবন-মৃত্যু গৃহেতে তোমার॥
প্রবন্ধে রাবণ রাজা হয়েছে অমর।
প্রকাশিয়ে না কহিবে কাহার গোচর॥
বিপ্রের বচনে রানীর হল বিস্ময়।
সামান্য গণক এই দ্বিজবর নয়॥
এত ভাবি মন্দোদরী কহে দ্বিজবরে।
লুকায়ে রেখেছি তাহা পরম আদরে॥
দ্বিজ বলে তুষ্ট হলেম তোমার বচনে।
সাবধানে রেখো যেন কেহ নাহি শুনে॥
এত বলি দ্বিজবর চলিলা সত্বরে।
পদ দুই গিয়া পুনঃ দাণ্ডাইল ফিরে॥
দ্বিজবর কহে শুন রানী মন্দোদরী।
যত কহ তবু তুমি হীনবুদ্ধি নারী॥
রেখেছ গোপনে সত্য মিথ্যা কভু নয়।
তথাপি তোমার বাক্যে না হয় প্রত্যয়॥
ঘরভেদী বিভীষণ যে দারুণ বৈরী।
প্রমাদ ঘটাতে পারে কুমন্ত্রণা করি॥
মন্দোদরী বলে দ্বিজ না ভাব অন্তরে।
বিভীষণের সাধ্য হতে থাকিল বাহিরে॥
পরম সাপক্ষ তুমি রাজার পক্ষেতে।
বিশেষ না কব কেন তোমার সাক্ষাতে॥
তব আশীর্বাদে তাহা কে লইতে পারে।
রেখেছি জড়িত এই স্তম্ভের ভিতরে॥
বিশেষ নারীর মুখে শুনিয়া মারুতি।
ভাঙিল স্ফটিকস্তম্ভ মারি এক লাথি॥

ভাঙিতে স্ফটিকস্তম্ভ দৃষ্ট হল বাণ।
বাণ লয়ে লাফ দিল বীর হনুমান॥
নিজ মূর্তি ধরি গিয়া বসিল প্রাচীরে।
আর এক লাফে গেল রামের গোচরে॥
বাণ দিয়ে রঘুনাথে করিল প্রণাম।
মহানন্দে হনুমানে কোল দেন রাম॥
শ্রীরাম বলেন রাজা কি ভাবিছ বসে।
মরণ নিকট তব যুদ্ধ দেহ এসে॥
এত বলি দিলা রাম ধনুকে টংকার।
শ্রীরাম-রাবণে যুদ্ধ বাজে আর বার॥
হইল বিষম যুদ্ধ না যায় গণন।
মহাকোপে বাণবৃষ্টি করিছে রাবণ॥
মৃত্যু-অস্ত্র রঘুনাথ জুড়ে মন্ত্রবলে।
ধূম উঠে বাণমুখে ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে॥
মহাশব্দ করিয়া সঘনে গর্জে বাণ।
দেখিয়া যে রাবণের উড়িল পরান॥
চিনিল রাবণ রাজা দেখি মৃত্যুবাণ।
জানিল যে এই বাণে বাহিরাবে প্রাণ॥
বিশ্বামিত্র স্মরি বাণ ছাড়ে রঘুবীর।
রাবণের বুকে বিন্ধি কৈল দুই চির॥
ছটফট করে রাজা পড়ি ভূমিতলে।
ব্রহ্মাদি দেবতা দেখে গগনমণ্ডলে॥
পর্বত জিনিয়া অঙ্গ ধরণী লোটায়।
দেখিয়া দয়াল রাম করে হায় হায়॥
বিভীষণ রাবণেরে তুলি নিল কোলে।
কান্দিতে লাগিল তবে ভাই ভাই বলে॥
অন্তঃপুরে শুনে সবে পড়িল রাবণ।
দেখিবারে ধাইল যতেক নারীগণ॥
মন্দোদরী কান্দে ধরি স্বামীর চরণে।
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার মরণে॥
কেন বা আনিলে সীতা এ কালসাপিনী।
স্বর্ণলঙ্কাপুরে না রহিল এক প্রাণী॥

পতিপুত্র মরিল কেমনে প্রাণ ধরি।
ধরণী লোটায়ে কাঁদে রানী মন্দোদরী॥
বিভীষণ বলে শুন রানী মন্দোদরী।
আর না বিলাপ কর চলো অন্তঃপুরী॥
রাবণের চিতাধূম উঠে ততক্ষণ।
মুক্ত হয়ে গেল রাবণ বৈকুণ্ঠভুবন॥

—

॥ বিভীষণের অভিষেক ॥

রণে অবসর পেয়ে কমললোচন।
লক্ষ্মণ-সহিত গিয়া বসিল তখন॥
রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ।
বিভীষণে অভিষেক কৈল নারায়ণ॥
ছত্রদণ্ড দিল আর স্বর্ণলঙ্কাপুরী।
অভিষেক করি দিল রানী মন্দোদরী॥
লঙ্কাপুরে ভূপতি হইল বিভীষণ।
কৃত্তিবাস বিরচিত গীত রামায়ণ॥

—

॥ সীতার অগ্নি-পরীক্ষা ॥

পাত্রমিত্র লয়ে রাম বসিল দেওয়ানে।
সীতারে আনিতে পাঠাইল হনুমানে॥
সীতারে আনিতে ধায় পবননন্দন।
প্রবেশিল হনুমান অশোকের বন॥
সীতারে দেখিয়া হনু নোঙাইল মাথা।
জোড়হাতে কহে বীর শ্রীরামের কথা॥
হনুর নিকটে শুনি এতেক কাহিনী।
আনন্দ-সাগরে ভাসে সীতা-ঠাকুরানী॥
বিভীষণ আনে দোলা রতনে মণ্ডিত।
সীতার সম্মুখে আনি কৈল উপস্থিত॥

মন্দোদরী প্রণাম করিল হেনকালে।
ধুলায় ধুসর অঙ্গ আলুয়িত চুলে॥
মন্দোদরী বলে শুন জনকনন্দিনী।
তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী॥
পুরী-সহ বিনাশ করিয়া কোপাগুণে।
আনন্দে চলেছ তুমি রাম-সম্ভাষণে॥
এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিষদৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ॥
যদি সতী হই থাকে পতিপ্রতি মন।
কখনও আমার শাপ না হবে খণ্ডন॥
এত বলি অন্তঃপুরে গেল মন্দোদরী।
সীতা লয়ে বিভীষণ গেল ত্বরা করি॥
রামের চরণে সীতা করে নমস্কার।
করিলেন লক্ষ্মণেরে বাৎসল্য ব্যাভার॥
করপুটে সীতা রহিলেন সভাস্থানে।
লক্ষ্মণ প্রণাম করে তাঁহার চরণে॥
শ্রীরাম ব্যাকুল অতি হরিষ-বিষাদে।
সতী স্ত্রী ছাড়িতে চান লোক-অপবাদে॥
বহিছে চক্ষুর জল শ্রীরাম কাতর।
সীতারে বলেন কিছু নিষ্ঠুর উত্তর॥
আমার না ছিল কেহ সীতা তব পাশ।
ব্যবহার তোমার না জানি দশ মাস॥
কেহ কিছু নাহি বলে স্তব্ধ সর্বজন।
ধীরে ধীরে কন সীতা মুছিয়া নয়ন॥
জনক রাজার বংশে আমার উৎপত্তি।
দশরথ শ্বশুর যে তুমি-হেন পতি॥
ভালোমতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি॥
কৃপা করো লক্ষ্মণ করহ এ প্রসাদ।
অগ্নিকুণ্ড সাজাও ঘুচুক অপবাদ॥
লক্ষ্মণ রামের স্থানে চাহেন সম্মতি।
শ্রীরাম বলেন কুণ্ড সাজাও সম্প্রতি॥

লক্ষ্মণ রামের বাক্যে সাজাইল কুণ্ড ।
বানর কটক বহু আনিল শ্রীখণ্ড ॥
কনক-অঞ্জলি দিয়া অগ্নির উপরে ।
জোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে ॥
কায়মনোবাক্যে যদি হই আমি সতী ।
তবে অগ্নি তব কাছে পাব অব্যাহতি ॥
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে সবিশেষ ।
সীতা-সতী অগ্নিমধ্যে করেন প্রবেশ ॥



আকাশ পাতাল জুড়ে অগ্নিশিখা জ্বলে ।
আপনি উঠিল অগ্নি সীতা লয়ে কোলে ॥
অগ্নি হতে উঠিলেন সীতা-ঠাকুরানী ।
যেমন তেমনি আছে গাত্রবস্ত্রখানি ॥
শ্রীরামের হাতে সীতা করি সমর্পণ ।
স্বস্থানে প্রস্থান অগ্নি করেন তখন ॥
শ্রীরাম বলেন শুহে রাক্ষসাধিপতি ।
আমার বচন তুমি করো অবগতি ॥

চতুর্দশ বর্ষ ভ্রমিলাম বহু ক্লেশে।
হেন যুক্তি করো যেন ঝাঁট যাই দেশে॥
বিভীষণ বলে প্রভু পেলে বড় ক্লেশ।
একদিন মধ্যে তুমি যাবে নিজ দেশ॥
কুবেরের রথ যে পুষ্পক তার নাম।
একদিনে তোমারে লইবে নিজ গ্রাম॥
শ্রীরাম বলেন প্রীত হইনু তোমারে।
বিলম্ব না কর তুমি আমা রাখিবারে॥
চড়েন পুষ্পকে রাম-সীতা কুতূহলে।
মুখ ঢাকিলেন সীতা নেতের অঞ্চলে॥
সুমিত্রানন্দন বীর চড়িলেন তাতে।
একপাশে রহিলেন ধনুর্বাণ হাতে॥
সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজ দেশে।
লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

—

॥ শ্রীরামচন্দ্রের দেশে আগমন ॥

হনুমানে শ্রীরাম করেন আজ্ঞাদান।
ভরতেরে সমাচার দেহ হনুমান॥
নন্দীগ্রামে যাইবেক ভরত-উদ্দেশে।
কহিবে সকল কথা অশেষ বিশেষে॥
নিজরূপে হনুমান উঠিল গগনে।
ভরতের কাছে যায় ত্বরিতগমনে॥
শত্রুঘ্নেরে ভরত করেন সম্বিধান।
সুদিন হইল ভাই দুঃখ-অবসান॥
বশিষ্ঠ নারদ চলে কুলপুরোহিত।
সংসারের লোক চলে হয়ে আনন্দিত॥
আবৃত হইল দোলা নেতের উয়াড়ে।
সাত শত সতীনে কৌশল্যাদেবী নড়ে॥
ভরতে দেখিয়া রাম হলেন কাতর।
অস্থি-চর্ম-সার অতি ক্ষীণ-কলেবর॥

রথোপরি চারি ভায়ে হল দরশন।
চতুর্দশ বৎসরান্তে দেন আলিঙ্গন॥
এক ঠাঁই চারি ভাই হইল মিলন।
আনন্দে অমরে করে পুষ্পবরিষন॥
শ্রীরাম বশিষ্ঠ গুরু করেন বন্দন।
সবারে বন্দেন রাম কুলের ব্রাহ্মণ॥
মাতা ও বিমাতা সবে করেন প্রণাম।
আশীর্বাদ করে চিরজীবী হও রাম॥
পুলকে পূর্ণিত হয়ে কান্দে দুই রানী।
দুইজনে প্রণমিলা সীতা-ঠাকুরানী॥
কান্দেন সুমিত্রা রানী সীতা লয়ে কোলে।
তিনজনে তিতিলেন নয়নের জলে॥
সুমিত্রার আগে রাম জোড়হাতে কন।
এই লহ মাতা তব প্রাণের লক্ষ্মণ॥
বনেতে গমন আমি কৈনু যেইকালে।
হাতে হাতে লক্ষ্মণেরে সঁপে দিয়াছিলে॥
প্রাণের দোসর মম লক্ষ্মণ যে ভাই।
লক্ষ্মণের গুণে বনে দুঃখ জানি নাই॥
পিতৃসত্য পালিয়া আইনু দেশে ফিরে।
তোমার লক্ষ্মণে এনে দিলাম তোমারে॥
সুমিত্রা বলেন রাম কত কহ আর।
আমার লক্ষ্মণ নহে জানিয়ো তোমার॥
ভরত বলেন প্রভু নিবেদি চরণে।
ব্রত সাঙ্গ হল মম তোমা-আগমনে॥
গচ্ছিত আমার কাছে আছে পিতৃরাজ্য।
তোমার আজ্ঞাতে করিয়াছি রাজকার্য॥
আজ্ঞা করো রাজ্য লও বোসো সিংহাসনে।
সেবা করে থাকি রাম-সীতার চরণে॥
শ্রীরাম ভূপতি হন আসি অযোধ্যায়।
বাসনা করিয়া সবে চলিল তথায়॥
শুভদিনে শ্রীরাম বসেন সিংহাসনে।
চারি ভিতে চামর ঢুলায় রাজগণে॥

যে দুঃখ পাইয়াছিল রাম গেলে বনে।
পাসরিলা এবে সবে সদা দরশনে ॥
এইরূপে শ্রীরাম হইয়া আনন্দিত।
রাজত্ব করেন তিন ভ্রাতার সহিত ॥
কৃত্তিবাস কবির কবিত্ব সুধাভাণ্ড।
এত দূরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড ॥

—



উত্তরাকাণ্ড

॥ শ্রীরামের রাজত্ব ও সীতার বনবাস ॥

শ্রীরাম করেন রাজ্য ধর্ম্মপরায়ণ।
রাজ্যে নাহি দুর্ভিক্ষ কি অকালমরণ ॥
নিবাস করেন রাম সীতাদেবী-সঙ্গে।
ষড়্‌ঋতু বঞ্চন করেন নানা রঙ্গে ॥
একদিন রঘুনাথ আইলা বাহিরে।
পাত্রমিত্র সকলেতে কানাকানি করে ॥
রাবণের ঘরে সীতা ছিল দশ মাস।
হেন সীতা লয়ে রাম করেন নিবাস ॥
পাত্রমিত্র ভয় পেয়ে করে কানাকানি।
সীতা-নিন্দা রঘুনাথ শুনিলা আপনি ॥
উপহাস করে লোকে সহিতে না পারি।
ডাক দিয়া রঘুনাথ আনিল দুয়ারী ॥
দুয়ারী ডাকিয়া রাম বলেন বচন।
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নে ডাকিয়া আনো ॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা সে দ্বারী সত্বর।
তিনজনে আনি দিল রামের গোচর ॥
তিন ভাই আসিয়া বন্দিল শ্রীচরণ।
তিন ভায়ে লয়ে যুক্তি করেন তখন ॥

শ্রীরাম বলেন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ।
সীতা লয়ে রাখো গিয়া মুনি-তপোবন ॥
বাল্মীকির তপোবন খ্যাত চরাচরে।
দেশের বাহিরে সীতা রাখো নিয়া দূরে ॥
কালি সীতা বলিলেন আমারে আপনি।
নানা রত্নে তুষিব সে মুনির ব্রাহ্মণী ॥
এই কথা কহো গিয়া প্রাণের লক্ষ্মণ।
রামের আজ্ঞায় তুমি চলো তপোবন ॥
এ কথা কহিলে তাঁর পড়িবেক মনে।
সীতা যাবে আপনি মুনির তপোবনে ॥
এত যদি নিষ্ঠুর বলিল রঘুনাথ।
তিন ভায়ের মুণ্ডে যেন পড়ে বজ্রাঘাত ॥
হাহাকার করি লক্ষ্মণ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
কি দোষেতে সীতারে দিবে হে বনবাস ॥
শ্রীরাম বলেন ভাই না কর বিষাদ।
সীতা গৃহে থাকিলে হইবে অপবাদ ॥
শ্রীরামের কথাতে লক্ষ্মণে লাগে ভয়।
সুমন্ত্রে আনিয়া তবে কথাবার্তা কয় ॥
রথ-সহ সুমন্ত্রেরে রাখিয়া দুয়ারে।
প্রবেশ করেন লক্ষ্মণ সীতার আগারে ॥
লক্ষ্মণ বলেন মাতা করো অবধান।
শ্রীরামের আজ্ঞাতে আইনু তব স্থান ॥
কালি তুমি কহিয়াছ রাম-বিদ্যমানে।
সাক্ষাৎ করিতে যাবে মুনিপত্নী-সনে ॥
আইলাম তব স্থানে এই সে কারণ।
মম সঙ্গে চলো বাল্মীকির তপোবন ॥
মণি রত্ন ধন লহ যেবা লয় চিতে।
নানা রত্ন লয়ে আসি উঠ দিব্যরথে ॥
ইহা শুনি সীতাদেবী গেলেন ভাণ্ডারে।
নানা রত্ন আনিলেন অতি যত্ন ক'রে ॥
ভরত শত্রুঘ্ন আছে রামের নিকট।
সীতা লয়ে যান লক্ষ্মণ করিয়া কপট ॥

সীতা বলে আজি কেন দেখি অমঙ্গল।
নাহি জানি রঘুনাথ চিন্তে অকুশল॥
লক্ষ্মণ বলেন সীতা না হও ব্যাকুল।
হেরো দেখো আইলাম যমুনার কূল॥
বিধির নির্বন্ধ কর্ম খণ্ডন না যায়।
এ কূলে রাখিয়া রথ দোঁহে চলি যায়॥
পার হয়ে যান বাল্মীকির তপোবন।
আগে সীতাদেবী যান পশ্চাতে লক্ষ্মণ॥
কাঁদিতেছে লক্ষ্মণ মনেতে পেয়ে ভয়।
লক্ষ্মণের ক্রন্দনেতে সীতা ভীতা হয়॥
সীতাদেবী জিজ্ঞাসেন দেবর লক্ষ্মণ।
কি কারণে উচ্চৈঃস্বরে করিছ ক্রন্দন॥
লক্ষ্মণ কহেন কব কেমন সাহসে।
রামের আজ্ঞায় তোমা আনি বনবাসে॥
মহাত্রাস পায় সীতা শুনিয়া সকল।
শ্রাবণের ধারা-সম চক্ষে পড়ে জল॥
এতদূরে আসি মোরে বলিলে লক্ষ্মণ।
কপটে আনিলে বাল্মীকির তপোবন॥
না দিবেন দেশের মধ্যেতে যদি স্থান।
পরীক্ষা করিয়া কেন কৈলা অপমান॥
যমুনায় ত্যজি প্রাণ তোমার সম্মুখে।
রঘুবংশে কলঙ্ক ঘুষুক সর্বলোকে॥
পাঁচ মাস গর্ভ মোর দেখো বিদ্যমান।
আমি মৈলে মরিবেক রামের সন্তান॥
আমা লাগি প্রভু লজ্জা পাইল সভায়।
বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলা আমায়॥
লক্ষ্মণ বিদায় মাগে করি জোড়হাত।
কাঁদিয়া বলেন সীতা কোথা রঘুনাথ॥
সীতাদেবী রাখিয়া লক্ষ্মণ বীর নড়ে।
কান্দিতে কান্দিতে বীর নায়ে গিয়া চড়ে॥
নৌকায় হইয়া পার চড়িলেন রথে।
কোথা রাম বলি সীতা লাগিলা কান্দিতে॥

উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সীতা বনের ভিতর।
শিষ্য সঙ্গে আইল বাল্মীকি মুনিবর॥
পরম আদরে সীতায় লয়ে যান মুনি।
সীতারে রাখিল লয়ে যথায় ব্রাহ্মণী॥
মুনিপত্নী সহিত রহেন তপোবন।
কান্দিয়া অযোধ্যা-পুরে ফিরেন লক্ষ্মণ॥
দশ মাস গর্ভকাল করিয়া যাপন।
প্রসব করিল সীতা যমজ নন্দন॥
লব আর কুশ নাম রাখে মুনিবর।
পুত্রমুখ চাহি সীতা হরিষঅন্তর॥



দিনে দিনে বাড়ে দুই জানকী নন্দন।
মুনিবর দেয় শিক্ষা করিয়া যতন॥
রচিল যে সপ্তকাণ্ড গীত রামায়ণ।
শিখাইল লব কুশে হরষিত মন॥

—

॥ শ্রীরামের অশ্বমেধ-যজ্ঞ ॥

শ্রীরাম পালেন প্রজা অযোধ্যা-নগরে।
রামরাজ্যে প্রজা সব সুখে বাস করে ॥
এইরূপে কাটিল দ্বাদশ বৎসর।
অশ্বমেধ-যজ্ঞকথা চিন্তে রঘুবর ॥
রাম বলেন অশ্বমেধ করিলাম সার।
অশ্বমেধ যজ্ঞ সম ক্রিয়া নাহি আর ॥
এত যদি কহিলেন কমললোচন।
শুনিয়া হরিষ হইল ভরত-লক্ষ্মণ ॥
নানা রত্ন আনি দিল বিশায়ের স্থানে।
যজ্ঞশালা বিশ্বকর্মা করেন গঠনে ॥
দিল মণিমাণিক্যাদি প্রবাল বিস্তর।
বিশ্বকর্মা যজ্ঞকুণ্ড নির্মাণ সত্বর ॥
যত মুনি আইলেন নাম নাহি জানি।
আইলেন আদি কবি বাল্মীকি আপনি।
মুনিগণ সকলে করিল বেদধ্বনি।
যজ্ঞ করিবারে রাম বসেন আপনি ॥
সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম করে এই জ্ঞানে।
স্বর্ণসীতা আনিল সে শাস্ত্রের বিধানে ॥
দেশে দেশে চলিল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
নিমন্ত্রণ পাইয়া আসিল রাজগণ ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ আদি শাখামৃগগণ।
জ্ঞাতিগণ-সহ আসে রাজা বিভীষণ ॥
বশিষ্ঠ বিশিষ্ট আর সুমন্ত্র সারথি।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য করিল সংগতি ॥
যখন ভরত বীর যেই আজ্ঞা করে।
সেই দ্রব্য শত্রুঘ্ন যোগায় অনিবারে ॥
জয়পত্র ঘোড়ার কপালেতে লিখন।
দিলেন শত্রুঘ্ন বীরে ঘোড়ার রক্ষণ ॥
শ্রীরাম বলেন শুন শত্রুঘ্ন ভাই।
যজ্ঞপূর্ণকালে যেন এই ঘোড়া পাই ॥

দিগ্‌ দিগন্তরে ঘোড়া যায় দেশে দেশে।
ছ মাসের পথ যায় চক্ষুর নিমিষে॥



জয়পত্র ঘোড়ার কপালেতে লিখন।
ঘোড়া দেখি প্রাণ উড়ে যত রাজগণ॥
মিলিল সকল রাজা আসিয়া তথাই।
পরাজয় মানিলেক শত্রুঘ্নের ঠাঁই॥
হেনমতে তিন দিক করি আসে জয়।
ঘোড়া লয়ে শত্রুঘ্ন যজ্ঞ-কাছে রয়॥
প্রায় যজ্ঞ সমাপন হয় এইক্ষণে।
দৈবের নির্বন্ধ ঘোড়া গেল সে দক্ষিণে॥
তুরগ পবনবেগে করিল প্রয়াণ।
উপস্থিত হইল বাল্মীকিমুনি-স্থান॥
লব-কুশ বৃক্ষতলে নানা খেলা খেলে।
হেনকালে অশ্ব এল সে গাছের তলে॥
ঘোড়া দেখি হরিষ হইল দুইজন।
হেমপত্র তার ভালে দেখিল লিখন॥
জয়পত্র দেখি দুই ভাই কোপে জ্বলে।
জিজ্ঞাসা করিয়া ঘোড়া বাঁধে বৃক্ষমূলে॥

—

॥ লব-কুশের সহিত যুদ্ধে শত্রুঘ্ন, ভরত ও লক্ষ্মণের পতন ॥

সৌমিত্রির আগে দূত কহে বারেবার।
মহারাজ ঘোড়া বন্দী হইল তোমার ॥
শুনিয়া সৌমিত্রি বীর করেন বিষাদ।
বিধির নির্বন্ধ কিবা পড়িল প্রমাদ ॥
না জানি কাহার সনে হইবেক রণ।
এতেক চিন্তিয়া বীর করিল গমন ॥
ঘোড়া লয়ে দুই ভাই খেলে বারে বার।
লব-কুশে দেখিয়া তাহার চমৎকার ॥
লব-কুশ খেলা করে দেখি শত্রুঘন।
জিজ্ঞাসা করয়ে ঘোড়া বাঁধে কোন্‌জন ॥
শত্রুঘ্নের কথা শুনি দুই ভাই হাসে।
কি নাম ধরহ তুমি থাক কোন্ দেশে ॥
শত্রুঘ্ন বলেন মম জন্ম সূর্যবংশে।
চারি ভাই থাকি মোরা অযোধ্যা-প্রদেশে ॥
দাশরথি আমরা যে ভাই চারিজন।
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ ॥
এতেক বলিল যদি বীর শত্রুঘ্ন।
রুষিয়া সে লব-কুশ করিছে তর্জন ॥
চারি ভাই তোমরা আমরা দুই ভাই।
আজি ঘোড়া লয়ে যাও মোরা তাই চাই ॥
নানা অস্ত্র দুই ভাই ফেলে চারি ভিতে।
শত্রুঘ্ন কাতর অতি না পারে সহিতে ॥
লব বলে কুশ শুন আমার বচন।
তুমি সৈন্য মারো আমি মারি শত্রুঘন ॥
কুশ বাণ জুড়িল লবেরে করি পাছে।
সন্ধান পূরিয়া গেল সৌমিত্রির কাছে ॥
উভয়ের বাণ গিয়া গগনেতে উঠে।
উভয়ে বরিষে বাণ উভয়েতে কাটে ॥
নানা অস্ত্র দুইজন করে অবতার।
চারি দিকে পড়ে বাণ অগ্নির সঞ্চার ॥

এড়িল সকল বাণ সৌমিত্রি নিপুণ।
ফুরাইল সব বাণ শূন্য হল তূণ॥
মহাপাশ বাণ কুশ জুড়িল ধনুকে।
সিংহের গর্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে॥
গলায় লাগিল পাশ মৃত্যু-দরশন।
মহাপাশ বাণাঘাতে পড়ে শত্রুঘন॥
শত্রুঘ্ন পড়িয়া রহে রণের ভিতর।
মহানন্দে দুই ভাই চলিলেক ঘর॥
কহিতে লাগিল গিয়া মায়ের গোচর।
দুই ভাই খেলিলাম এ দুই প্রহর॥
দুই শিশু লয়ে সীতা রহিল সন্তোষে
শত্রুঘ্নের বার্তা লয়ে দূত গেল দেশে।
পাত্রমিত্র সহ রাম আছে যজ্ঞস্থানে।
হেনকালে ভগ্নদূত গেল সেইখানে॥
ভয় লাগি প্রভু বলিবারে বিবরণ।
সৈন্যসহ যুদ্ধেতে পড়িল শত্রুঘন॥
দূত কহে মহারাজ দুই মুনিসুত।
যুদ্ধ করে সমরে সাক্ষাৎ যমদূত॥
ঘোড়া বন্দী করিল তাহারা দুইজন।
এতেক প্রমাদ পড়ে ঘোড়ার কারণ॥
সে কথা শুনিয়া রাম করেন চিন্তন।
প্রমাদ পড়িল দৈবে না যায় খণ্ডন॥
ভরত লক্ষ্মণ বলে যদি আজ্ঞা পাই।
শিশু ধরিবারে যাই মোরা দুই ভাই॥
এতেক বলিল যদি ভরত লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম দিলেন আজ্ঞা উভয়ে তখন॥
বিদায় হইয়া যান ভরত লক্ষ্মণ।
বাল্মীকির তপোবনে করিল গমন॥
কটক সমেত পড়ি আছে শত্রুঘন।
সেইখানে গেলেন শ্রীভরত-লক্ষ্মণ॥
লব কুশ গেল যথা ভরত-লক্ষ্মণ।
তৃণজ্ঞান করে সব দেখি সেনাগণ॥

মনোহর দুই ভাই দূর্বাদলশ্যাম।
সকল কটক বলে এল দুই রাম॥
সেই তেজ সেই বল সেই ধনুর্বাণ।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান॥
কুশে আর ভরতে বাজিল মহারণ।
মহাযুদ্ধ করে লব সহিত লক্ষ্মণ॥
পলাইল সব ঠাট নাহিক দোসর।
সবেমাত্র লক্ষ্মণ রহেন একেশ্বর॥
ডাকিয়া বলেন লব শুন হে লক্ষ্মণ।
কোথা গেল সৈন্য তব নাহি একজন॥
মারিলে যে ইন্দ্রজিত রাবণকুমারে।
তোমারে মারিয়া যশ রাখিব সংসারে॥
দেখিয়া তো লক্ষ্মণের লাগে চমৎকার।
ফুরাইল সব বাণ তূণে নাহি আর॥
পাশুপত বাণ সে লবের মনে পড়ে।
তূণ হতে বাণ নিয়া ধনুকেতে জোড়ে॥
বাসুকী তক্ষক যেন বাণের গর্জন।
পাশুপত বাণে বিন্ধে পড়িল লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণে জিনিয়া যায় ভায়ের উদ্দেশে।
হেথা যুদ্ধ বাজিল ভরত আর কুশে॥
কুশের সহিত লব নাহি করে দেখা।
লুকায়ে দেখে যে কুশের অস্ত্রশিক্ষা॥
শত্রুঘ্নে মারিয়া তার বাড়িয়াছে আশ।
ভরতের সনে যুঝে নাহি করে ত্রাস॥
কুশ বীর বাণ এড়ে ভরত-সম্মুখে।
ভরতের যত বাণ কাটে একে একে॥
কুশ বলে ভরত আর কত বাণ এড়।
এই আমি বাণ এড়ি যমঘরে নড়ো॥
জুড়িল ঐষিক বাণ কুশ যে ধনুকে।
সিংহের গর্জনে সে উঠিল অন্তরীক্ষে॥
ভরত কটক সহ পড়িলেন রণে।
ধেয়ে গেল লব সে কুশের বিদ্যমানে॥

রক্তে রাঙা দুই ভাই করে কোলাকুলি।
জলে গিয়া যুদ্ধক্ষত ফেলিল পাখালি॥
সংগ্রামের বেশ থুয়ে বৃক্ষের কোটরে।
শূন্যহস্তে গেল দোঁহে মায়ের গোচরে॥
জানকী বলেন রে বিলম্ব কি কারণ।
কোন্ কার্যে লব-কুশ ব্যাজ এতক্ষণ॥
এতেক প্রমাদ সীতা কিছু নাহি জানে।
মিথ্যা কহি মায়েরে প্রতারে দুইজনে॥
কোনো চিন্তা নাহি মাগো তোমার প্রসাদে।
তপোবন রাখি মোরা মুনি-আশীর্বাদে॥
রাম মুনিবেষ্টিত আছেন যজ্ঞস্থানে।
হেনকালে ভগ্নদূত গেল সেইখানে॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে দূত করে নিবেদন।
কি কহিব রঘুনাথ দৈবের ঘটন॥
দুই শিশু নর নহে বিষ্ণু-অবতার।
তোমার যতেক সেনা করিল সংহার॥
শুনিয়া মূর্ছিত রাম কমললোচন।
চৈতন্য পাইয়া রাম করেন ক্রন্দন॥
নেত্রনীরে শ্রীরামের তিতিল বসন।
সুগ্রীব প্রভৃতি দেন প্রবোধ-বচন॥
ক্রন্দন সম্বর রাম স্থির করো মতি।
দুই শিশু ধরি গিয়া চলো শীঘ্রগতি॥
রথের উপর রাম চড়েন সত্বর।
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস বানর॥

—

॥ লব-কুশের সহিত যুদ্ধে শ্রীরামের পরাজয় ॥

সমরে গেলেন রাম কমললোচন।
ভরত লক্ষ্মণ পড়িয়াছে শত্রুঘ্ন॥
আর পড়িয়াছে ঠাট ছয় অক্ষৌহিণী।
দেখিয়া উদ্বিগ্ন হন রাম রঘুমণি॥

লব কুশ দুই ভাই করে অনুমান।
এই বুঝি সৈন্য লয়ে আইলেন রাম॥
তূণপূর্ণ বাণ নিল ধনু নিল হাতে।
যুঝিবারে দুই ভাই চলে আনন্দেতে॥
যেখানে শ্রীরাম তথা গেল দুইজন।
তিন রাম এক ঠাঁই দেখে সর্বজন॥
পঞ্চমাস গর্ভবতী জানকী যখন।
সেকালে তাঁহারে রাম করেন বর্জন॥
লক্ষ্মণ আনিয়া তাঁরে রাখে এই বনে।
সীতার যমজ পুত্র হেন লয় মনে॥
এত ভাবি রঘুনাথ চান পরিচয়।
বলো দেখি তোমরা কি আমার তনয়॥
পরিচয় দেহ কিবা আমার নন্দন।
এমন হইলে আমি না করিব রণ॥
শুনিয়া সে কথা দোঁহে করে কানাকানি।
কেমনে বলিব নাম বাপ নাহি চিনি॥
দুই ভাই যুক্তি করে কেহ নাহি জানে।
তবে রামে ডাকি বলে তর্জন-গর্জনে॥
আমা দোঁহে দেখিয়া সে কাঁপিলে অন্তরে।
পরিচয় সে কারণে চাহ বারে বারে॥
দুই ভাই চতুর না জানে পিতৃনাম।
ভাঁড়াইল কপটে বুঝিলেন শ্রীরাম॥
দুই ভাই কুপিয়া ধনুকে বাণ জোড়ে।
হস্তী ঘোড়া কাটিয়া গগনে বান উড়ে॥
চারি ভিতে সৈন্য যুঝে লব-কুশ মাঝে।
নানা অস্ত্র লইয়া সে দুই ভাই যুঝে॥
বাণে বিদ্ধ রাক্ষস বানর যত পড়ে।
যেমন কদলী বৃক্ষ পড়ে মহাঝড়ে॥
সেনাপতি ভঙ্গ দিল লব-কুশ হাসে।
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে বলে লব-কুশে॥
যুদ্ধে ভঙ্গ দিলেন তোমার সেনাপতি।
হেন ঠাট কেন রাম আনহ সংহতি॥

পাইয়া শ্রীরাম লজ্জা করেন উত্তর।
যায় যাক ঠাট আমি আছি একেশ্বর॥
দুই দিকে দুই ভাই রাম একেশ্বর।
বাণে বিদ্ধ রামচন্দ্র হলেন কাতর॥
নানা অস্ত্র দুই ভাই এড়ে দুই ভিত।
কোন দিক রাখিবেন শ্রীরাম চিন্তিত॥
চাহিতে লবের পানে কুশ এড়ে বাণ।
লব বিন্ধে যদ্যপি কুশের পানে চান॥
একেবারে দুই ভাই পূরিল সন্ধান।
মূর্ছিত হইয়া ভূমে পড়েন শ্রীরাম॥
নড়িতে নারেন রাম বাণে অচেতন।
লব-কুশ কাড়ি লয় গাত্র-আভরণ॥
সংগ্রামের বেশ কাড়ি লয় দুই ভাই।
অস্ত্র-শস্ত্র ধনুর্বাণ কিছু ছাড়ে নাই॥
দুই ভাই আসিল মায়ের বিদ্যমান।
যুদ্ধকথা কহিতে লাগিল তাঁর স্থান॥
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
এ সবার সঙ্গে করিলাম বহু রণ॥
এসেছিল যত সেনা কেহ তার নাই।
কহি সে অপূর্ব কথা শুন মাতা তাই॥
ধনুর্বাণ আনিয়াছি রথের সাজন।
এই দেখো এনেছি রামের আভরণ॥
দেখিয়া জানকী দেবী চিনিয়া তখন।
শিরে করি করাঘাত করয়ে রোদন॥
হায় হায় কি করিলি ওরে লব-কুশ।
পিতৃহত্যা করিয়া কি রাখিলি পৌরুষ॥
ধেয়ে যায় সীতাদেবী কেশ নাহি বান্ধে।
তাঁর পিছে শিরে হাত দুই ভাই কান্দে॥
শ্রীরাম-উদ্দেশেতে চলেন তিনজন।
উপস্থিত হইলেন যথা হয় রণ॥
কাতর হইয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
বিলাপ করেন ধরি রামের চরণ॥



যেদিন যা হবে তাহা মুনি সব জানে।
উপস্থিত হল মুনি সীতাদেবী-স্থানে॥
মুনি বলে শুন সীতা আমার বচন।
দুই পুত্র লয়ে ঘরে করহ গমন॥
এক মন্ত্রে জল পড়ি দিল মহামুনি।
তপোবনে ছড়াইয়া দিলেন তখনি॥
কটকের গায়েতে যতেক লাগে ছড়া।
অসংখ্য কটক উঠে দিয়া অঙ্গ ঝাড়া॥
মৃত্যুজীবী জল যদি হল পরশন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি উঠিল তখন॥
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
দূর হতে দেখি সীতা পাইল জীবন॥
শ্রীরামের সঙ্গে মুনি করে সম্ভাষণ।
চারি ভাই করিলেন মুনিরে বন্দন॥
শ্রীরাম বলেন মুনি তোমার প্রসাদে।
রক্ষা পাইলাম সবে পড়িয়া প্রমাদে॥
কিন্তু মুনি জানিতে বাসনা মনে হয়।
কাহার তনয় দুটি দেহ পরিচয়॥
মুনি বলে রাম আমি না ছিলাম দেশে।
কাহার তনয় তাহা না জানি বিশেষে॥
এখন সে বালকের না পাবে দর্শন।
দেশে লয়ে আমি তারে করাব মিলন॥
অশ্ব লয়ে রঘুনাথ যাও নিজ দেশে।
যজ্ঞ পূর্ণ করো গিয়া অশেষ বিশেষে॥

—

॥ লব-কুশের রামায়ণ-গান। সীতাদেবীর
পাতাল-প্রবেশ॥

মুনির আজ্ঞায় রাম করেন গমন।
ঘোড়া আনি করিলেন যজ্ঞ সমাপন॥

বড় পরিপাটি যজ্ঞ করেন দুষ্কর।
শিষ্য-সহ আইল বাল্মীকি মুনিবর॥
মুনিরে দেখিয়া রাম সম্ভ্রমে উঠিয়া।
বসিতে আসন দেন পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া॥
বীণা-হাতে দুই ভাই বসিল সভায়।
বাল্মীকি-রচিত গীত রামায়ণ গায়॥
দুই ভাই গীত গায় বাজাইয়া বীণা।
সর্বলোক শুনে গীত অমৃতের কণা॥
সভায় সকল লোক করে কানাকানি।
রামের আকৃতি দুই শিশু কে না জানি॥
এই দুই শিশু সহ করিলেন রণ।
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ॥
শ্রীরাম হইতে দুই বালক দুর্জয়।
শ্রীরামেরে ইহারা করিল পরাজয়॥
যতেক সভার লোক করে অনুমান।
রামের এ দুই পুত্র কভু নহে আন॥
শ্রীরাম শুনিয়া সেই রামায়ণ-গান।
নিজ পুত্র বলিয়া করেন অনুমান॥
লব-কুশ সংগীত গাইল এক মাস।
রচিল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥
এক মাসে গীত যদি হইল বিরাম।
জিজ্ঞাসা করেন তবে দোঁহারে শ্রীরাম॥
আমি তোমা সবাকে জিজ্ঞাসি বিবরণ।
কোন্ বংশে জন্মিলা বা কাহার নন্দন॥
লব-কুশ তখন শ্রীরামের সাক্ষাতে।
ছলে পরিচয় দেন দোঁহে হেঁটমাথে॥
না জানি পিতার নাম মাতৃনাম সীতা।
বাল্মীকির শিষ্য মোরা নাহি চিনি পিতা॥
এই পরিচয় পেয়ে শ্রীরঘুনন্দন।
দুই পুত্র কোলে করি করেন ক্রন্দন॥
শ্রীরাম বলেন হে বাল্মীকি জ্ঞানবান্।
জান ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমান॥

এতেক জানিয়া তুমি না কহ আমারে।
পরীক্ষা লইয়া সীতা আনো মম ঘরে॥
সঙ্গে রথ লয়ে যাক সুমন্ত্র সারথি।
রথে করি আনহ সীতারে শীঘ্রগতি॥
মহামুনি শ্রীরামের অনুজ্ঞা পাইয়া।
স্বদেশে গেলেন তবে সুমন্ত্রে লইয়া॥
রথেতে চড়িয়া সীতা করিল গমন।
বাল্মীকির তপোবনে উঠিল ক্রন্দন॥
জগতের যত লোক অযোধ্যা-নগরে।
হেনকালে সীতা গেল সভার ভিতরে॥
শ্রীরাম-চরণ সীতা করিল বন্দন।
বাল্মীকি রামের প্রতি কহেন তখন॥
আমি জানি পাপ নাই সীতার শরীরে।
মহাসতী সীতা আমি জানিনু অন্তরে॥
ঘরে লহ সীতায় কি করহ বিচার।
লব-কুশ দুই পুত্র সীতার কুমার॥
মুনি-প্রতি শ্রীরাম কহেন জোড়হাতে।
সীতার চরিত্র আমি জানি ভালোমতে॥
আমি জানি সীতার শরীরে নাহি পাপ।
বিধির নির্বন্ধ এই ঘটিল সন্তাপ॥
আর কিছু মহামুনি না বলিয়ো মোরে।
সীতার পরীক্ষা লব সভার ভিতরে॥
রামের বচন যে শুনিল সর্বলোকে।
লজ্জায় কাতর সীতা পৃথিবীকে ডাকে॥
সীতা নিতে পৃথিবী হইল আগুসার।
সপ্ত পাতাল হইতে হল এক দ্বার॥
অকস্মাৎ উঠিল সুবর্ণ-সিংহাসন।
দশ দিক আলো ক'রে এ মর্তভুবন॥
আপন সন্তানে সীতা ফিরে নাহি চান।
শ্রীরামেরে নিরখিয়া পাতালেতে যান॥
পাতালে প্রবেশিয়া তিলেক নাহি থাকি।
স্বমূর্তি ধরিয়া স্বর্গে গেলেন জানকী॥

লক্ষ্মী স্বর্গে গেলেন হরিষ দেবগণ।
অযোধ্যা-নগরে হেথা উঠিল ক্রন্দন॥
জগতের নাথ রাম হইলেন বিকল।
তাঁহার ক্রন্দনে লোক কান্দিল সকল॥

—

॥ শ্রীরামাদির অষ্ট পুত্রকে রাজ্য প্রদান
ও স্বর্গারোহণ॥

বহু বর্ষ করিলেন সাম্রাজ্য শাসন।
পাত্রমিত্র সুখে আছে আর প্রজাগণ॥
চারি ভায়ের মা মরে কাল-অবসান।
ভাণ্ডার বিলায় রাম করে নানা দান॥
চারি ভায়ের অষ্ট পুত্র হল মতিমান্।
অষ্টজনে অষ্টরাজ্য করেন প্রদান॥
নরদেহ ছাড়িয়া গেলেন চারিজন।
বৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণুরূপে দেন দরশন॥
শ্রীরাম ভরত আর লক্ষ্মণ শত্রুঘন।
মিলি হইলেন একদেহ নারায়ণ॥
সীতাদেবী আইলেন শ্রীরামের পাশে।
লক্ষ্মীরূপা হইলেন সীতা অবশেষে॥
অনুপম রামকথা কে পাইবে সীমা।
অসীম অনন্ত রাম অনন্ত মহিমা॥
পুণ্যবৃদ্ধি হয় যাঁর করিলে স্মরণ।
পাপী মুক্ত হয় যে শুনিলে রামায়ণ॥
চারি বেদ পাঠ কৈলে যত ফল হয়।
রামনামে তার কোটিগুণ ফলোদয়॥
রামনাম লইতে যে করে অভিলাষ।
সর্বপাপে মুক্ত সে বৈকুণ্ঠে করে বাস॥
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অমৃতের খণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল সপ্তকাণ্ড॥